রমাদান
আত্মশুদ্ধির বিপ্লব
ড. খালিদ আবু শাদি

রমাদান

আত্মশুদ্ধির বিপ্লব

ড. খালিদ আবু শাদি

অনুবাদকের কথা

রমাদান পরিবর্তনের মাস। রমাদান গাফিলতি ঝেড়ে নিজেকে শুধরে নেওয়ার মাস। রমাদান আত্মশুদ্ধির সুবর্ণ সময়। রমাদান তাকওয়া অর্জনের শ্রেষ্ঠ সময়। রমাদান নেক আমলের বসন্ত। রমাদান কুরআন নাজিলের মাস। রমাদান বিজয়ের মাস। রমাদান আল্লাহর নৈকট্যলাভের শ্রেষ্ঠ সময়।

প্রিয় ভাই, আমাদের জীবনে প্রতি বছরই রমাদান আসে। সময়ের আবর্তনে আবার তা বিদায় নেয়। কিন্তু আমরা কি এ রমাদানের যথাযথ কদর করি? রমাদানের প্রভাব কি এর পরবর্তী সময়গুলোতে আমাদের মাঝে থাকে? রমাদান থেকে তাকওয়ার সবক নিয়ে সারা বছর কি আমরা তাকওয়ার পথে চলি? হায়, কত রমাদানই তো আমরা পার করেছি; কিন্তু আমাদের মাঝে পরিবর্তন কোথায়?! আছে কি আমাদের জীবনে তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ?! আসুন, আর গুনাহের সাগরে ডুবে থাকা নয়; আর নয় গাফিলতির মাঝে বিভোর থাকা। নিজেকে শুধরে নেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে জেগে উঠি। সামনের প্রতিটি রমাদানকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগানোর ফিকির করি। প্রতিটি রমাদানকে জীবনের শেষ রমাদান ভেবে এর সর্বোচ্চ কদর করি। রমাদান থেকে তাকওয়ার শিক্ষা নিয়ে জীবনের প্রতিটি পদে পদে এর বাস্তবায়ন ঘটাই।...

প্রিয় পাঠক, রমাদানে নিজেকে পরিবর্তনের কিছু উত্তম দিক-নির্দেশনা নিয়েই আপনাদের জন্য রুহামার এবারের উপহার ড. খালিদ আবু শাদি রচিত (رمضان ثورة التغيير) গ্রন্থের সরল বাংলা অনুবাদ 'রমাদান : আত্মশুদ্ধির বিপ্লব'। লেখক গ্রন্থটিকে ৩০টি উপকারী পাঠে সন্নিবেশিত করেছেন—আর এর প্রতিটি পাঠে রয়েছে ১০টি পয়েন্টে চমৎকার আলোচনা। ঘরে কিংবা মসজিদে সবার মাঝে তালিমের জন্য অতি চমৎকার গ্রন্থ এটি! প্রিয় পাঠক, গ্রন্থটি আপনি নিজে পাঠ করেই ক্ষান্ত হবেন না; বরং আপনার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে এর ওপর পাঠচক্র করবেন। এ ছাড়া আপনার

সহপাঠী কিংবা সহকর্মীদের সাথে নিয়েও পাঠচক্র করতে পারেন—প্রতিদিন এর থেকে তালিম করতে পারেন আপনার মহল্লার মসজিদেও। আল্লাহ তাআলা এ উপকারী গ্রন্থটিকে আমাদের সুপরিবর্তনের অসিলা বানান। আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন!

- হাসান মাসরুর

সূচিপত্র

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

উম্মাহর এই অবস্থা দেখে কি আপনারা দুঃখিত হবেন না? গাজার ভূমিতে প্রবাহিত রক্ত কি আপনাদের ক্রোধান্বিত করবে না? ক্ষত-বিক্ষত আকসা কি আপনাদের ঘুম ভাঙাবে না? প্রতিটি অঙ্গনে মুসলিমদের পিছিয়ে থাকা কি আপনাদেরকে বিষণ্নতার আগুনে দগ্ধ করবে না?

বর্তমান মুসলিমদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি মন্থর, উন্নতির হার সীমাবদ্ধ। একচেটিয়া সব ধনীদের দখলদারিত্বে। পুরো সমাজজুড়ে অপরাধ ছড়িয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে কোনো নিরাপত্তা নেই। অপরাধ দমনে নিরাপত্তা-ব্যবস্থা অকার্যকরপ্রায়। মানুষের মাঝে হতাশা ও আত্মহত্যার প্রবণতা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক অবস্থানে শত্রুকে বন্ধু হিসেবে এবং বন্ধুকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। ধ্বংস ও বরবাদির মোকাবিলায় পারস্পরিক সমালোচনা ও দোষারোপের আওয়াজই অনেক উঁচু হচ্ছে।

প্রত্যেক চিন্তাশীল ও জীবিত সত্তার প্রতি আহ্বান

আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের মাঝে প্রতীক্ষিত পরিবর্তন আসার জন্য জরুরি ও মূল বিষয় হলো, নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া। আর এ ব্যাপারেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

'আল্লাহ তাআলা কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'[১]

১. সুরা আর-রাদ, ১৩ : ১১।

কিন্তু আজ আমাদের হৃদয়গুলো তালাবদ্ধ হয়ে আছে! প্রিয় ভাই, এই পরিবর্তন ও আত্মশুদ্ধির জন্য রমাদান হলো সর্বাধিক সুবর্ণ সময়। আর এর পেছনে তিনটি মৌলিক কারণ রয়েছে :

১. পরিবর্তন ও আত্মশুদ্ধির দীর্ঘ সময়

এ মাসে রোজাদার ব্যক্তি লাগাতার ৩০ দিন[২] (দিনের বেলায়) পানাহার ও স্ত্রী-সম্ভোগ থেকে সন্তুষ্টচিত্তে বিরত থাকে। নিজের আবেগকে সে নিয়ন্ত্রণ করে। কেউ গালি দিয়ে বা অপমান করে কোনো কথা বললে তার প্রত্যুত্তর দেয় না। বরং নিজের এ কথাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যে, 'আমি রোজাদার।' একনিষ্ঠভাবে নিজেকে শুধরে নেওয়ার ইচ্ছে থাকলে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ও আত্মশুদ্ধির জন্য রমাদান সত্যিই এক বিশাল সময়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, কেউ যদি একটি কাজ ছয় থেকে ২১ দিন যাবৎ নিয়মিত করে, তাহলে এটি তার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং তা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। রমাদানে সময়ের বরকত ও চির শত্রু শয়তানের বন্দিত্ব ফলাফলকে চমৎকার এবং পরিবর্তনকে স্থায়ী করে তোলে।

হ্যাঁ, রমাদানে আত্মশুদ্ধির এ মৌসুমের সময় হলো লাগাতার ৩০ দিন। যেন ক্রিয়াশীল ওষুধের ঢোক গলাধঃকরণ করা যায়। আর তাতে সুস্থতা লাভ হয় এবং যেকোনো রোগ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। সত্যিই রমাদান হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য আত্মশুদ্ধির বরকতপূর্ণ একটি পদ্ধতি। কারণ, এ মাসে দৈনিক একটি নেক কাজ অনেক মানুষই করছে; যদিও তা সাধারণ বিষয় হোক। কিন্তু যদি তারা দৈনিক বিশাল পরিমাণে আমল করে, তাহলে তাদের অবস্থা কেমন হবে? এদিক থেকে রমাদান হলো, সুশৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খল সব মানুষের জন্যই একটি আবশ্যকীয় শৃঙ্খলা। সাধারণ দিনগুলোতে মানুষ যা করতে পারে না, তা এ মাসের বরকতপূর্ণ দিনগুলোতে করাটা অনেক সহজ হয়ে যায়।

সুতরাং এ দিনগুলোতে কেন আপনি নিজেকে শুধরে নেবেন না? অথচ আত্মশুদ্ধির জন্য এ দিনগুলোর চেয়ে উত্তম ও উপযোগী দিন আপনি আর

২. রমাদানের চাঁদের হিসেবে ২৯ বা ৩০ দিন হতে পারে।

পাবেন না। যদি রমাদানে নিজেকে পরিবর্তনের ব্যাপারে সচেষ্ট না হন, তাহলে আল্লাহর শপথ, আর কবে আপনার পরিবর্তন ঘটবে? নেকের কোনো কাজ কিছু দিন করে আবার কিছু দিন তা ছেড়ে রাখলে অন্তরে সেই নেক কাজের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি সব সময় নেক কাজের ওপর অবিচল থাকা যায়, তাহলে হৃদয়ে এর ভালো প্রভাব থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেই পুরো একটি মাস আমাদের ফায়দার জন্য রোজাকে ফরজ করেছেন এবং একদিনের জন্য হলেও বিনা ওজরে তা ভঙ্গ করা হারাম করে দিয়েছেন। বাহ্যত যদিও কষ্ট চাপিয়ে দেওয়া মনে হয়; কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে এটা পুরোটাই মর্যাদা ও পুরস্কার লাভের বিষয়। এ কারণেই যদি কোনো মুসলিম যথাযথভাবে রোজা রাখে, তাহলে অবশ্যই তার হৃদয়ে এর প্রভাব পড়ে এবং তার মাঝে নেক আমল করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। আর এই প্রভাব তার মাঝে স্থায়ীভাবে বাকি রয়ে যায়। সুতরাং আমাদের কী করা উচিত, নিজের অর্জিত এ প্রভাব সাময়িক গাফিলতি ও সার্বক্ষণিক বিস্মৃতি থেকে রক্ষা করা, না নিজেই গাফিলতি ও বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া?

২. স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কাটা

রমাদানে আপনি অনেক মানুষের সাথে রোজা রাখবেন। মুমিনদের বিশাল দলের সাথে তারাবিহের জামাআতে উপস্থিত হবেন। মাগফিরাত-প্রত্যাশী হাজারো মুসলিমের মাঝে আপনি কুরআন খতমে উপস্থিত হবেন। মুসলিমদের এ আমলি পরিবেশ দেখে নেক আমলের প্রতি অনুপ্রাণিত হবেন; এতে আপনার হৃদয় শক্তিশালী হবে। আপনি যদিও অলস ও নিস্তেজ; কিন্তু এখন নেক কাজের জন্য উদ্যমী হবেন। আমলের প্রতি এই অনুপ্রেরণা রমাদান ছাড়া অন্য কোনো মাসে পাবেন না। রমাদানের মতো কি আর কোনো মাসে মসজিদগুলো এমন পরিপূর্ণ হয়? কুরআন নাজিলের মাস ছাড়া আর কখন মানুষ কুরআন তিলাওয়াতে এত প্রতিযোগিতা করে? এই দিনগুলোর মতো আর কোন দিন মানুষ উদার হস্তে দান করে এবং অভাবীদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করে?

প্রিয় ভাই, নিজেকে বোঝার চেষ্টা করুন। যেন সবচেয়ে বড় ও কল্যাণকর একটি মৌসুম আপনার ছুটে না যায়। বৎসরের এ সেরা লাভজনক দিনগুলো যেন আপনার হাতছাড়া হয়ে না যায়।

৩. পরিবর্তনের বিষয়সমূহ

এই কিতাবে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের মৌলিক পাঁচটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের জীবনের প্রতিটি অঙ্গন জুড়ে আছে।

- অভ্যাস
- ইবাদত
- অন্তরের অবস্থা
- সম্পর্ক
- অল্পে তুষ্টি

এটি হলো গভীর এক পরিবর্তন, যা খোসা ভেদ করে ফল এবং বাহ্যিক থেকে অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এখান থেকে এই বিষয়টিও স্পষ্ট হয় যে, যখন আমরা তিক্ত বাস্তবতাকে পরিবর্তনের ইচ্ছা করব, তখন অনেক আমল করতে হবে এবং বিশাল ধৈর্যধারণ করতে হবে। যেন আমরা নিজেদের কালো নিফাকির অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসতে পারি, যা আমাদের ভেতরে প্রবেশ করেছিল যখন থেকে আমরা আল্লাহর পথ ছেড়ে দিয়েছি। পরিবর্তনের সূচনাই আমাদের সম্মানের জন্য যথেষ্ট হবে। আর এই সূচনা যদি রমাদানে হয়, তাহলে আমাদের সম্মান আরও বৃদ্ধি পাবে। আর এ কাজে যদি কেউ শেষের দিকেও এসে যুক্ত হয়, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। কেননা, শেষ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব হলো তার, যে সততার সাথে (অবিচল) ছিল, যে পিছিয়ে পড়েছে তার জন্য নয়।

পাঁচটি নির্দেশনা

আপনি যদি এই বিষয়গুলোর প্রতি পুরো মাসব্যাপী দৃষ্টি রাখেন, তাহলে স্থায়ী ও পরিপূর্ণ একটি পরিবর্তন আনতে পারবেন। যখনই আপনাকে অলসতা পেয়ে বসবে, এ নির্দেশনাগুলো আপনাকে উৎসাহ জোগাবে এবং যখনই আপনি (আমলের কথা) ভুলে যাবেন, এগুলো আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।

১. حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

'যে পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'[৩]

যেকোনো জিনিস পরিবর্তন করা; যদিও পুরো জগৎ আপনার হৃদয় থেকে বের করতে হয়।

২. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ

'তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে।'[৪]

যদি আপনি শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিজেকে পরিবর্তন করে না নেন, তাহলে শয়তান আপনাকে নীচুতার দিকে ধাবিত করতে প্ররোচনা চালিয়ে যাবে।

৩. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'আর যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।'[৫]

সুতরাং আল্লাহর পথে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে হিদায়াতের বিশাল নিদর্শন দান করবেন এবং আপনার হৃদয়কে উচ্চ ও পবিত্র বিষয়ের দিকে পরিবর্তন করে দেবেন।

৪. 'ধ্বংস সে ব্যক্তির জন্য, যে রমাদান পেয়েছে; কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হয়নি। ধ্বংস তার জন্য...ধ্বংস তার জন্য : রমাদানের সময়গুলো গনিমতের মতো। এই সময় হিম্মতকে জাগিয়ে তোলা যায়; যেন তা ক্ষতির শিকার না হয় এবং তার হাত থেকে এই নিয়ামত ছুটে না যায়।

৫. শেষ রমাদান : এই উপলব্ধি করতে হবে যে, এই রমাদানই (হয়তো) আপনার জীবনের শেষ রমাদান; সামনের রমাদানে উপনীত হওয়া আপনার ভাগ্যে নাও জুটতে পারে। তাই (এর সর্বোচ্চ কদর করে) বিদায়ী রোজা

---

৩. সুরা আর-রাদ, ১৩ : ১১।
৪. সুরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৩৭।
৫. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৬৯।

রাখুন এবং বিদায়ী তারাবিহের সালাত আদায় করুন এবং সে ব্যক্তির ন্যায় আমল করুন, যে মাস শেষে কবরের গন্তব্যের উদ্দেশে সফর করবে।

প্রিয় ভাই, সুসংবাদ গ্রহণ করুন...আশাবাদী হোন...হতাশা ঝেড়ে ফেলুন। যদি আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য কল্যাণের ইচ্ছা না করতেন, তাহলে এ রমাদান পর্যন্ত আপনাকে পৌঁছাতেন না। কত লোক আছে, এ রমাদানে উপনীত হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে—এদের কেউ দুদিন আগে আবার কেউবা একদিন আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আর আপনি এখনো জীবিত আছেন, আল্লাহ তাআলা আপনার হায়াত বৃদ্ধি করে আপনার মর্যাদা বুলন্দ করতে চেয়েছেন।

নতুন একটি রমাদান

নতুন এই রমাদানে কিছু কাজ

অন্যের সাথে কথা বলুন : প্রতিদিন আপনি যা পাঠ করছেন, তা অন্যের সাথে আলোচনা করুন। ফায়দা আপনার মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না। উপকারগুলো নিজের জন্যই ধরে রাখবেন না; বরং নিজের জন্য যা পছন্দ করেন, তা অন্যের জন্যও পছন্দ করুন। আপনি যা পাঠ করছেন, তার দিকে অন্যদের দাওয়াত দিন। আর এর মাধ্যমে এই নিয়ত করবেন যে, (الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ) 'নেক কাজের প্রতি নির্দেশকারী নেক কাজ সম্পন্নকারীর মতো।'[৬] যদিও আপনি যা জানেন, শুধু তার ওপরই আমল করেন। আপনার নেক কাজসমূহের অন্যতম হলো, আল্লাহ তাআলা আপনাকে হিদায়াতের যে পথ দেখিয়েছেন, তার প্রচার-প্রসার করা।

সুনির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করুন : প্রতিদিন নিজের অবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। যেন আপনার ভালো হওয়ার ইচ্ছেটা অন্তরের মণিকোঠা থেকে বাহ্যিক পরিবেশেও ফুটে ওঠে। এবং তা স্বপ্ন ও ইচ্ছা থেকে বাস্তবতায় রূপ নেয়। আর যা কিছু পাঠ করেছেন, এর মাধ্যমে যেন আপনি পূর্ণ উপকৃত হতে পারেন।

---

৬. মুসনাদু আহমাদ : ২২৩৬০, তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৫৯৪৫।

চারপাশে ছড়িয়ে দিন : এই বইটি আপনি নিজেও পাঠ করুন এবং আপনার পরিবারের লোকজন, আত্মীয়-স্বজন ও সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝেও এটি ছড়িয়ে দিন—তাদেরকে বইটি পড়তে দিন কিংবা তাদের সাথে নিয়ে এটি পাঠ করুন। এ ছাড়াও এর গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠাগুলো আপনার বাসভবনের ফটকে কিংবা মসজিদের দর্শনীয় দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে পারেন; যাতে সবাই উপকৃত হতে পারে।

মসজিদের ইমাম সাহেবকে বইটি হাদিয়া দিন : এই বইটি আপনার মসজিদের ইমাম সাহেবকে হাদিয়া দিন; যাতে তিনি মাহে রমাদানের বিভিন্ন খুতবায় কিংবা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এখান থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

হে আমার ভাই!

হে পরিবর্তন-প্রত্যাশী!

এবারের রমাদান যেন আপনার জীবনে নিয়ে আসে ভিন্ন স্বাদ—ভিন্ন আমেজ। এই রমাদান যেন বয়ে আনে কল্যাণ—আপনার এবং সবার; হিদায়াতের আলো যেন ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।

ইতিবাচক মনোভঙ্গি লালন করুন। ফাসাদ ও ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে লড়াই করুন। ছিঁড়ে ফেলুন আঁধারের যত শৃঙ্খল। মুমিনদের দেহমনে বুলিয়ে দিন ইসলাহ ও পরিশুদ্ধির হিমেল পরশ। হিদায়াতের তীব্র আলোতে ভ্রষ্টদের অন্তরগুলোকে জ্বালিয়ে দিন। রমাদানের পবিত্রতা ও সজীবতাকে আরও বাড়িয়ে তুলুন। সময়ের আবর্তে হারিয়ে গেছে যত রমাদান, সবগুলোর তুলনায় এবারের রমাদান হয়ে উঠবে আরও উজ্জ্বল আরও কল্যাণময়। কারণ এই রমাদানে আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে কল্যাণের দরজা খুলে দেবেন, সমাজকে আলোকিত করবেন, মানুষের অন্তরে পরিশুদ্ধি দান করবেন।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে দুনিয়া-আখিরাত উভয়ে জাহানে কল্যাণ দান করুন।

- খালিদ আবু শাদি

১. আজকের পাঠ : আস-সিয়াম

[আপনার ইবাদতের মান উন্নত করুন]

আমি আত্মশুদ্ধি অর্জনের কাজ শুরু করেছি

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- পূর্বের সব গুনাহ মাফ :

রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

'যে ব্যক্তি ইমানসহ পুণ্যের আশায় রমাদানের সিয়াম পালন করবে, তার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'[৭]

- অগণিত প্রতিদান লাভ :

রাসুল ﷺ বলেন :

قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،

'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "সিয়াম ব্যতীত আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজই তাঁর নিজের জন্য; কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমিই এর প্রতিদান দেবো।"'[৮]

---

৭. সহিহুল বুখারি : ৩৮।

৮. সহিহুল বুখারি : ১৯০৪।

- **কিয়ামত দিবসে সুপারিশ লাভ :**

রাসুল ﷺ বলেন :

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

'সিয়াম ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে।'[৯]

- **কল্পনাতীত সাওয়াব অর্জন :**

আবু উমামা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْنِي بِعَمَلٍ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْنِي بِعَمَلٍ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْنِي بِعَمَلٍ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ»

'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন।" তিনি বললেন, "তুমি সিয়ামকে আঁকড়ে ধরো। কারণ, এর সমকক্ষ কিছু নেই।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন।" তিনি বললেন, "তুমি সিয়ামকে আঁকড়ে ধরো। কারণ, এর সমকক্ষ কিছু নেই।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন।" তিনি বললেন, "তুমি সিয়ামকে আঁকড়ে ধরো। কারণ, এর সমকক্ষ কিছু নেই।"'[১০]

- **দুআ কবুল হওয়া :**

রাসুল ﷺ বলেন :

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ، دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ

---

৯. মুসনাদু আহমাদ : ৬৬২৬।
১০. নাসায়ি رحمه الله কৃত আস-সুনানুল কুবরা : ২৫৪৪।

'তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না : পিতার দুআ, রোজাদারের দুআ এবং মুসাফিরের দুআ।'[১১]

- কামনার আগুনকে নিভিয়ে দেওয়া :

নবিজি ﷺ বলেন :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

'আর যদি সে তা (বিয়ে) করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সিয়াম পালন করবে। কেননা, এটি তার কামভাব দমন করবে।'[১২]

- জাহান্নাম থেকে দূরে থাকা :

আবু সাইদ খুদরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিনও সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।"'[১৩]

- জান্নাতে মর্যাদা লাভের মাধ্যমে সফল হওয়া :

রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ

'জান্নাতে একটি বালাখানা রয়েছে। এর ভেতর হতে বাইরের অংশ এবং বাইর হতে ভেতরের অংশ দেখা যায়। আল্লাহ তাআলা এটি ওই ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করেছেন, যে (অন্যকে) আহার করায়, নম্র ভাষায়

---

১১. বাইহাকি رحمه الله কৃত আস-সুনানুল কুবরা : ৬৩৯২।
১২. সহিহুল বুখারি : ৫০৬৬, সহিহ মুসলিম : ১৪০০।
১৩. সহিহুল বুখারি : ২৮৪০।

কথা বলে, সিয়াম পালন করে এবং মানুষ ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করে।'[১৪]

আপনি জানেন কি এই বালাখানা কেমন হবে? নবিজি ﷺ বলেন :

«إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنَ الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ»

'জান্নাতিরা নিজেদের মর্যাদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে একে অপরকে ওপরে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা পূর্বাকাশে উদয়াচলে অথবা পশ্চিমাকাশে অস্তাচলে উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ দেখতে পাও।'[১৫]

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'হে ইমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।'[১৬]

- আল্লাহ তাআলাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা আর তিনিই আমাদের জন্য উপযোগী ও কল্যাণকর বিষয়গুলো সম্পর্কে জানেন; তাই তিনি সিয়ামের বিধান দিয়েছেন।
- সিয়াম এমন এক বিধান, যা বান্দাদের মাঝে আগ্রহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে।

---

১৪. মুসনাদু আহমাদ : ২২৯০৫, সহিহু ইবনি খুজাইমা : ২১৩৭।
১৫. সহিহু মুসলিম : ২৮৩১।
১৬. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৮৩।

➤ সিয়াম পূর্ববর্তী সকল উম্মতের মাঝে একটি পরীক্ষিত আমল। তার কার্যকারিতা প্রমাণিত। এটি শুধু এ উম্মতের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। শুধু মুসলিম জাতিই সিয়ামের ব্যাপারে আদিষ্ট নয়। ইসলামে সিয়ামের বিধান আসার আগেও মানুষ সিয়াম পালন করত। যেন মুসলিমগণ এই ধারণা না করে যে, সিয়াম শুধু তাদের ওপরই ফরজ করা হয়েছে। এই আয়াতে পূর্ববর্তী সভ্যতাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী লোকেরা সিয়াম পালন করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তাকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। যেন আমরা অন্যদের থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারি।

➤ সিয়াম তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ। আর তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিদান অর্জন করা যায়।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

➤ আবু দারদা ﵁ বলেন :

«خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابْنِ رَوَاحَةَ»

'কোনো এক সফরে প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা নবিজি ﷺ-এর সাথে যাত্রা শুরু করলাম। গরম এতটাই প্রচণ্ড ছিল যে, প্রত্যেকে আপন আপন হাত নিজের মাথার ওপর তুলে ধরেছিলেন। এ সময় নবিজি ﷺ ও ইবনে রাওয়াহা ﵁ ব্যতীত আমাদের কেউ সিয়ামরত ছিলেন না।'[১৭]

➤ রাসুল ﷺ বলেন :

أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا،

১৭. সহিহুল বুখারি : ১৯৪৫।

'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সিয়াম হলো দাউদ ﷺ-এর সিয়াম। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন এবং একদিন (সিয়াম পালন থেকে) বিরত থাকতেন।'[১৮]

৪. অমূল্য বাণী

- আহনাফ বিন কাইসকে বলা হলো, 'আপনি তো বৃদ্ধ মানুষ। সিয়াম আপনাকে আরও দুর্বল করে দেবে।' তিনি বললেন, 'আমি লম্বা এক সফরের জন্য তা প্রস্তুত করছি।'

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নামই সিয়াম নয়। সিয়াম হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা, অনর্থক কথা থেকে জবানকে চুপ রাখা, হারামের দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে নিজেকে সংযত রাখা।'

- ইয়াকুব বিন ইউসুফ আল-হানাফি ﷺ বলেন, 'আমাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা নিজ বন্ধুদের বলবেন, "হে আমার বন্ধুগণ, দুনিয়াতে আমি যতবার তোমাদের দিকে তাকিয়েছি, (দেখেছি) তোমাদের মুখ শরাবের ব্যাপারে সংকুচিত ছিল, তোমাদের চোখ অবনত ছিল এবং তোমাদের পেট ছিল খালি। সুতরাং আজ তোমরা জান্নাতের নিয়ামত উপভোগ করো। আর পরস্পরের মাঝে পানপেয়ালা গ্রহণ করো।'

- হাসান ﷺ বলেন, 'আল্লাহর অলি (প্রিয় বান্দা) আয়তলোচনা হুরের সাথে হেলান দিয়ে মধুর ঝরনার পাড়ে বসে থাকবে। তখন হুর তাকে পানপাত্র দিয়ে বলবে, "আল্লাহ তাআলা গ্রীষ্মকালের দীর্ঘতম দিনে তোমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তুমি তখন দ্বিপ্রহরের তীব্র পিপাসায় কাতর ছিলে। তোমাকে নিয়ে আল্লাহ ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেছেন এবং বলেছেন, "আমার বান্দার দিকে লক্ষ করো! সে আমার জন্য এবং আমার কাছে যা আছে তার আশায় নিজের স্ত্রী, নিজের চাহিদা, নিজের স্বাদ ও পানাহার

---

১৮. সহিহুল বুখারি : ৩৪২০।

পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" ফলে আল্লাহ সেদিন তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমার সাথে তোমাকে বিয়ে দিয়েছেন।'"

৫. কিছু চমৎকার কাহিনি

হাজ্জাজ ও এক বেদুইনের মাঝে কথোপকথন

প্রচণ্ড গরমের কোনো এক দিনে হাজ্জাজ (কোথাও) বের হলো। সেখানে তার জন্য খাবার পরিবেশন করা হলো। হাজ্জাজ বলল, 'আমাদের সাথে আহার করবে এমন কাউকে খুঁজে আনো।' লোকজন খোঁজ করে শুধু একজন বেদুইনকেই পেল। তারা তাকে হাজ্জাজের কাছে নিয়ে আসলো। তখন হাজ্জাজ ও বেদুইনের মাঝে নিম্নের কথোপকথন হলো :

হাজ্জাজ : হে বেদুইন, এসো, আমরা খাবার খেয়ে নিই।

বেদুইন : তোমার চেয়ে উত্তম এক সত্তা আমাকে দাওয়াত করেছেন। আর আমি তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়েছি।

হাজ্জাজ : কে সে?

বেদুইন : আল্লাহ তাআলা আমাকে সিয়ামের দাওয়াত করেছেন; তাই আমি রোজাদার।

হাজ্জাজ : তুমি এত গরমের দিনে রোজা রাখছ!

বেদুইন : আমি সেদিনের জন্য রোজা রাখছি, যেদিন এর চেয়ে বেশি গরম হবে।

হাজ্জাজ : আজ রোজা ভেঙে ফেলো—আগামীকাল রেখো।

বেদুইন : গভর্নর সাহেব কি আমার আগামীকাল বেঁচে থাকার গ্যারান্টি দিতে পারবেন!

হাজ্জাজ : এটি আমার সাধ্যে নেই। এ ব্যাপারে তো শুধু আল্লাহই ভালো জানেন।

বেদুইন : তাহলে কীভাবে আপনি চিরস্থায়ী জিনিসের মোকাবিলায় ক্ষণস্থায়ী জিনিস কামনা করছেন; অথচ সে চিরস্থায়ী জিনিসের কোনো বিকল্প নেই।

হাজ্জাজ : আজ খুব মজাদার খাবার আছে!

বেদুইন : আল্লাহর শপথ, আপনার রুটিওয়ালা ও বাবুর্চিরা যা প্রস্তুত করেছে, তা উত্তম নয়; বরং আল্লাহর আফিয়াতই উত্তম।

হাজ্জাজ : আল্লাহর শপথ, আমি এর মতো আর কাউকে দেখিনি। হে বেদুইন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

হাজ্জাজ তার জন্য কিছু পুরস্কারের আদেশ করলেন।

আপনি প্রথম প্রজন্মের কেউ?!

হাসান বসরি ﵀-এর সামনে খাবার পেশ করা হলে তিনি বলেন, 'আমি রোজাদার।' বলা হলো, 'এত গরমের দিনে আপনি রোজা রাখছেন!' তিনি বললেন, 'আমি প্রথম প্রজন্মের একজন হতে চাই!'

৬. রমাদানের রোজা

রমাদানের ৩০ দিন আপনি রোজা রাখছেন। যত গরম বা ক্লান্তিই আসুক আপনি রোজা রাখছেন। একদিনও রোজা ছেড়ে দিচ্ছেন না। এ সময় আপনি নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে রোজা বিনষ্টকারী সব বিষয় থেকে বিরত রাখছেন। আপনি ভয় করছেন যে, আপনার রোজা আবার অনর্থক হয়ে যায় কি না। কিন্তু রমাদানের পরে প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখার মতো শক্তি আপনি পাচ্ছেন না। কেন আপনি রমাদান-পরবর্তী দিনগুলোতে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখতে পারছেন না! হারাম থেকে নিজের দৃষ্টিকে সরিয়ে রাখতে পারছেন না!

৭. সিয়ামের সূর্য ডুবে গেছে

➤ (বর্তমানে অনেকের অবস্থা হলো) রমাদান মাসটা তাদের জন্য খাবারের মাসে পরিণত হয়েছে! তাদের জন্য এটি রাতের সালাতের মাস নয়।

➤ অনেকে আজ তাদের অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। তাই রমাদানে পূর্বাকার ঝগড়া-বিবাদ যেন আরও বেড়ে গেছে। পরস্পরের মাঝে তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ ও মতানৈক্য এই সময়েও চলে।

➤ কিছু মানুষ হারাম দৃষ্টি ও কষ্টদায়ক কথার মাধ্যমে নিজেদের রোজাকে নষ্ট করেছে। তারা রোজা রেখে কেবল ক্ষুধা আর তৃষ্ণাই সহ্য করে। কোনো ফল লাভ করতে পারে না।

➤ কতক মুসলিম রমাদানে বিনা ওজরে সিয়াম নষ্ট করে এবং তারা এটি প্রকাশ্যে করে থাকে। হাফিজ জাহাবি ﷺ বলেন, 'মুমিনদের কাছে এই বিষয়টি স্থিরীকৃত যে, যে বিনা ওজরে রমাদানের রোজা ছেড়ে দেবে, সে জিনাকারী ও মাদকাসক্ত ব্যক্তির চেয়ে নিকৃষ্ট। বরং মুমিনগণ তার ইসলাম নিয়েই সন্দেহ পোষণ করেন এবং তার ব্যাপারে জানদাকা ও নষ্টামির ধারণা করেন।'

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আমাদেরকে এ মাসে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।
- হে আল্লাহ, আমাদের সালাত, সিয়াম এবং আমাদের সকল আমল কবুল করুন।
- হে আল্লাহ, আমাদেরকে যেমন রমাদানে নিরাপদ রেখেছেন, তেমনই রমাদানকে আমাদের উদাসীনতা ও অবাধ্যতা থেকে নিরাপদ রাখুন।
- হে আল্লাহ, প্রত্যাখ্যাত সিয়াম ও অগ্রাহ্য আমল থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

- হে আল্লাহ, আপনার প্রতি একনিষ্ঠতার মাধ্যমে আমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে সুন্দর করুন এবং আপনার রাসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে আমাদের আমলগুলো সুন্দর করে দিন।
- হে আল্লাহ, উদাসীনতা থেকে আমাদের জাগ্রত করুন এবং নীচুতা থেকে আমাদের মুক্তি দিন। আমাদের গুনাহ ও মন্দগুলো মিটিয়ে দিন। হে রব্বুল আলামিন, আমাদের সিয়াম কবুল করে নিন!

৯. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

- সামনে আমি হারাম থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিরত রাখার মাধ্যমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সিয়াম বাস্তবায়ন করব। কারণ, এটিই হলো সবচেয়ে বড় সিয়াম এবং সবচেয়ে বড় সাধনা। সুতরাং যখন আমি এমনভাবে সিয়াম পালন করব, তখন আমার কর্ণ, চক্ষু ও জবানও সিয়াম পালন করবে। সুতরাং আমার সিয়াম পালন করা এবং না করা উভয় আর বরাবর হবে না।
- রমাদানে আমি ধূমপান একেবারেই ছেড়ে দেবো। যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দেন, তাহলে অন্যকেও এ ব্যাপারে দাওয়াত প্রদানে উৎসাহিত হব।
- ইন্টারনেট বা রাস্তাঘাটে নারীদের প্রতি তাকিয়ে আমি আমার সিয়াম নষ্ট করব না। আর শয়তানকেও আমার প্রতি তাকিয়ে হাসার সুযোগ দেবো না। কেননা, সে হয়তো দিনের বেলা যে কাজে আমাকে লিপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে, রাতের বেলা তাতে লিপ্ত করিয়ে ছাড়বে।
- শয়তান যেন ধীরে ধীরে আমার মাঝে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে না দেয়; ফলে আমি রাগান্বিত হয়ে পড়লাম, তারপর ভুল করে আফসোস করলাম!!

১০. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

২. আজকের পাঠ : ঘুম

[আপনার অভ্যাস পরিবর্তন করুন]

ঘুমের সময় ফুরিয়ে গেছে!

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- ঘুমকে ইবাদতে পরিণত করা।
- ক্ষমা ও ফেরেশতাদের দুআর মাধ্যমে সফলতা লাভ করা :

  রাসুল ﷺ বলেন :

  «مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا، قَالَ الْمَلَكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا»

  'যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় ঘুমায়, তার শিয়রে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে। যখনই সে জাগ্রত হয়, ফেরেশতা বলে, "হে আল্লাহ, আপনার অমুক বান্দাকে ক্ষমা করুন; কেননা, সে পবিত্র অবস্থায় ঘুমিয়েছে।"'[১৯]

- সময় থেকে উপকৃত হওয়া এবং জীবনকে দীর্ঘায়িত করা।
- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবিজি ﷺ-এর অনুসরণ করে উপকৃত হওয়া।

---

১৯. সহিহ ইবনি হিব্বান : ১০৫১, শুআবুল ঈমান : ২৫২৬।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

কَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

'তারা রাতের কম সময়ই ঘুমাত।'[২০]

মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ বিন শিখখির ﷺ বলেন, 'এমন রাত খুব কমই আসত, যে রাত তারা পূর্ণ ঘুমে কাটিয়ে দিত।' মুজাহিদ ﷺ বলেন, 'তারা পুরো রাতে ঘুমাত না।'

ইমাম রাজি ﷺ বলেন, 'আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, তারা তাহাজ্জুদ আদায় করত এবং মুজাহাদা করত; এরপরও আরও বেশি আমল করার ইচ্ছা করত এবং আমলগুলো ইখলাসের সাথে করত। নিজেদের ক্রটির কারণে তারা ইসতিগফার করত। আর এটিই ছিল নবিজি ﷺ-এর আদর্শ যে, তিনি পরিপূর্ণরূপে আমল করতেন; কিন্তু এরপরেও এগুলোকে কম মনে করতেন। বিপরীতে মন্দ লোকেরা অল্প আমল করে অধিক মনে করে।

এখানে আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, আল্লাহ তাআলা যেহেতু বর্ণনা করেছেন যে, তারা স্বল্প ঘুমায়। আর ঘুম হলো মানব স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু তারা নিজেদের এই স্বল্প ঘুমের কারণেও আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আল্লাহ তাদের স্বল্প ঘুমের প্রশংসা করেছেন। কারণ, এই স্বল্প ঘুমের কারণেই তারা অন্য একটি আমলে লিপ্ত হতে পারে। আর তা হলো শেষ রাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল্লাহ তাদেরকে আত্মগরিমা ও অহংকার থেকে বারণ করেছেন।

---

২০. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ১৭।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

- নবিজি ﷺ ঘুমালে তাঁর চোখ ঘুমাত; কিন্তু হৃদয় ঘুমাত না।
- নবিজি ﷺ সুরা আস-সাজদা ও সুরা আল-মুলক পাঠ না করে ঘুমাতেন না।[২১] অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, 'তিনি সুরা আজ-জুমার ও সুরা বনি ইসরাইল পাঠ না করে ঘুমাতেন না।'[২২]
- তিনি যখন ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন, তখন ডান হাত গালের নিচে রাখতেন এবং বলতেন :

  اللهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

  'হে আল্লাহ, যেদিন আপনার বান্দাদেরকে ওঠাবেন, সেদিন আমাকে আপনার আজাব থেকে রক্ষা করবেন।'[২৩]

৪. অমূল্য বাণী

- আবু হামিদ গাজালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বেশি খানা খেয়ে বেশি পান করো না। অন্যথায় বেশি ঘুমাবে এবং বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর বেশি ঘুমের ফলে নিজের জীবন (সময়) নষ্ট হয়, তাহাজ্জুদ ছুটে যায়, অলসতা পেয়ে বসে এবং হৃদয় কঠিন হয়ে যায়। কেননা, জীবন তো কিছু শ্বাসের সমষ্টি। এটি বান্দার মূলধন, যা দিয়ে সে ব্যবসা করবে। আর ঘুম হলো মৃত্যু। বেশি ঘুমে হায়াত কমে যায়।'
- ফুজাইল বিন ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'দুটি অভ্যাস মানুষের হৃদয়কে কঠিন করে দেয় : অধিক ঘুম ও অধিক আহার।'
- ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ঘুম হৃদয়কে মেরে ফেলে এবং শরীরকে ভারী করে তোলে, সময় নষ্ট করে, উদাসীনতা ও অলসতা তৈরি করে। আর উপকারী নিদ্রা হলো, যা কঠিন প্রয়োজনে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। রাতের শুরু অংশের নিদ্রা অধিক প্রশংসনীয় এবং শেষের অংশের চেয়ে উপকারী।

---

২১. মুসনাদু আহমাদ : ১৪৬৫৯।
২২. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪০৫।
২৩. মুসনাদু আহমাদ : ৪২২৬।

আর দিনের মধ্যভাগে নিদ্রা তার উভয় প্রান্তের নিদ্রা থেকে বেশি উপকারী। আর যে নিদ্রা উভয় প্রান্তের যত কাছাকাছি হবে, তা তত ক্ষতিকর হবে এবং উপকারও কম হবে। বিশেষ করে আসরের পরের নিদ্রা এবং দিনের শুরু অংশের নিদ্রা অধিক ক্ষতিকর। তবে বিনিদ্র ব্যক্তির কথা ভিন্ন।

আলিমগণ ফজরের সালাত ও সূর্যোদয়ের মাঝামাঝি সময়ে ঘুমানোকে মাকরুহ মনে করেন। কারণ, এটি খুবই মূল্যবান সময়। আল্লাহর পথের পথিকরা এই সময়ে ভিন্ন কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতেন। এমনকি যদি তারা সারা রাত সফর করতেন, তবুও এই সময়ে নিজের সফর বন্ধ করে দিয়ে বসে পড়তেন, যতক্ষণ না সূর্যোদয় হতো। কারণ, এটি হলো দ্বীনের শুরু অংশ এবং তার চাবিকাঠি। আর এর মাধ্যমেই দিনের সূচনা হয়। সুতরাং তার ঘুম যেন হয় অপারগ ব্যক্তির ঘুমের ন্যায়।

৫. কিছু চমৎকার কাহিনি

দুই আশঙ্কার মাঝে নিদ্রা!!

উমর বিন খাত্তাব ﷺ-এর চেহারায় তাঁর স্বল্প নিদ্রার চিহ্ন দেখা যেত। এমনকি তাঁকে বলা হলো, 'আপনি কি ঘুমান না?' তিনি বলেন, 'যদি দিনের বেলায় আমি শয্যা গ্রহণ করি, তাহলে আমার প্রজাদের ক্ষতি; আর যদি রাতের বেলা শয্যা গ্রহণ করি, তাহলে আমার নিজের ক্ষতি!!'

স্বল্প নিদ্রা গ্রহণকারী সফল

জাফর বিন জাইদ ﷺ বলেন, 'আমরা কাবুলের দিকে একটি অভিযানে বের হলাম। আমাদের সেনাবাহিনীতে সিলাহ বিন আশইয়ামও ছিল। রাতের বেলা সে মানুষের কাছ থেকে সরে পড়ল। আমি মনে মনে বললাম, সে কী করে, আমি তা পর্যবেক্ষণ করব। মানুষ তার ইবাদতের ব্যাপারে যা বলে, আমি তা দেখে নেব। তিনি সালাত আদায় করলেন। এরপর শয্যা গ্রহণ করলেন। মানুষ গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। এমনকি আমি বললাম, মানুষের চোখগুলো ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তিনি তখন লাফ দিয়ে ওঠে পড়লেন এবং আমার কাছাকাছিই একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। আমিও তার পিছু পিছু সেখানে

প্রবেশ করলাম। তিনি অজু করে সালাতে দাঁড়ালেন। যখন তিনি সালাত আরম্ভ করলেন, তখনই একটি সিংহ আসলো এবং তার খুব কাছাকাছি চলে এল। আমি একটি গাছে ওঠে বসলাম।' তিনি বলেন, 'আমি সেখান থেকে তার প্রতি দৃষ্টি রাখলাম। সিংহটি তাকে ছেড়ে দেয় নাকি খেয়ে ফেলে? অতঃপর তিনি সিজদা করলেন। আমি ধারণা করলাম, এখন নিঃসন্দেহে সিংহটি তাকে আক্রমণ করবে। তিনি সিজদা থেকে ওঠে বসলেন, তারপর সালাম ফেরালেন। এরপর বললেন, "হে হিংস্র প্রাণী, অন্য কোথাও হতে নিজের রিজিক অন্বেষণ করো।" এ কথা শুনে সিংহটি ফিরে গেল। কিন্তু তার গর্জনে পাহাড় কেঁপে উঠেছিল। তিনি এভাবেই ভোর হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে থাকলেন। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার এমন প্রশংসা করলেন, যা আমি আর কখনো শুনিনি। এরপর তিনি বললেন, "হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।" অথবা তিনি বললেন, "আমার মতো মানুষ কি আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনার মতো দুঃসাহস দেখাতে পারে!" তারপর তিনি ফিরে এলেন, যেন রাত কাটিয়েছেন তোশকের ওপর ঘুমিয়ে; আর আমি প্রভাতে উপনীত হলাম ক্লান্ত অবস্থায়—যা শুধু আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন!'

৬. রমাদানে ঘুম

- রমাদানে আপনার ঘুমের নির্ধারিত একটি সময় রাখতে হবে এবং বাকি পুরো সময়কে নিজের উপকারী কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে।

- মনে করতে হবে, 'ঘুমের সময় চলে গেছে।' এবং 'আরামের দিন কেটে গেছে।' কারণ ইবাদতের জন্য জেগে থাকার মাস চলে এসেছে। ইবাদতের মাধ্যমে আনন্দে মশগুল থাকার দিন উপস্থিত হয়েছে। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের রাতগুলো অতি নিকটবর্তী।

- রমাদান আপনাকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, আপনার শক্তি আপনার কল্পনার বাইরে। অল্প সময়ের ঘুমই আপনার জন্য যথেষ্ট। বাকি সময় সালাত ও কিয়ামে কাটানো যায়। যে একবার পারে, সে শতবার পারে। যে একবার ব্যর্থতার পর্দা ভেঙে ফেলেছে, সে সব সময়ের জন্য নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ছাদ উঁচু করতে পারবে।

– রমাদানের ফজিলতময় অধিকাংশ ইবাদত করার সময় হলো রাতের বেলা। যদি আপনি রাত নষ্ট করে ফেলেন, তাহলে অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবেন। সুতরাং রাতের বেলা কম ঘুমানোর ফিকির করুন এবং যতটুকু প্রয়োজন দিনের বেলা ঘুমিয়ে নিন। রাসুল ﷺ বলেন :

قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقِيلُ

'তোমরা কাইলুলা (দুপুরবেলা সামান্য বিশ্রাম) করো। কেননা, শয়তান কাইলুলা করে না।'[২৪]

কারণ, এটি আপনাকে রাতের বেলা সালাত আদায়ে শক্তি জোগাবে।

– জেনে রাখুন, কবরে গিয়ে যখন আপনি এ অল্প সময় কাইলুলা করার ফলাফল দেখবেন, তখন আনন্দে আপনার অন্তর পুলকিত হবে।

৭. সচেতনতার সূর্য ডুবে গেছে

- মানুষ ফজরের পর ঘুমিয়ে নিজের রিজিক নষ্ট করছে।
- টেলিভিশনের সামনে বসে থেকে সারা রাত জেগে থাকছে এবং আল্লাহর ফরজ বিধান নষ্ট করছে। অধিকাংশ রাত কাটিয়ে দিচ্ছে বাজার-ঘাটে আড্ডা দিয়ে।
- অধিকাংশ রাত ঘুমিয়ে থেকে নিজের অনেক লাভজনক জিনিস হারিয়ে ফেলছে। তারা এমন সব লাভজনক জিনিস হারাচ্ছে, যার মূল্য শুধু তখনই বুঝে আসবে, যখন সফলদের সফলতা দেখতে পাবে এবং সীমালঙ্ঘনকারী ও শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি দেখবে।

---

২৪. আল-মুজামুল আওসাত : ২৮।

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আমার জন্য স্বল্প নিদ্রাকে যথেষ্ট করুন।
- হে আল্লাহ, আপনার আনুগত্য বাদ দিয়ে আমাকে ঘুমাচ্ছন্ন করবেন না। বরং আপনার অবাধ্যতা বাদ দিয়ে ঘুমাচ্ছন্ন করে দিন।
- আমাকে এমন তাওফিক দিন, যেন ঘুম ও জাগ্রত উভয় অবস্থায় ইখলাস ঠিক রাখতে পারি। ফলে ঘুমেরও প্রতিদান অর্জন করতে পারব এবং জাগ্রত থাকারও প্রতিদান অর্জন করতে পারব।

৯. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

- সম্মানিত এই মাসের প্রতিটি রাতে আপনার ঘুমের জন্য একটি নির্ধারিত সময় নির্ধারণ করুন।
- সব সময় ঘুমানোর আগে আপনার নিয়তকে নবায়ন করে নিন, তাহলে আপনার ঘুমও ইবাদত হবে। যেমন, আপনি নিয়ত করলেন যে, ঘুমের মাধ্যমে সালাত আদায়ের শক্তি অর্জন করবেন।
- ঘুমের আদব ও আজকারের প্রতি যত্নশীল হোন। তিন কুল (সুরা ইখলাস, ফালাক ও নাস) পাঠ করে ফুঁ দিয়ে তিনবার সমস্ত শরীর মাসেহ করুন। সাথে সাথে আয়াতুল কুরসি পাঠ করুন। তাসবিহে ফাতিমি তথা ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করুন।
- সুস্থ ও নিরাপদ ঘুমের জন্য কমপক্ষে তিন ঘণ্টা আগে আহার করবেন।
- যেকোনো ইবাদতের জন্য পরিত্যাগ করা প্রতিটি আরামের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করুন। আল্লাহর আনুগত্যে যে নিদ্রাই আপনি পরিত্যাগ করছেন, তার বিনিময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন। তাহলে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার জন্য এরচেয়ে উত্তম জিনিসের ব্যবস্থা করবেন। রাসুল ﷺ বলেন :

«النَّوْمُ أَخُ الْمَوْتِ، وَلَا يَمُوتُ أَهْلُ الْجَنَّةِ»

'ঘুম হলো মৃত্যুর ভাই। আর জান্নাতিরা মৃত্যুবরণ করবে না।'[২৫]

অন্য বর্ণনায় আছে :

وَلَا يَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ

'আর জান্নাতিরা ঘুমাবে না।'[২৬]

- যে সময়ে ঘুমানো মাকরুহ, সে সময় ঘুমাবেন না, যেমন : ফজরের পর ও ইশার আগে।

১০. আপনি স্বার্থপর নন

- নিজের পরিবার ও সাথি-সঙ্গীদেরকে সব সময় তাহাজ্জুদের জন্য জাগিয়ে দিন।
- এমন কোনো পরিকল্পনার ব্যাপারে আপনার মতামত কী, যেখানে ফজর বা তাহাজ্জুদের সালাতের জন্য আপনার পার্শ্ববর্তী লোকদের জাগিয়ে দেওয়া হবে।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

---

২৫. বাইহাকি ﷺ কৃত আল-বা'সু ওয়ান নুশুর : ৪৪০।
২৬. আল-মুজামুল আওসাত : ৮৮১৬।

৩. আজকের পাঠ : প্রতিবেশী

[আপনার সম্পর্ককে উন্নত করুন]

বাড়ি বানানোর আগে প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ রাখুন

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- **প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহে রয়েছে পরিপূর্ণ ইমান :**

আবু শুরাইহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

«وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ» قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ»

'আল্লাহর শপথ, সে ইমান আনেনি। আল্লাহর শপথ, সে ইমান আনেনি। আল্লাহর শপথ, সে ইমান আনেনি।' বলা হলো, 'কে, হে আল্লাহর রাসুল!' তিনি বললেন, 'যার অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।'[২৭]

সহিহ বুখারির অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ،

---

২৭. সহিহুল বুখারি : ৬০১৬।

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন নিজের প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।'[২৮]

- জান্নাতে প্রবেশ :

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

'যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[২৯]

- প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদান জাহান্নামে প্রবেশের কারণ :

قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانَةً تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ، وَتَصَدَّقُ، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا خَيْرَ فِيهَا، هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، قَالُوا: وَفُلَانَةٌ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، وَتَصَدَّقُ بِأَثْوَارٍ، وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

'নবিজি ﷺ-কে বলা হলো, "আল্লাহর রাসুল, অমুক মহিলা রাতে সালাত আদায় করে, দিনে রোজা রাখে, নেক আমল করে এবং সদাকা করে; কিন্তু সে জবান দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়!" রাসুল ﷺ বললেন, "তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। সে জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত।" সাহাবিগণ বললেন, "আর অমুক মহিলা ফরজ সালাত আদায় করে এবং সম্পদের সদাকা দেয় এবং কাউকে কষ্ট দেয় না।" তখন রাসুল ﷺ বললেন, "সে জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত।"'[৩০]

ইমাম আহমাদ ﷺ এভাবে উল্লেখ করেছেন, 'সে তার জবানের মাধ্যমে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না।'

---

২৮. সহিহুল বুখারি : ৬০১৮, ।
২৯. সহিহ মুসলিম : ৪৬।
৩০. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১১৯।

- শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে নবিজি ﷺ-এর সাক্ষ্য :

নবিজি ﷺ বলেন :

خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ

'আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সঙ্গী সে, যে তার সঙ্গীর কাছে সর্বোত্তম। আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশী সর্বোত্তম, যে তার প্রতিবেশীর কাছে সর্বোত্তম।'[৩১]

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা সম্পর্কের হক আলোচনায় বলেন :

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিক করো না; পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং আত্মীয়, এতিম, মিসকিন, কাছের প্রতিবেশী, দূরের প্রতিবেশী, ঘনিষ্ঠ সহচর, পথিকজন ও তোমাদের দাসদাসীর সাথেও (সদ্ব্যবহার করো)। আল্লাহ কখনো দাম্ভিক ও বড়াইকারীকে পছন্দ করেন না।'[৩২]

আল্লাহ তাআলা এখানে বলেছেন, (وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ) 'কাছের প্রতিবেশী।' এরা হলেন সে প্রতিবেশী, যাদের সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। কেউ কেউ বলেন, 'সে হলো ওই ব্যক্তি, যার সান্নিধ্য কাছাকাছি।' আবার কেউ বলেন, 'এখানে উদ্দেশ্য হলো স্ত্রী।'

---

৩১. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৪৪।

৩২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৩৬।
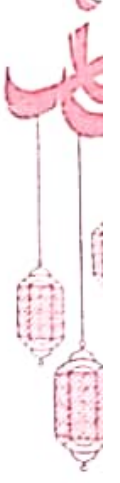
আর আল্লাহ তাআলা আয়াতে (وَالْجَارِ الْجُنُبِ) 'দূরের প্রতিবেশী' দ্বারা বুঝিয়েছেন সে প্রতিবেশীকে, পরিভাষায় যাকে প্রতিবেশী মনে করা হয় এবং আপনার ও তার বাড়ির মাঝে খালি জায়গাও রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, 'সে হলো ওই প্রতিবেশী, যার ও আপনার মাঝে কোনো আত্মীয়তা নেই।' আবার কারও মত হলো, 'সে হলো অমুসলিম।'

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

- আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو جَارَهُ، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاصْبِرْ» فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ» فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ: فَعَلَ اللهُ بِهِ، وَفَعَلَ، وَفَعَلَ، فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ لَا تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ

'একদা এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ-এর নিকট এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, "যাও! ধৈর্য ধরো।" অতঃপর সে দুই বা তিনবার এভাবে এসে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, "তুমি গিয়ে তোমার জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে রাখো।" অতঃপর সে তার জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে রাখলে লোকেরা তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে লাগল এবং সে তাদেরকে তার প্রতিবেশীর খবর জানাতে থাকল। লোকেরা তাকে অভিশাপ দিতে লাগল, আল্লাহ তার এরূপ এরূপ করুন। তখন প্রতিবেশী তার নিকট এসে বলল, "তুমি ফিরে যাও। ভবিষ্যতে তুমি আমার পক্ষ হতে এরূপ কিছুর পুনরাবৃত্তি দেখবে না।"'[৩৩]

---

৩৩. সুনানু আবি দাউদ : ৫১৫৩।

- নবিজি ﷺ নারীদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন :

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

'হে মুসলিম নারীগণ, কোনো প্রতিবেশিনী যেন অপর প্রতিবেশিনীর হাদিয়াকে তুচ্ছ মনে না করে; যদিও তা ছাগলের সামান্য গোশতযুক্ত হাড় হোক।'[৩৪]

এখানে গোশতযুক্ত হাড় দ্বারা ছাগলের ক্ষুরা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হাদিসের অর্থ হলো, যদি কোনো প্রতিবেশী মহিলা অপর কোনো মহিলাকে কোনো জিনিস হাদিয়া দেয়, তাহলে তা তুচ্ছ জ্ঞান করবে না; যদিও হাদিয়া দেওয়া এই জিনিসটি থেকে অনেক সময় উপকৃত হওয়া যায় না। মোটকথা হাদিসটি থেকে দুটি ফায়দা গ্রহণ করা যায় :

১. কোনো মহিলা যদি তার প্রতিবেশী মহিলাকে কিছু হাদিয়া দেয়, তাহলে তা তুচ্ছ মনে করবে না; যদিও তা সামান্য জিনিস হোক।

২. যে মহিলার কাছে কোনো জিনিস হাদিয়া পাঠানো হয়েছে, সে হাদিয়ার জিনিসটিকে তুচ্ছ মনে করবে না; যদিও তা কম হয় বা হালকা জিনিস হয়।

এখানে নারীদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কয়েকটি কারণে। এখানে কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো :

১. নারীরা অধিক পরিমাণে হাদিয়ার জিনিস নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে থাকে।

২. পুরুষদের তুলনায় প্রতিবেশীদের সাথে নারীদের বেশি সম্পর্ক থাকে। কারণ, নারীরা বাড়িতে সব সময় অবস্থান করে।

৩. বাড়িতে ভালোবাসা বা শত্রুতার মূলভিত্তি হলো নারী।

---

৩৪. সহিহুল বুখারি : ২৫৬৬, সহিহ মুসলিম : ১০৩০।

৪. অমূল্য বাণী

- হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'কষ্ট প্রদান থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি উত্তম প্রতিবেশী নয়; বরং উত্তম প্রতিবেশী হলো যে কষ্টে সবর করে।'
- ইবনুল আরাবি ﷺ 'জামিউ আহকামিল কুরআন' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'প্রতিবেশীর সম্মান রক্ষা ইসলামের জমানার ন্যায় জাহিলি যুগেও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল। এটি যৌক্তিক, শরিয়াহসম্মত, মানবিক ও ধর্ম-বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। নবিজি ﷺ বলেন :

مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

'জিবরাইল ﷺ আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে উপদেশ দিতে থাকলেন। এমনকি আমার কাছে মনে হলো যে, অচিরেই প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারীর অন্তর্ভুক্ত করে দেবেন।'[৩৫]

৫. একটি চমৎকার কাহিনি

- আরবরা উত্তম প্রতিবেশীর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে আবু দাউদের প্রতিবেশীর দৃষ্টান্ত দিত। এই প্রতিবেশীর নাম ছিল কাব বিন মামাহ। তারা উত্তম প্রতিবেশীকে তার সাথে তুলনা করে বলত, আবু দাউদের প্রতিবেশীর মতো প্রতিবেশী। কারণ, যখন কেউ কাবের প্রতিবেশিত্ব গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করত, তখন তিনি তার পরিবারকে রক্তপণের মূল্য পরিশোধ করে দিতেন। আর যদি প্রতিবেশীর কোনো উট বা ভেড়া মরে যেত, তাহলে তিনি তা কিনে দিতেন। ফলে তার কাছে এসে কবি আবু দাউদ প্রতিবেশিত্ব গ্রহণ করলেন। কাব তার সাথেও একই আচরণ করেন। ফলে আরবরা উত্তম প্রতিবেশীকে তার সাথে তুলনা করত। তারা বলত, আবু দাউদের প্রতিবেশীর মতো প্রতিবেশী।

---

৩৫. সহিহুল বুখারি : ৬০১৪, সহিহ মুসলিম : ২৬২৪।

৬. রমাদানে প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ

- ইফতারের জন্য তাকে দাওয়াত করা।
- রমাদানের আগমনে তাকে অভিনন্দন জানানো।
- তার সাথে মিলে তারাবিহের সালাত আদায় করা।
- ফজরের সালাতের জন্য তার সাথে সাক্ষাৎ করা।

এখানকার প্রতিটি কাজই আপনার জন্য একেকটি সুযোগ। যেন পানি তার নালায় ফিরে আসে এবং রমাদানে প্রতিবেশীদের হৃদয় বিগলিত হয়। ভালোবাসায় তাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়। সুতরাং কেন আপনি এমন সুযোগকে গনিমত মনে করবেন না?!

৭. প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণের সূর্য ডুবে গেছে

প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদানের বিষয়টি ছড়িয়ে পড়েছে। আর তা এভাবে :

- সামান্য অজুহাতে প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-বিবাদে জড়ানো।
- স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা এবং সামাজিক স্বার্থের ওপর ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া।
- প্রতিবেশীর আনন্দে শরিক না হওয়া এবং তার বেদনায় সান্ত্বনা প্রদান থেকে বিরত থাকা।
- তার বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে রাখা; যেন তার বাড়িতে প্রবেশ বা বের হওয়ার ক্ষেত্রে তার জন্য সংকীর্ণতা তৈরি হয়।
- প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে পানি ফেলা; যেন তার ঘরে প্রবেশ বা বের হওয়া কঠিন হয়ে যায়।
- প্রতিবেশীকে সংকীর্ণতায় ফেলে রাখা তাদের বাড়ির সামনে দেয়াল ইত্যাদি প্রতিবন্ধকের মাধ্যমে।

- তার দরজার সামনে ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখা। ইবনে উমর ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এমন একটি কাল আমরা অতিবাহিত করেছি, যখন কারও নিকট তার মুসলিম ভাইয়ের চেয়ে তার দিনার ও দিরহামের উপযুক্ত প্রাপক আর কেউ ছিল না। আর এখন এমন যুগ এসেছে, যখন দিনার ও দিরহামই আমাদের কারও নিকট তার মুসলিম ভাইয়ের চেয়ে অধিক প্রিয়। আমি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، هَذَا أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي، فَمَنَعَ مَعْرُوفَهُ

'অনেক প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন তার প্রতিবেশীকে অভিযুক্ত করে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, এই ব্যক্তি আমার জন্য তার দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছিল এবং আমাকে তার সদাচরণ থেকে বঞ্চিত করেছিল।'[৩৬]

৮. দুআ

নবিজি ﷺ এই দুআ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট স্থায়ী আবাসস্থলে দুষ্ট প্রতিবেশী থেকে আশ্রয় চাই। কেননা, মরুভূমির প্রতিবেশী তো প্রস্থান করবে।'[৩৭]

৯. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।

---

৩৬. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১১১।
৩৭. মুসতাদরাকুল হাকিম : ১৯৫১।

- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

- প্রতিবেশীর জন্য সংকীর্ণতা তৈরি করবে, এমন কোনো জিনিসের মাধ্যমে তাকে কষ্ট দেবেন না।
- আপনার খাবারে প্রতিবেশীকে শরিক করে তার প্রতি খেয়াল রাখুন এবং নবিজি ﷺ-এর এই হাদিসের প্রতি খেয়াল রাখুন :

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ

'হে আবু জার, যখন তুমি তরকারি রান্না করবে, তখন তাতে পানি বেশি দিয়ো এবং তোমার প্রতিবেশীকে কিছু প্রদান কোরো।'[৩৮]

- তাকে নিজের সাথে ইফতারের দাওয়াত করুন এবং তারাবিহের সালাতে নিজের প্রিয় শাইখের কাছে নিয়ে যান।
- প্রতিবেশীর বাচ্চাদের মন ও তাদের অভিভাবকের মন আকৃষ্ট করতে তাদেরকে হাদিয়া দিন।

---

৩৮. সহিহ মুসলিম : ২৬২৫।

৪. আজকের পাঠ : তাওবা

[আপনার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করুন]

আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের আনন্দ

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- গুনাহ থেকে তাওবাকারী গুনাহে লিপ্ত না হওয়া ব্যক্তির মতো :

  রাসুল ﷺ বলেন :

  التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

  'গুনাহ থেকে তাওবাকারী সে ব্যক্তির ন্যায়, যার কোনো গুনাহ নেই।'[৩৯]

গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তির উদাহরণ হলো ধৌত সে কাপড়ের মতো, যাতে আসলে ময়লাই লাগেনি।

- তাওবাকারী রহমানের প্রিয় বান্দা :

  আল্লাহ তাআলা বলেন :

  إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

  'নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন

৩৯. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২৫০। আলবানি ﷺ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

পবিত্রতা অর্জনকারীদের।'[৪০]

- বান্দার তাওবা আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ :

নবিজি ﷺ বলেন :

لَلّٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً، فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ، حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الحَرُّ وَالعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي، فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ

'মনে করো, কোনো এক ব্যক্তি (সফরের) কোনো এক স্থানে অবতরণ করল, সেখানে প্রাণেরও ভয় ছিল। তার সঙ্গে তার সফরের বাহন ছিল। যার ওপর তার খাদ্য ও পানীয় ছিল, সে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল এবং জেগে দেখল, তার বাহন চলে গেছে। তখন সে গরমে ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। (রাবি বলেন,) অথবা আল্লাহ যা চাইলেন, তা হলো। তখন সে বলল, আমি যে স্থানে ছিলাম সেখানেই ফিরে যাই। এরপর সে নিজ স্থানে ফিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর জেগে দেখল যে, তার বাহনটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তখন সে ব্যক্তি যতটা খুশি হয়, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার তাওবা করার কারণে এরচেয়েও অনেক বেশি খুশি হন।'[৪১]

- তাওবাকারী অনুতপ্ত ও প্রশংসিত :

আওন বিন আব্দুল্লাহ বিন আতাবাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বান্দা যদি গুনাহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে, তাহলে অবশ্যই তা ছেড়ে দেবে। আর তার তাওবার চাবি হলো, গুনাহের ব্যাপারে অনুশোচনা। আর বান্দা নিজের গুনাহের ব্যাপারে ততক্ষণ পর্যন্ত আক্ষেপ করতে থাকে, যতক্ষণ না এরচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উপকারী কোনো ভালো কাজ করতে পারে।'

---

৪০. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২২।
৪১. সহিহুল বুখারি : ৬৩০৮।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফল হও।'[৪২]

আল্লাহ তাআলা সর্বস্তরের মানুষকে তাওবার আদেশ করেছেন :

গুনাহগারদের গুনাহের পথ ছেড়ে ইবাদতের পথ ধরার জন্য এবং ইবাদতকারীদের ইবাদতের ওপর থেকে নজর ফিরিয়ে তাওফিকের দিকে নজর দেওয়ার জন্য এবং বিশেষ শ্রেণিকে বিশেষভাবে আদেশ করেছেন তাওফিকের ওপর থেকে নজর ফিরিয়ে তাওফিকদাতার দিকে নজর দেওয়া জন্য। আর তিনি হলেন আল্লাহ তাআলা। আর এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি তাওবার মুখাপেক্ষী হলো সে ব্যক্তি, যে মনে করে তার তাওবার প্রয়োজন নেই।

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

'নিশ্চয় তিনি অতিশয় তাওবা কবুলকারী ও অসীম দয়ালু।'[৪৩]

আল্লাহ তাআলার গুণ হিসেবে এখানে বলা হয়েছে, তিনি অতিশয় তাওবা কবুলকারী। আর পেছনে দুটি কারণ :

প্রথমত, যখন দুনিয়ার কোনো বাদশাহর সামনে কেউ ভুল করে এবং পরে ওজরখাহি করে, তখন সে তাকে ক্ষমা করে দেয়। যদি এই লোক দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করে, তাহলে ওজরখাহি করলেও বাদশাহ তার ওজর গ্রহণ করে না। কারণ, তার স্বভাব-বৈশিষ্ট্য এর জন্য প্রতিবন্ধক। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ এর বিপরীত।

---

৪২. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৩১।
৪৩. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৩৭।

দ্বিতীয়ত, যারা আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করে তাদের সংখ্যা অনেক। যেহেতু তিনি সকলের তাওবা কবুল করেন, তাই তিনিই অতিশয় তাওবা কবুলকারী।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

রাসুল ﷺ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ، وَأَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ

'হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করি এবং প্রতিদিন ১০০ বার তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।'[৪৪]

ফায়দা : রহমতের নবি ﷺ-এর প্রতি লক্ষ করুন। তিনি আল্লাহর কাছে তাওবা করেছেন এবং প্রতিদিন ৭০ বা ১০০ বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। বরং নবিজি ﷺ নিজ মজলিশেও এই বিষয়টির ঘোষণা দিতেন এবং অধিক পরিমাণে ইসতিগফার পাঠ করতেন। সাহাবিগণ গণনা করেছেন যে, নবিজি ﷺ এক মজলিশে ১০০ বারের অধিক এই দুআটি পাঠ করেছেন :

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি অতিশয় তাওবা কবুলকারী অসীম দয়ালু।'[৪৫]

নবিজি ﷺ-এর পক্ষ থেকে আগত এই তির মানুষের গ্রীবাসন্ধি থেকে মন্দ ধারণার পুঁটলি দূর করে দেয়, যা অনেক সময় তার ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

---

৪৪. মুসনাদু আহমাদ : ১৮২৯৩।
৪৫. সুনানু আবি দাউদ : ১৫১৬।

এখানে কি দুটি সুরতের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে? একটি হলো ওই ব্যক্তির সুরত, যে নিজের মুক্তিপ্রত্যাশী এবং দ্বিতীয়টি হলো ওই ব্যক্তির সুরত, যে নিজের গুনাহের ক্ষমাপ্রত্যাশী? যদি কোনো গুনাহগার ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে মানুষ মনে করে যে, সে কোনো অপরাধে লিপ্ত হয়েছে এবং কোনো কবিরা গুনাহ করেছে। কিন্তু সুন্দর নববি পর্দা ও রহমতে ইলাহির আচ্ছাদন প্রত্যেক গুনাহগারকে আবৃত করে রেখেছে। আর তা এভাবে যে, সব মানুষের জন্য ইসতিগফার বৈধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি বকর বিন আব্দুল্লাহ বলেন, 'মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি গুনাহকারী সবচেয়ে কম ইসতিগফারকারী। আর তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি ইসতিগফারকারী সবচেয়ে কম গুনাহকারী।'

৪. অমূল্য বাণী

- ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ বলেন, 'প্রতি রাতে যখন অন্ধকার নেমে আসে এবং রাত তার পর্দার চাদর ছড়িয়ে দেয়, তখন আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়ে বলেন, "আমার চেয়ে বড় দানশীল কে আছে? সৃষ্টিজগৎ আমার অবাধ্যতা করে, তবুও আমি তাদের দেখাশোনা করি। আমি তাদেরকে তাদের বিছানায় খাওয়াই, যেন তারা আমার অবাধ্যতা করেনি এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করি, যেন তারা গুনাহ করেনি। আমার ও তাদের মাঝে অবাধ্যতাকারীর ওপর কে সর্বাধিক করুণাকারী? আমি অপরাধীর প্রতি অনুগ্রহ করি। এমন কে আছে, যে আমাকে ডেকেছে; কিন্তু আমি তার দিকে মনোযোগ দিইনি? অথবা এমন কে আছে, যে আমার কাছে প্রার্থনা করেছে; কিন্তু আমি তাকে দান করিনি? অথবা এমন কে আছে, যে আমার দরবারে অবস্থান করতে চেয়েছে; কিন্তু আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি? আমিই অনুগ্রহকারী এবং অনুগ্রহ আমার পক্ষ থেকেই আসে। আমিই দানশীল এবং দান আমার পক্ষ থেকেই আসে। আমিই দয়াশীল এবং দয়া আমার পক্ষ থেকেই আসে। আমার দয়ার কারণেই অবাধ্যতার পর অবাধ্যদেরকে আমি ক্ষমা করে দিই। আমার দয়ার কারণেই তাওবাকারীকে এমন ক্ষমা করি, যেন সে নাফরমানি করেনি। সুতরাং আমার থেকে পালিয়ে সৃষ্টিজগৎ কোথায় যাচ্ছে? আর আমার দরবার থেকে সরে অবাধ্যতাকারীরা কোথায় যাচ্ছে?"'

- উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'তোমরা তাওবাকারীদের সাথে বসো। কারণ, তাদের হৃদয় সবচেয়ে বেশি কোমল।'
- ইবনুস সাম্মাক ﷺ বলতেন, 'আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তোমাদের অবকাশ দিয়েছেন। এমনকি যেন তিনি তোমাদের ছেড়ে দিয়েছেন।'
- মুজাহিদ ﷺ বলেন, 'যে সকাল-সন্ধ্যায় তাওবা করে না, সে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।'
- সাহল বিন আব্দুল্লাহ আত-তুসতারি ﷺ বলেন, 'তাওবা হলো মন্দ নড়াচড়াকে প্রশংসিত নড়াচড়ায় পরিবর্তন করা।'
- আলি ﷺ বলেন, 'বিস্ময় ওই ব্যক্তির ব্যাপারে, যে ধ্বংস হচ্ছে; অথচ তার সাথেই নাজাতের ব্যবস্থা রয়েছে।' তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'সেটি কী?' তিনি বললেন, 'ইসতিগফার ও তাওবা।'
- ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'যে পাপই বান্দা বারবার করতে থাকে, তা কবিরা গুনাহ। যতক্ষণ বান্দা তাওবা করে, ততক্ষণ তা কবিরা গুনাহ নয়।'
- আতা আল-খুরাসানি ﷺ বলেন, 'ইতিকাফকারীর উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে নিজেকে তার রবের সামনে নিক্ষেপ করে। এরপর বলে, 'হে আমার প্রভু, আমাকে ক্ষমা করার আগ পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব; যতক্ষণ না আপনি আমার প্রতি দয়া করবেন, আমি এখান থেকে সরব না।
- ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো, আল্লাহর সাথে শিরক করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া, আল্লাহর কৌশল বা চক্রান্তের ব্যাপারে নিরাপদ হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর দয়ার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়া।

৫. কিছু চমৎকার কাহিনি

➤ আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﷺ-কে তার প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমি একটি উদ্যানে ছিলাম। বন্ধুদের সাথে আহার করছিলাম। আমি দাবা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি খুব আগ্রহী ছিলাম। একদা আমি গভীর রাতে উঠে দাঁড়ালাম। তখনও আমার হাতে দাবা ছিল। হঠাৎ

আমার মাথার ওপর একটি পাখি চিৎকার করে উঠল। তখন আমি এই আয়াতটি শুনতে পেলাম :

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

"মুমিনদের জন্য কি সময় হয়নি যে, তাদের অন্তর বিনম্র হবে আল্লাহর স্মরণে..।"[৪৬]
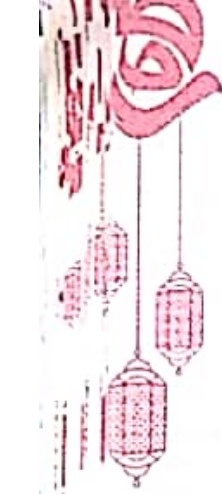
এর উত্তরে আমি বললাম, "অবশ্যই সময় হয়েছে।" এরপর নিজের হাতে থাকা কাঠিটি ভেঙে ফেললাম। আর এটিই ছিল আমার প্রথম সংগ্রাম।'

- আলি ﷺ শুনতে পেলেন জনৈক বেদুইন বলছে, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে তাওবা করছি।' তিনি বললেন, 'ওহে, মুখে খুব দ্রুত তাওবা হলো মিথ্যুকদের তাওবা।' সে বলল, 'তাহলে তাওবা কী?' তিনি বললেন, 'তাওবা হলো ছয়টি জিনিসের সমষ্টি : অতীতের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, পেছনের কাজা ফরজগুলো আদায় করে নেওয়া, জুলুম পরিহার করা ও ঝগড়া মিটিয়ে নেওয়া, পুনরায় গুনাহ না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করা, নিজেকে যেমন গুনাহে অভ্যস্ত করে নিয়েছে—তেমনই নেক কাজে অভ্যস্ত করে নেওয়া এবং অবাধ্যতার স্বাদ যেভাবে আস্বাদন করেছে—তেমনিভাবে ইবাদতের মিষ্টতাও আস্বাদন করা।

৬. রমাদানে তাওবা

যে রমাদান পেয়েও নিজের ক্ষমা চেয়ে নিতে পারল না, সে ধ্বংস হোক! আপনি কি কখনো এমন দীর্ঘ কোনো দুআ করেছেন, যা থেকে আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করার আগে উঠে আসেননি? আপনি কি রমাদানের কোনো রাতে এত অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করেছেন, যার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে নিজের মুক্তির আশা করতে পারেন?

---

৪৬. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ১৬।

এই সময়ের চেয়ে উপযুক্ত কোনো সময় আছে কি, যখন আপনি গায়ক-গায়িকাদের গান শ্রবণ থেকে তাওবা করবেন? অশ্লীল চ্যানেলগুলো দেখা থেকে তাওবা করবেন? সুতরাং এমন দিন আসার আগেই তা দ্রুত করে নিন, যেদিন ভুলগুলো শুধরানো যাবে না এবং ক্ষতিগুলোর ঘাটতি পূরণ করা যাবে না। সুতরাং আজ যদি তাওবা না করেন, তাহলে আর কবে তা করবেন?

৭. তাওবার সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে

ফলে আমরা বর্তমানে এই অবস্থাগুলো দেখতে পাচ্ছি :

- গুনাহকে বড় করে দেখা। যখন কেউ নিজের গুনাহকে বড় করে দেখে, তখন আর সে নিজের মাগফিরাতের কোনো সুরত দেখে না; তাই সে অনবরত অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে। আর এটি হলো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া; যা কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

- গুনাহকে হালকা বা তুচ্ছ মনে করা। অনেক অবাধ্য ব্যক্তিই নিজের গুনাহকে তুচ্ছ মনে করে এবং গুনাহকে ছোট মনে করে; তাই তা অব্যাহতভাবে করে যায়।

- বারবার গুনাহে লিপ্ত হওয়া এবং সব সময় গুনাহ করতে থাকা।

- প্রকাশ্যে গুনাহ করা এবং তা নিয়ে দম্ভ করা।

গুনাহের এই চারটি অবস্থার কারণ, শয়তান বান্দার মাঝে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করে। প্রথমে গুনাহে লিপ্ত করায়। এরপর তাতে নিমগ্নতা চলে আসে এবং পরে হৃদয়ের সাথে তার সম্পর্ক গভীর হতে থাকে। আর তখন সে এটিকে ভালো মনে করতে থাকে এবং সর্বশেষ পর্বে সেটি হালাল মনে করে। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৮. দুআ

اللهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'হে আল্লাহ, আমার পাপ, আমার অজ্ঞতা ও আমার কাজের সীমালঙ্ঘনকে মার্জনা করে দিন। এবং সেসব অপরাধও মার্জনা করে দিন, যা সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার আন্তরিকতাপূর্ণ ও রসিকতামূলক অপরাধ এবং আমার ইচ্ছাকৃত ও ভুলক্রমে সব রকমের অপরাধ (যা আমি করেছি)। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন, যা আমি আগে করেছি, যা আমি পরে করেছি, যা আমি গোপনে করেছি, যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন। আপনিই (কাউকে) করেন অগ্রগামী আর আপনিই (কাউকে) করেন পশ্চাদগামী। আপনি সব বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।'[৪৭]

اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

'হে আল্লাহ, আমার সকল প্রকার গুনাহ ক্ষমা করে দিন—কম এবং বেশি, প্রথম এবং শেষ, প্রকাশ্য এবং গোপনীয় (সব ধরনের গুনাহ)।'[৪৮]

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি অতিশয় তাওবা কবুলকারী অসীম দয়ালু।'[৪৯]

---

৪৭. সহিহ মুসলিম : ২৭১৯।
৪৮. সহিহ মুসলিম : ৪৮৩, সুনানু আবি দাউদ : ৮৭৮।
৪৯. সুনানু আবি দাউদ : ১৫১৬।

এভাবে ব্যাপক শব্দে দুআ করলে বান্দা যত ধরনের গুনাহে লিপ্ত হয়েছে, তার সবকিছু থেকে তাওবা করা হবে—যা হয়তো সে নিজেও জানে না। সুতরাং আপনার জীবনে যেন এমন একটি দিনও অতিবাহিত না হয়, যা আপনি তাওবা ছাড়া অতিবাহিত করেছেন। আর প্রতিদিন উল্লিখিত দুআগুলো থেকে অন্তত একটি দুআ হলেও অবশ্যই পাঠ করবেন।

৯. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

- প্রতি রাতে আল্লাহর কাছে আমি নিজের তাওবা নবায়ন করব।
- আমি নববি দুআগুলো মুখস্থ করে তা পাঠ করতে থাকব।
- আমি নিজেকে নিয়ে পড়ে থাকব না; বরং অবাধ্যদেরকে আল্লাহর পথে টেনে আনার চেষ্টা করব। আল্লাহর ক্ষমার ব্যাপারে তাদের জন্য আশার দরজা খুলে দেবো।
- অচিরেই আমি প্রাপকের কাছে তার হক পৌঁছে দেবো। এই পুরো মাসে আমি কারও ওপর জুলুম করব না।

৫. আজকের পাঠ : আশাবাদী হওয়া

[অল্পতুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি করুন]

কল্যাণের আশা রাখুন, পেয়ে যাবেন!

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- আশা কল্যাণ লাভের কারণ।
- কাজ ও সফলতার ব্যাপারে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়।
- যেকোনো দুর্যোগে পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি ও স্থিরতা পাওয়া যায়; যদিও আপনি তখন কঠিন মুসিবত ও মানসিক চাপে থাকেন।
- নিরাশা ও ব্যর্থতার পর্দা ভেঙে যায়।
- শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিরোধ প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারে উদ্যম তৈরি হয়।
- আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ভালো ধারণা তৈরি হয়।
- কঠিন বিষয়গুলোর মোকাবিলা ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।
- আশাবাদী হওয়ার ক্ষেত্রে নবিজি ﷺ-এর আনুগত্য করা যায়।
- ইচ্ছাকে শক্তিশালী করে লক্ষ্যে পৌঁছা যায়।

- আশাবাদীর কাছ থেকে তার খুশি ও আনন্দ তার পরিবার ও সাথি-সঙ্গীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অন্য মুসলিমকে আনন্দিত করার সাওয়াবও সে অর্জন করতে পারে।

২. কুরআনের আলো

কুরআনে এমন অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে, যেখানে মানুষকে আশাবাদী করে তোলা হয়েছে। তাদের মাঝে আশার আলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং হতাশা ও নিরাশাকে সমূলে উৎপাটন করা হয়েছে। তার কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো :

- ক্ষমার ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৫০]

- সাহায্যের ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া :

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

'আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরাই বিজয়ী হবে।'[৫১]

- প্রতিদানের ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া :

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

---

৫০. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৫৩।
৫১. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৩৯।

'যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, "নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।'[৫২]

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

'তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হিদায়াতপ্রাপ্ত।'[৫৩]

- অন্ধকারের পেছনে আলো এবং বিপদ আগমনের পর তা চলে যাওয়ার আশাবাদী হওয়া :

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

'বিষয়টিকে তোমরা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না; বরং এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর।'[৫৪]

- ব্যাপক আশাবাদী হওয়া :

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

'বলুন, "আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানিতে। সুতরাং এরই প্রতি তোমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।"'[৫৫]

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

- নবিজি ﷺ শুভলক্ষণ দেখে বিস্মিত হতেন এবং কুলক্ষণ অপছন্দ করতেন। হালিমি ﷀ বলেন, এই দু'য়ের মাঝে পার্থক্য হলো, কুলক্ষণ বলা হয় আল্লাহর ব্যাপারে ধারণা করার মতো বাহ্যিক কোনো কারণ ছাড়াই মন্দ ধারণা করা। আর শুভলক্ষণ হলো, আল্লাহর ব্যাপারে ভালো ধারণা করা এবং

---

৫২. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৫৬।
৫৩. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৫৭।
৫৪. সুরা আন-নুর, ২৪ : ১১।
৫৫. সুরা ইউনুস, ১০ : ৫৮।

এর মাধ্যমে নিজের মাঝে নতুন আশা জাগিয়ে তোলা। আর সাধারণভাবেই এটি একটি প্রশংসনীয় বিষয়। অশুভ লক্ষণ বলতে কোনো বিষয়কে অশুভ মনে করা। আরবরা জাহিলি যুগে সর্বপ্রথম যে পাখিটি দেখত, তা যদি ডান দিক দিয়ে উড়ে যেত, তাহলে সফর শুভ ও নিরাপদ মনে করত। আর যদি তা বাম দিক দিয়ে উড়ে যেত, তাহলে তা অশুভ মনে করত এবং সফর থেকে ফিরে আসত। নবিজি ﷺ এটি নিষেধ করলেন। এ কারণেই ইকরামা ؓ বর্ণনা করেন, 'আমরা ইবনে আব্বাস ؓ-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় একটি পাখি আওয়াজ করতে করতে উড়ে গেল। তখন এক লোক বলে উঠল, "কল্যাণকর হোক!" ইবনে আব্বাস ؓ বললেন, "এর মাঝে কল্যাণ ও অকল্যাণের কিছু নেই।"

- ইয়াহইয়া বিন সাইদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَقْحَةٍ تُحْلَبُ: «مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مُرَّةُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْلِسْ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اسْمُكَ؟»، فَقَالَ حَرْبٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسْ»، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اسْمُكَ؟»، فَقَالَ: يَعِيشُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْلُبْ»

রাসুল ﷺ একটি দুধেল উষ্ট্রীর দিকে ইশারা করে বললেন, 'এই উষ্ট্রীর দুধ কে দোহন করবে?' তখন এক ব্যক্তি দাঁড়ালে রাসুল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কী?' লোকটি বলল, 'মুররা।' অতঃপর রাসুল ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি বসো।' (তিনি লোকটির নাম অপছন্দ করলেন। কারণ, মুররা শব্দের অর্থ হলো, তিক্ত)। এরপর রাসুল ﷺ আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এই উষ্ট্রীর দুধ কে দোহন করবে?' তখন (অপর) এক ব্যক্তি দাঁড়ালে রাসুল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

‘তোমার নাম কী?’ লোকটি বলল, ‘হারব।’ রাসুল ﷺ বললেন, ‘তুমি বসো।’ আবার বললেন, ‘এই উষ্ট্রীর দুধ কে দোহন করবে?’ তখন আরেক ব্যক্তি দাঁড়ালে রাসুল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার নাম কী?’ লোকটি বলল, ‘ইয়াইশ।’ রাসুল ﷺ তাকে বললেন, ‘যাও, দুধ দোহন করো।’[৫৬]

- জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে—

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: «مَا لَكِ؟ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِينَ؟» قَالَتْ: الْحُمَّى، لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا، فَقَالَ: «لَا تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»

রাসুল ﷺ যখন উম্মে সায়িব বা উম্মে মুসাইয়িবের কাছে গেলেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে উম্মে সায়িব বা উম্মে মুসাইয়িব, তোমার কী হয়েছে, তুমি কাতরাচ্ছ কেন?’ তিনি বললেন, ‘ভীষণ জ্বর, একে আল্লাহ বর্ধিত না করুন।’ তখন তিনি বললেন, ‘তুমি জ্বরকে গালমন্দ করো না। কেননা, জ্বর আদম-সন্তানের পাপরাশি মোচন করে দেয়, যেভাবে হাপর লোহার মরীচিকা দূর করে।’[৫৭]

- রাসুল ﷺ যখন কোনো প্রয়োজনে (বের হওয়ার) ইচ্ছা করতেন, তখন (কারও মুখে) এ কথা শুনতে পছন্দ করতেন, ‘হে সফলকাম, হে সঠিক পথের পথিক, হে বরকতময়!’ তেমনিভাবে তিনি অসুস্থ ব্যক্তিকে ‘হে সুস্থ’ শুনাতে চাইতেন। এতে তার মাঝে প্রশস্ততা তৈরি হতো। অথবা তিনি ভ্রষ্টতার অনুসন্ধানকারীকে ‘হে সঠিক পথপ্রাপ্ত’ শুনাতে চাইতেন। এতে সে আত্মতৃপ্তি অনুভব করত।

- রাসুল ﷺ আশাবাদী হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। এ কারণেই তিনি মানুষের মাঝে সবচেয়ে প্রফুল্ল ছিলেন। তাঁর রব তাঁকে ভ্রুকুটি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, ‘তিন দিনের বেশি শোক

৫৬. মুয়াত্তা মালিক : ২৪।
৫৭. সহিহ মুসলিম : ২৫৭৫।

প্রকাশ নেই।' এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, সব সময় পেরেশানিতে ডুবে থাকা যাবে না; বরং ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদী হতে হবে।

৪. অমূল্য বাণী

- ইমাম মাওরিদি ﷺ তার কিতাব 'আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন'-এ উল্লেখ করেছেন, 'জেনে রেখো, অশুভ ধারণা থেকে কেউ মুক্ত নয়। বিশেষ করে ওই ব্যক্তি, ভাগ্য যার ইচ্ছাশক্তির বিপরীত এবং কুদরতি ফয়সালা যার প্রয়োজনের প্রতিবন্ধক। সে আশাবাদী হয়; কিন্তু নিরাশাই তার ওপর প্রবল হয়ে থাকে। সে আশা করে; কিন্তু ভয় তার অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং কুদরতি ফয়সালা যখন তার জন্য প্রতিবন্ধক হয় এবং প্রত্যাশা যখন সফলতার মুখ দেখে না, তখন সে নিজের ব্যর্থতার ওজরকে অশুভ লক্ষণ মনে করে এবং আল্লাহর ফয়সালা ও ইচ্ছার ব্যাপারটিতে উদাসীন হয়ে যায়। সুতরাং সে যখন অশুভ লক্ষণ মনে করে, তখন আর সামনে পা বাড়ায় না এবং সফলতার ব্যাপারে আশা ছেড়ে দেয়। সে মনে করে তার ধারণাই সঠিক হবে এবং তার কঠিন পরিস্থিতি আজীবন থাকবে। এরপর তার জন্য এটিই স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত হয়। তাই তার কোনো চেষ্টাই সফলতা লাভ করে না এবং কোনো ইচ্ছাই পূর্ণতা অর্জন করে না। কিন্তু কুদরতি তাকদির যাকে সাহায্য করে এবং কুদরতি ফয়সালা যার অনুকূলে, সে সামনে বাড়ার ব্যাপারে কম মন্দ ধারণা করে। ভবিষ্যতের ব্যাপারে সে বিশ্বাসী হয় এবং সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়। ভয় তার জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে না। কোনো দুর্বলতা তাকে ধরে রাখে না। কারণ, সফলতা সামনে বাড়ার মাঝে এবং ব্যর্থতা পিছু হটার মাঝে।

- জনৈক নেককার লোক বলেন, 'সিদ্ধান্তের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং চেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো, কুলক্ষণে বিশ্বাস করা। যারা মনে করে, গরুর ডাক বা কাকের আওয়াজ তার জন্য নির্ধারিত ফয়সালা বা তাকদির পরিবর্তন করে দেবে, সে মূলত অজ্ঞ।

- ইবনে সিনা বলেন, 'রোগের অর্ধেক হলো ধারণা। আর ধারণা থেকে বেঁচে স্থির থাকা হলো, ওষুধের অর্ধেক। ধৈর্য হলো সুস্থতার প্রথম পর্ব।

৫. বিস্ময়কর একটি কাহিনি

পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাহিনি। নুমান বিন মুকরিন ﷺ যখন পারস্য-সম্রাটের সামনে জিজিয়া অথবা ইসলাম-গ্রহণ অথবা কিতালের সুরতগুলো উপস্থাপন করলেন, তখন সে বলেছিল, 'যদি দূতদের হত্যা করা নিষিদ্ধ না হতো, তাহলে আমি তোমাদের হত্যা করে দিতাম। তোমরা উঠে চলে যাও। আমার কাছে তোমরা নিজেদের কোনো আশাই পূরণ করতে পারবে না। আর তোমাদের নেতাকে বলে দিয়ো, "আমি তোমাদের বিরুদ্ধে রুস্তমকে পাঠাচ্ছি। সে যেন তাকে ও তোমাদেরকে এক সাথে কাদিসিয়ার গর্তে দাফন করে দেয়।"' এরপর সে আদেশ করলে এক টুকরি মাটি নিয়ে আসা হলো। সে নিজের লোকদের বলল, 'টুকরিটি তাদের সবচেয়ে সম্মানিত মানুষের মাথায় উঠিয়ে দাও এবং তাকে সকল মানুষের চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে যাও। সে যেন আমাদের দেশের রাজধানীর ফটক দিয়ে বের হয়।' লোকেরা প্রতিনিধি-দলকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম লোক কে?' তখন আসিম বিন উমর তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি।' তারা টুকরিটি তাঁর মাথায় উঠিয়ে দিল। এরপর তিনি মাদায়িন থেকে বের হয়ে আসলেন এবং নিজের উটনীর পৃষ্ঠে তা উঠিয়ে নিলেন। তিনি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ-এর জন্য এটি বহন করে নিয়ে এলেন এবং তাঁকে বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন। তিনি মাটি গ্রহণে আশাবাদী হয়েছেন এবং আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা অচিরেই সে অঞ্চলটি তাঁদের দান করবেন। আর এমনটিই হয়েছে। কাদিসিয়্যার ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং কিসরার হাজার হাজার সৈনিক দিয়ে তার গর্তগুলো পূর্ণতা লাভ করেছে।

৬. রমাদানে আশাবাদী হওয়া

রমাদান আশার আলো ছড়িয়ে দেয়। এটি হলো পাপাচারে সীমালঙ্ঘনকারীর জন্য ক্ষমার মাস এবং ইসলামের বড় বড় যুদ্ধগুলোতে বিজয়ের মাস। সব ধরনের কল্যাণের মাস হলো রমাদান মাস।

৭. আশার সূর্য ডুবে গেছে

- অশুভ লক্ষণ ছড়িয়ে পড়ছে : কিছু নির্দিষ্ট লোক থেকে অশুভ লক্ষণের ধারণা ছড়িয়ে পড়ছে। নির্ধারিত কিছু নম্বর, নির্ধারিত কিছু স্বপ্ন বা দর্শন থেকে এবং নির্ধারিত কিছু স্থান থেকে অশুভ ধারণা ছড়িয়ে পড়ছে। যা মানুষের চলার পথে মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে এবং তার সফলতাকে বাধাগ্রস্ত করে। এ কারণেই কোনো এক পুণ্যবান ব্যক্তি বলেছেন, 'আমি ওই জিনিসের ভয় করছি, যার মাধ্যমে আমাকে পরীক্ষা করা হবে।' এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম বাণী হলো, ইবনুল কাইয়িম ﷺ-এর কথা : 'জেনে রেখো, যে কোনো জিনিসকে অশুভ মনে করে এবং তাকে ভয় করে, সে এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং যে তার কোনো পরোয়া করে না এবং এদিকে ফিরেও তাকায় না, তার কোনো ক্ষতিই হবে না।'

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আমার আশপাশের লোকদের মাঝে আশার আলো ছড়িয়ে দিতে আমাকে সাহায্য করুন এবং আমাকে কল্যাণের চাবি এবং অকল্যাণের তালা বানিয়ে দিন!
- হে আল্লাহ, আমাদেরকে আমাদের সাধ্যের বাইরে কোনো জিনিস চাপিয়ে দেবেন না।
- হে আল্লাহ, আমাকে এমন দৃষ্টিশক্তি দান করুন, যেন প্রতিটি পরীক্ষার পেছনে আমি প্রতিদান দেখতে পারি এবং প্রত্যেক বিপদের পেছনে অনুদান দেখতে পারি। আর প্রত্যেক দুরবস্থার মাঝে যেন আনন্দ ও প্রশস্ততা দেখতে পারি।

৯. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

- প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে খুব দ্রুতই প্রশস্ততা আসবে এবং প্রতিদানের মিষ্টতা অতি কাছে, এ ব্যাপারে আমরা আশা রাখব।
- আমার সামনে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আসবে, তার সামনে মাথা নত করব না।
- আমার আশপাশে যারা আছে, তাদের মাঝে আশার আলো ও সুধারণা ছড়িয়ে দেবো।
- আমি যে অবস্থারই সম্মুখীন হব, আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রাখব।

৬. আজকের পাঠ : আল-কুরআন

[আপনার ইবাদতের মান উন্নত করুন]

আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম কথা

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- সাধারণভাবে তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি :

রাসুল ﷺ বলেন :

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

'তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যিনি কুরআন মাজিদ শিক্ষা করেন এবং (লোকদের) তা শিক্ষা দেন।'[৫৮]

এ কারণটিই সম্ভবত নবিজি ﷺ-এর এই বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে :

مَنْ عَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ - عز وجل - كَانَ لَهُ ثَوَابُهَا مَا تُلِيَتْ

'যে আল্লাহর কিতাব থেকে একটি আয়াত শিক্ষা দেবে, সে তার সাওয়াব পাবে, যতক্ষণ তা তিলাওয়াত করা হবে।'[৫৯]

---

৫৮. সহিহুল বুখারি : ৫০২৭।

৫৯. আল-জামিউস সহিহ লিস সুনান ওয়াল মাসানিদ : ৬/৩৪৬।

- **তোমার প্রকৃত মর্যাদা :**

রাসুল ﷺ বলেন :

أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ

'আমার উম্মতের মাঝে সর্বোত্তম হলো কুরআনের বাহকগণ এবং রাতের লোকজন (রাত জেগে ইবাদতকারীগণ)।'[৬০]

- **যাদের নিয়ে ঈর্ষা করা যায় :**

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ বলেন :

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ

'দুটি বিষয়ে কেবল ঈর্ষা করা যায়। (একটি হলো) এমন ব্যক্তি, যাকে মহান আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন—সে তদনুযায়ী রাত-দিন আমল করে। (আরেকটি হলো) এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা অর্থ-সম্পদ দান করেছেন—সে রাত-দিন তা (আল্লাহর পথে) খরচ করে।'[৬১]

- **কুরআন পরিত্যাগ হৃদয়ে খারাপি তৈরি করে :**

রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ

'যার হৃদয়ে কুরআনের কিছুই নেই, সে বিরান ঘরের মতো।'[৬২]

সে বিরান ঘরের মতো, যাতে কোনো উপকার নেই। তার প্রতি কেউ ফিরেও তাকায় না এবং তার কোনো গুরুত্ব বা ফায়দা কোনোটিই থাকে না।

---

৬০. শুআবুল ঈমান : ২৪৪৭।
৬১. সহিহু মুসলিম : ৮১৫।
৬২. সুনানুত তিরমিজি : ২৯১৩, মুসনাদু আহমাদ : ১৯৪৭।

- **দুই সুপারিশকারী :**

রাসুল ﷺ বলেন :

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ: «فَيُشَفَّعَانِ»

'সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, "হে আমার রব, আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও কামনাবাসনা (যৌনকর্ম) থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।" আর কুরআন বলবে, "আমি তাকে রাতের বেলা নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।"' নবিজি ﷺ বলেন, 'অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।'[৬৩]

- **আল্লাহর বিশেষ বান্দা :**

রাসুল ﷺ বলেন :

أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ، وَخَاصَّتُه

'কুরআন তিলাওয়াতকারীগণ আল্লাহর পরিজন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা।'[৬৪]

---

৬৩. মুসনাদু আহমাদ : ৬৬২৬।

৬৪. মুসনাদু আহমাদ : ১২২৯২।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

'এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন উপদেশ গ্রহণ করে।'[৬৫]

ইমাম সাদি ﷺ তার তাফসির-গ্রন্থে বলেন :

(كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ) অর্থাৎ এমন কিতাব, যাতে অনেক কল্যাণ ও বিপুল ইলম রয়েছে।

(لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ) অর্থাৎ তা অবতীর্ণের পেছনে এই হিকমত। মানুষ যেন তার আয়াতগুলো অনুধাবন করে। এরপর তা থেকে ইলম আহরণ করে এবং তার রহস্য ও প্রজ্ঞাসমূহ নিয়ে গবেষণা করে।

কারণ, কুরআনের অর্থসমূহ বেশি বেশি অনুধাবন ও চিন্তাভাবনা এবং বারবার তা নিয়ে ফিকির করার মাধ্যমে তার বরকত ও কল্যাণ উপলব্ধি করতে পারবে। আর এই কারণেই কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে। আর এটিও সর্বোত্তম কাজের অন্তর্ভুক্ত।

এ কারণেই আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'তোমরা কুরআনকে নিম্নমানের খেজুর ঝাড়ার মতো ঝেড়ো না এবং কবিতা আবৃত্তির মতো তা আবৃত্তি করো না। বিস্ময়কর স্থানে থামো এবং তার মাধ্যমে হৃদয়কে নাড়া দাও। আর তোমাদের কারও যেন সুরার শেষ পর্যন্ত (তাড়াতাড়ি করে) পাঠ করার চিন্তা না থাকে।'

মুসনাদে আহমাদে আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, (তাঁকে বলা হলো, কিছু মানুষ একরাতে একবার বা দুবার কুরআন পাঠ করে।) তিনি বললেন, 'তারা পাঠ

---

৬৫. সুরা সাদ, ৩৮ : ২৯।

করেও করেনি। আমি রাসুল ﷺ-এর সাথে পুরো রাত ছিলাম। তিনি সুরা বাকারা, সুরা আলে ইমরান ও সুরা নিসা পাঠ করতেন। আর যখনই কোনো ভয়ের আয়াত পাঠ করতেন, তখন আল্লাহর কাছে দুআ করতেন এবং আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আর যখনই কোনো সুসংবাদ-সম্বলিত আয়াত পাঠ করতেন, তখন আল্লাহর কাছে তার জন্য দুআ করতেন এবং সে ব্যাপারে উৎসুক হতেন।'

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

- উকবা বিন আমির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন রাসুল ﷺ আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা সুফফাহ বা মসজিদের চত্বরে অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন :

«أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ، فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ، وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ نُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ: «أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ»

"তোমাদের কেউ কি চাও যে, প্রতিদিন বুতহান বা আকিকের বাজারে যাবে এবং সেখান থেকে কোনো পাপ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়াই বড় কুঁজ বা চুঁটবিশিষ্ট দুটি উটনী নিয়ে আসবে?" আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমরা তা চাই।" তিনি বললেন, "তাহলে কি তোমাদের কেউ মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দুটি আয়াত শিক্ষা দেবে না, কিংবা পাঠ করবে না? এটি তার জন্য ওইরূপ দুটি উটনীর চেয়েও উত্তম। এরূপ তিনটি আয়াত তিনটি উটনীর চেয়েও উত্তম এবং চারটি আয়াত চারটি উটনীর চেয়েও উত্তম। আর অনুরূপ সমসংখ্যক উটনীর চেয়ে তত সংখ্যক আয়াত উত্তম।"'[৬৬]

---

৬৬. সহিহ্ মুসলিম : ৮০৩।

- উহুদ যুদ্ধে যখন নবিজি ﷺ স্বাভাবিক হলেন, তখন শহিদ সাহাবিদের দাফনের কাজ শুরু করলেন। তিনি একই কবরে দুজন কিংবা তিনজন করে রাখতেন। যখন তাদেরকে কাছে নিয়ে আসা হতো, তখন জিজ্ঞেস করতেন, (أَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَأَ لِلْقُرْآنِ) 'তাদের মাঝে কে সবচেয়ে বেশি কুরআন তিলাওয়াতকারী?'[৬৭] যার ব্যাপারে বলা হতো, তাকেই আগে কবরে রাখতেন।

৪. অমূল্য বাণী

- আবু উমামা আল-বাহিলি ﷺ বলেন, 'তোমরা কুরআন পাঠ করো; কুরআনের লিখিত এ কপি যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে (অর্থাৎ কুরআন তো লিখিত আছে, তা মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই)। কারণ, আল্লাহ তাআলা এমন হৃদয়কে শাস্তি দেবেন না, যা কুরআনের সংরক্ষণস্থল।
- ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজেকে কুরআনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। যদি সে কুরআনকে ভালোবাসে এবং কুরআন তাকে মুগ্ধ করে, তাহলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে। আর যদি সে কুরআনকে অপছন্দ করে, তাহলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অপছন্দ করে।'
- আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে বাড়িতে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তার অধিবাসীরা প্রশস্ততা লাভ করে; সেখানে অধিক পরিমাণ কল্যাণ নাজিল হয় এবং সেখানে ফেরেশতারা উপস্থিত হয়; সেখান থেকে শয়তান বের হয়ে যায়। আর যে বাড়িতে আল্লাহর কিতাবের তিলাওয়াত করা হয় না, তার অধিবাসীদের ওপর সংকীর্ণতা নেমে আসে; (সেখানে) কল্যাণ কমে যায়; সে ঘর থেকে ফেরেশতারা বের হয়ে যায় এবং শয়তান সেখানে উপস্থিত হয়।
- আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'অনেক কুরআন তিলাওয়াতকারী আছে, কুরআন যাদেরকে লানত করে।'

---

৬৭. মুসনাদু আহমাদ : ২৩৬৬০।
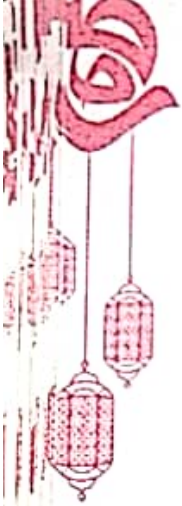
- ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, 'কুরআনের বাহকের জন্য রাতের ব্যাপারে কুরআনকে জানা উচিত, যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে; দিনের ব্যাপারে জানা উচিত, যখন মানুষ সীমালঙ্ঘন করে এবং পেরেশানির ব্যাপারে কুরআনকে জানা উচিত, যখন মানুষ আনন্দিত হয়; কান্নার ব্যাপারে জানা উচিত, যখন মানুষ হাসি-ঠাট্টা করে; নীরবতার ব্যাপারে জানা উচিত, যখন মানুষ শোরগোলে লিপ্ত হয়; তার বিনয়ের ব্যাপারে জানা উচিত, যখন মানুষ গর্ব করে। কুরআনের বাহকের জন্য শান্ত ও স্থির হওয়া উচিত এবং তার জন্য শুষ্ক, তর্কবাজ, শোরগোলকারী এবং পাথরের মতো কঠিন হওয়া উচিত নয়।

- ইমাম আবু হামিদ গাজালি ﵀ বলেন, 'তুমি কি এ ব্যাপারে লজ্জা করো না যে, তোমার বন্ধুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে একটি চিঠি এসেছে। তুমি তখন রাস্তায় ছিলে; তাই রাস্তায় চলাকালীন নিজের যাত্রাবিরতি দিয়ে চিঠি পড়তে বসে গেলে। তুমি খুব গভীরভাবে তা পাঠ করছ এবং অক্ষরে অক্ষরে তা চিন্তা করছ; যেন তার কোনো বিষয় ছুটে না যায়। অথচ এই তো আল্লাহর কিতাব তোমার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি তোমাকে অবকাশ দিয়েছেন। তোমার জন্য তাঁর কথাগুলো ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তোমার সামনে তা বারবার পাঠ করা হচ্ছে; যেন তুমি তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করো। কিন্তু এরপরেও তুমি বিমুখ হয়ে আছ!! আল্লাহ তাআলা কি তোমার কাছে তোমার বন্ধুর চেয়েও তুচ্ছ?! তোমার সাক্ষাতে তোমার সে বন্ধু আগমন করেছে; ফলে তুমি নিজের পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তাকে সংবর্ধনা জানাচ্ছ এবং তার প্রতিটি কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করছ। এমন সময় যদি কেউ তোমার সাথে কথা বলতে চায় বা তোমাকে অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত করতে চায়, তাহলে তাকে হাত দ্বারা ইশারা করে বিরত থাকতে বলো। আর এই তো আল্লাহ তাআলা তোমার দিকে এগিয়ে আসছেন এবং তোমার সাথে কথা বলছেন; কিন্তু তুমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছ এবং বিমুখ হয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে আছ! তিনি কি তোমার কাছে একজন সামান্য সৃষ্টির চেয়ে বেশি তুচ্ছ?'

৫. কিছু চমৎকার কাহিনি

- দুনিয়া ও আখিরাতের মর্যাদা : নাফি' বিন আব্দুল হারিস থেকে বর্ণিত, তিনি উমর ﵁-এর সাথে আসফানে সাক্ষাৎ করলেন। উমর ﵁ তাকে মক্কার কর্মকর্তা নিযুক্ত করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি উপত্যকাবাসীর জন্য কাকে নিযুক্ত করব।' সে বলল, 'ইবনে আবজাকে।' তিনি বললেন, 'ইবনে আবজা কে?' সে বলল, 'আমাদেরই এক গোলাম।' তিনি বললেন, 'আমি তাদের জন্য একজন গোলামকে নিযুক্ত করব!' সে বলল, 'নিশ্চয় সে আল্লাহর কিতাবের একজন কারি এবং ফারায়িজ সম্পর্কে জ্ঞাত।' উমর ﵁ বলেন, 'নিশ্চয় তোমাদের নবি ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

'আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের মাধ্যমে একদলকে সম্মানিত করবেন এবং অপর একদলকে অপদস্থ করবেন।'[৬৮]

- আল্লাহর সীমানার সামনে থেমে যাও : ইনি হলেন উয়াইনা বিন হাসান আল-ফাজারি। তিনি নিজ ভাই হুর বিন কাইসের কাছে এসে বললেন, 'এই লোকটির (উমর ﵁-এর) নিকট তোমার বিশেষ এক মর্যাদা রয়েছে। তাই আমার জন্য তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাও।' তাকে উমরের কাছে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হলো। উয়াইনা ছিলেন কঠোর ও রূঢ় প্রকৃতির মানুষ। তিনি উমরের কাছে প্রবেশ করে বললেন, 'হে খাত্তাবের বেটা, আল্লাহর শপথ, তুমি আমাদেরকে কিছু দান করছ না এবং আমাদের মাঝে ইনসাফও প্রতিষ্ঠা করছ না।' এ কথা শুনে উমর ﵁ রেগে গেলেন এবং তাকে বন্দী করতে চাইলেন। তখন হুর বিন কাইস বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিকে আদেশ করেছেন :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

---

৬৮. সহিহ মুসলিম : ৮১৭, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২১৮।

"ক্ষমা করো, সৎকাজের আদেশ করো এবং জাহিলদের এড়িয়ে চলো।"[৬৯]

আর এই লোকও ছিল জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত।' হুর বিন কাইস বলেন, 'আল্লাহর শপথ, উমর ﷺ এই আয়াতের সামনে বাড়েননি। তিনি আল্লাহর কিতাবের এই বাণী শুনে থেমে গিয়েছিলেন।'

- কীভাবে তাদের চেনা যাবে!

সহিহ বুখারিতে আশআরিদের থেকে বর্ণিত আছে, দাউদ ﷺ-এর কণ্ঠস্বরের অধিকারী আবু মুসা আল-আশআরি ﷺ-এর গোত্রের ব্যাপারে বর্ণনাকারী বলেন যে, 'যখন তারা মদিনায় অবতরণ করত, তখন কুরআনের আওয়াজের মাধ্যমে মানুষ তাদের আগমনের বিষয় জেনে যেত। তিনি বলেন, "আমি মদিনায় আশআরিদের আগমন এবং অবস্থান-স্থল সম্পর্কে জানতে পারি; যদিও তাদেরকে তখনো দেখিনি। যে আলামতের মাধ্যমে আমি আশআরিদের না দেখা সত্ত্বেও মদিনায় তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারি, তা হলো মৌমাছির গুনগুন আওয়াজের ন্যায় রাতের বেলায় ক্রন্দনসুরে তাদের কুরআন তিলাওয়াত।"'

তারা কুরআনের সাথে রাত জাগরণ করত এবং তাদের রবের ইবাদত করত; কিন্তু বর্তমানে রাতের বেলায় আমাদের পরিচিতির আলামত কী?!

৬. রমাদানে কুরআন

রমাদান হলো সে মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছিল। বরং প্রতিটি আসমানি কিতাবই রমাদানে নাজিল হয়েছিল। এ ব্যাপারে রাসুল ﷺ সংবাদ দিয়ে বলেন :

أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَ الْإِنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ،

---

৬৯. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৯৯।

وَأُنْزِلَ الزَّبُورُ لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ

> 'ইবরাহিম ﷺ-এর সহিফাগুলো রমাদানের প্রথম রাত্রিতে নাজিল হয়েছিল।' তাওরাত নাজিল হয়েছিল রমাদানের ষষ্ঠ দিনে। ইনজিল নাজিল হয়েছিল রমাদানের তেরোতম রজনীতে। জাবুর নাজিল হয়েছিল রমাদানের আঠারোতম দিবসে আর কুরআন নাজিল হয়েছিল রমাদানের চব্বিশতম দিবসে।[৭০]

সুতরাং রমাদান হলো কুরআনের মাস। জিবরাইল ﷺ রমাদানের প্রতিরাতে নবিজি ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তাঁরা পরস্পরকে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। রমাদানেই মানুষ বেশি বেশি কুরআন পাঠ করে এবং শ্রবণ করে। মসজিদে মসজিদে কুরআনের খতম হয়। রাস্তাঘাট ও যানবাহনগুলো কুরআনের বাহকদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। তারা কুরআন পাঠ করে এবং তা খতম করে। তাদের কেউ এক খতম করে, কেউ দুই খতম করে আর কেউ বা আল্লাহর তাওফিকে আরও বেশি বার খতম করে।

৭. কুরআনের সূর্য ডুবে গেছে

মানুষ কুরআন পরিত্যাগ করেছে। ফলে মানুষ শুধু রমাদান মাসেই কুরআন নিয়ে বসে এবং বাকি পুরো বছর তা ছেড়ে রাখে। তবে কুরআন পরিত্যাগ কয়েক প্রকার হতে পারে। সুতরাং দেখে নিন, আপনি কোন প্রকারে পতিত হয়েছেন; যেন সতর্ক হতে পারেন :

- কুরআন শ্রবণ পরিত্যাগ করা এবং তার প্রতি মনোনিবেশ ছেড়ে দেওয়া।
- কুরআনের ওপর আমল করা এবং তার হালাল ও হারামের ওপর আমল করার বিষয়টি পরিত্যাগ করা।
- দ্বীনের মৌলিক ও শাখাগত বিষয়গুলোতে তার কাছে বিচার পরিত্যাগ করা।

৭০. তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ১৮৫।

- কুরআন বোঝা ও অনুধাবন পরিত্যাগ করা।
- হৃদয়ের সব রোগ ও তার চিকিৎসায় কুরআনের মাধ্যমে সুস্থতা কামনা করা এবং তার মাধ্যমে চিকিৎসা পরিত্যাগ করা। অন্যের কাছে রোগের চিকিৎসা প্রার্থনা করা আর কুরআনকে পরিত্যাগ করে রাখা।

৮. দুআ

اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي،

'হে আল্লাহ, আমি আপনার বান্দা, আপনার বান্দার পুত্র, আপনার দাসীর পুত্র। আমি আপনার নিয়ন্ত্রণে, আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা চূড়ান্ত। আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা ন্যায়সংগত। আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার সেসব নামের অসিলায়, যে নামে আপনি নিজেকে অভিহিত করেছেন, অথবা আপনি আপনার কিতাবে যা নাজিল করেছেন বা আপনি আপনার সৃষ্টির কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন, অথবা আপনি গাইবের পর্দায় তা আপনার কাছে অদৃশ্য রেখেছেন। আপনি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত, সিনার নুর, দুঃখ ও পেরেশানি দূর করার মাধ্যম বানিয়ে দিন।'

৯. স্বার্থপর হবেন না

- আপনার আশপাশের লোকদেরকে পার্শ্ববর্তী সে মসজিদে নিয়ে যান, যেখানকার ইমামের তিলাওয়াত সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।

- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

'হে ইয়াহইয়া, দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ করো।'[৭১]

এই দৃঢ়তার অন্তর্ভুক্ত হলো নিম্নের বিষয়গুলো :

- আমরা রমাদানে নতুন নিয়তে কুরআন খতম করব। নতুন নিয়ত হলো, রমাদানের পর আবার কুরআন পড়ব।

- গভীর অনুধাবনের সাথে কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে উৎসুক হব। যেন আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে কী প্রত্যাশা করেন।

- মসজিদে তিলাওয়াতের মজলিশ থেকে আমরা কুরআন তিলাওয়াতের বিধিবিধান শিখব।

- অন্যদেরকেও আমরা কুরআন তিলাওয়াতের বিধান শিক্ষা দেবো। রমাদানকে আমরা গনিমত মনে করব এবং শেষ দশকে ইতিকাফ করব।

- আপনি কি প্রতিদিন নিজের বিশ্রামের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে রাখেন না? আপনি কি নিজের পরিবারের স্বার্থে প্রতিদিন তাদের সাথে নির্দিষ্ট একটি সময় অতিবাহিত করেন না? আপনি নিজের প্রশান্তির জন্য সাথিদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করেন না? আর এসব কিছু থেকে কুরআন ও তার শিক্ষা আপনার কাছে হালকা মনে হচ্ছে? তাহলে আপনার অবস্থান

---

৭১. সুরা মারইয়াম, ১৯ : ১২।

কী? আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন। আমি দুআ করি, আপনি কুরআনের ডাকে সাড়া দিন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে তাঁর পছন্দনীয় ও প্রিয় জিনিসের তাওফিক দান করুন।

৭. আজকের পাঠ : সময় নষ্ট না করা

[আপনার অভ্যাস পরিবর্তন করুন]

আমি কিছুতেই অনর্থক আমার সময় নষ্ট করব না

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- রমাদানের সময়গুলোকে গনিমত মনে করা, যা কোনো মূল্যের বিনিময়ে অনুমান করা যাবে না।
- দুআ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির সময়গুলো অনর্থক নষ্ট করা যাবে না।
- বরকতময় এই সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়দা অর্জনের চেষ্টা করা। বিশেষ করে শেষ দশকে—যেখানে কদরের রজনী রয়েছে।
- জান্নাতের বাগিচায় বীজ বপন করা এবং আখিরাতের বাজারে লাভজনক ব্যবসার চুক্তি সম্পন্ন করা।
- নফসকে দৃষ্টান্তমূলক ফায়দা গ্রহণে অভ্যস্ত করা।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالْعَصْرِ

'আসরের (সময়ের) কসম।'[৭২]

এখানে আসর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কাল বা সময়। আর এই কসমের কারণ হলো, সময়ের মূল্য ও মর্যাদার কারণে আল্লাহ তাআলা সময়ের কসম করেছেন। কারণ, জীবনের চেয়ে দামি কোনো জিনিস নেই। বিশেষভাবে এই শপথের কারণ হলো, এদিকে ইঙ্গিত করা যে, মানুষ অনেক সময় ভালো বা মন্দকে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে। কেউ কেউ সময়কে গালি দিয়ে বলে, 'হায়, দুর্ভাগ্যের সময়! ধ্বংস যুগের জন্য!' আল্লাহ তাআলা এখন শপথ করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সমস্যা তোমাদের মাঝে। আর তোমাদের মন্দ আমলের কারণেই তোমাদের ওপর বিপদ আপতিত হয়। এ ক্ষেত্রে সময়ের কোনো দখল নেই। এ কারণেই নবিজি ﷺ বলেছেন, (لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ) 'তোমরা সময়কে গালিগালাজ করো না। কারণ, আল্লাহ-ই সময়ের নিয়ন্ত্রক।'[৭৩] কারণ, আল্লাহ তাআলা সময়ের কসম করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো, সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা এবং এটি বোঝা যে, সময় আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিয়ামত।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

নবিজি ﷺ আমাদেরকে কথার আগে কর্মের মাধ্যমে উপদেশ দিয়েছেন। সময়ের মূল্যায়নে তিনি ছিলেন মানবজাতির সর্বোত্তম আদর্শ। পুরো জীবনে কখনো তিনি হাই তুলেননি। যখন তিনি ঘুমাতেন, তখন তাঁর চোখ ঘুমিয়ে পড়লেও হৃদয় জেগে থাকত। নবিজি ﷺ রমাদানে সবচেয়ে বেশি ইবাদত করতেন। রমাদানের শেষ দশকে তিনি ইতিকাফ করতেন, রাত জাগরণ করতেন এবং সর্বোচ্চ মুজাহাদা করতেন।

---

৭২. সুরা আল-আসর, ১০৩ : ১।
৭৩. সহিহ মুসলিম : ২২৪৬।

কথার মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তার একটি হলো এই হাদিস : (نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ) 'এমন দুটি নিয়ামত আছে, যার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ প্রবঞ্চিত : (তা হলো) সুস্থতা ও অবসরতা।'[৭৪] আরবিতে হাদিসে (مَغْبُونٌ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যা (الْغَبْن) শব্দ থেকে গঠিত—যার অর্থ হলো, কোনো মানুষ হয়তো অধিক মূল্যে কিছু ক্রয় করেছে অথবা যথাযথ মূল্যের অনেক কমে কোনো জিনিস বিক্রি করে দিয়েছে। মানুষ হয়তো ক্রেতা, না হয় বিক্রেতা। যখন সে মূল দামের অধিক দিয়ে কোনো জিনিস ক্রয় করেছে, তখন সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর যখন যথাযথ মূল্যের অনেক কমে কোনো জিনিস বিক্রি করেছে, তখন এ ক্ষেত্রেও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বস্তুত দুনিয়াতে সুস্থতা ও অবসরতা এই দুটি নিয়ামতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। সুস্থতার সাথেই আছে অসুস্থতা এবং অবসরতার সাথেই আছে ব্যস্ততা। সুতরাং যাকে আল্লাহ তাআলা এই দুটি নিয়ামত দান করেছেন, তাকে নিয়ে মানুষের ঈর্ষা করা উচিত। অন্যথায় সেই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।

৪. অমূল্য বাণী

- ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, 'ওই দিনের মতো অনুতপ্ত আমি আর হইনি, যেদিন সূর্য ডুবে আমার হায়াত কমে গেছে; কিন্তু আমার আমলে কোনো প্রবৃদ্ধি ঘটেনি।'
- ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় লাভ হলো, তুমি প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে এমন কাজে ব্যাপৃত রাখবে, যা তোমার জন্য সর্বোত্তম এবং শেষ পরিণামে সবচেয়ে উপকারী। এমন ব্যক্তি কীভাবে জ্ঞানী হতে পারে, যে জান্নাতকে সামান্য সময়ের খাহিশাতের মাধ্যমে বিক্রি করে দিয়েছে।'
- তিনি আরও বলেন, 'সময় বিনষ্ট করা মৃত্যুর চেয়ে জঘন্য। কারণ, সময় বিনষ্ট করার ফলে তুমি আল্লাহ তাআলা ও আখিরাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর মৃত্যুর ফলে তুমি দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।'

---

৭৪. সহিহুল বুখারি : ৬৪১২।

- হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'যে বান্দার আশাই দীর্ঘ হয়েছে, সেই মন্দকর্মে জড়িত হয়েছে।'
- হাকিম ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের একটি দিন কাজা সম্পূর্ণ করা অথবা ফরজ আদায় করা অথবা কোনো সম্মান অর্জন করা অথবা প্রশংসা হাসিল করা বা কল্যাণের ভিত্তি স্থাপন করা অথবা ইলম অর্জন করা ছাড়া অযথা কোনো কাজে ব্যয় করেছে, সে ওই দিনের প্রতি অবিচার করেছে এবং নিজের প্রতি জুলুম করেছে!'
- ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'মানুষের জন্য তার সময়ের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুধাবন করা উচিত। সুতরাং সে যেন নিজের একটি মুহূর্তও নেক কাজ করা ছাড়া ব্যয় না করে। আর এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম কাজকে অগ্রাধিকার দেবে। কথা বা কাজের সর্বোত্তম বিষয়কে অগ্রাধিকার দেবে। আল্লাহর শপথ, আমি ইলম অর্জন ছেড়ে খাবারের পেছনে ব্যাপৃত সময়ের ব্যাপারে আফসোস করি। কারণ, সময় ও যুগ অনেক মূল্যবান।'
- ইবনে আতা ﷺ বলেন, 'অনেক জীবনের সময় স্বল্প, কিন্তু আশা বেশি এবং অনেক জীবনের আশা স্বল্প, কিন্তু সময় বেশি।'

৫. কিছু চমৎকার কাহিনি

- মালিক ﷺ আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, "আমরা রমাদানে রাতের সালাত থেকে ফারিগ হয়ে ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় খাদিমদেরকে দ্রুত খাবার প্রস্তুত করতে বলতাম।" উসমান বিন আফফান ﷺ প্রতিদিন এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর কারিগণ প্রথম আট রাকআতে সুরা বাকারা পাঠ করতেন। যখন তারা বারোতম রাকআতে দাঁড়াতেন, তখন লোকজন তাদের দেখতেন যে, পূর্বের তুলনায় কিরাআত সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছেন।
- জনৈক সালাফের কাছে কিছু লোক প্রবেশ করে বলল, 'মনে হচ্ছে আমরা আপনাকে অন্য বিষয়ে ব্যস্ত করে দিচ্ছি!?' তিনি বললেন, 'তোমরা সত্যি বলেছ। আমি পড়ছিলাম; কিন্তু তোমাদের জন্য পড়া ছেড়ে দিতে হলো!'

- জনৈক আবিদ আস-সারি আস-সাকাতি ﷺ-এর কাছে এসে একদল লোককে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, 'বেকারদের পরিবেশ!!' এ কথা বলে তিনি সেখানে না বসেই চলে গেলেন।
- একদল লোক মারুফ আল-কারখির নিকট বসল। তারা অনেক দীর্ঘ সময় তার কাছে অবস্থান করছিল। তাই তিনি বললেন, 'মৃত্যুর ফেরেশতা তার কাজের ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। তোমরা কখন ওঠার নিয়ত করছ?!'
- দাউদ আত-তায়ি ﷺ রুটিকে ছোট ছোট টুকরা করে গিলে ফেলতেন। তিনি বলতেন, 'রুটিকে ছোট ছোট টুকরা করে গিলে ফেলা আর চিবিয়ে খাওয়ার মাঝে ৫০ আয়াত পাঠ করার সময়ের ব্যবধান।'
- উসমান আল-বাকিল্লাবি সব সময় আল্লাহ তাআলার জিকির করতেন। তিনি বলতেন, 'ইফতারের সময় আমার মনে হয় যে, আমার রুহ বের হয়ে যাবে (কারণ, তিনি মনে করতেন যে, তখন খাবার নিয়ে পড়ে থাকার কারণে তার সময় নষ্ট হচ্ছে)!!'
- জনৈক সালাফ তার ছাত্রদের উপদেশ দিয়ে বলেন, 'যখন তোমরা আমার কাছ থেকে বের হয়ে যাবে, তখন পৃথক হয়ে যাবে। হয়তো তোমাদের কেউ কেউ পথে কুরআন তিলাওয়াত করবে; কিন্তু যখন সবাই জড়ো হবে, তখন তো কথা বলতে শুরু করবে!!'

৬. রমাদানের সময়

রাসুল ﷺ বলেন :

وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ

'আর ভূলুণ্ঠিত হোক তার নাক, যার কাছে রমাদান এল; অথচ তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার আগেই তা পার হয়ে গেল।'[৭৫]

---

৭৫. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৪৫, সহিহ ইবনি হিব্বান : ৯০৮।

হাদিসে আপনার সামনে থাকা সম্পদের মূল্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু আপনি তা উপলব্ধি করতে পারছেন না! সতর্ক করা হয়েছে যে, এখন আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত করছেন। আপনার সামনে এখন ক্ষমা ও জান্নাত অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বোন,

আজকের একটি দিন অনেক মূল্যবান। সামান্য একটি মুহূর্তের কারণে আপনার পুরো সিয়াম সঠিকও হতে পারে আবার বাতিলও হয়ে যেতে পারে। যদি এমন হয় যে, আপনি ইফতারের নির্দিষ্ট সময়ের সামান্য আগে ইফতার করেছেন বা ফজরের সময় শুরু হওয়ার পর খাবার খেয়েছেন, তাহলে আপনার সিয়াম বাতিল হয়ে গেছে।

কদরের রজনী হাজার মাসের চেয়ে উত্তম

সুতরাং এর বরাবর আর কোন সময় হতে পারে?!

সাধারণ সময়ও যখন সকল সম্পদের চেয়ে উত্তম ও দামি, তখন রমাদানের এত মূল্যবান সময় কীভাবে নষ্ট করা যায়! অথচ এই মাসের সময়গুলোকে সেকেন্ড ও মিনিটের মাধ্যমেও মূল্যায়ন করা হয়। যদি আপনি দলিল চান, তাহলে আল্লাহ তাআলা এ মাসের ব্যাপারে কী বলেছেন, তা শুনুন :

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ

'(এই রোজা) নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য।'[৭৬]

যেন এটি হলো সে সুযোগ, যা খুব দ্রুত চলে যাবে। এমন মৌসুম, যা খুব দ্রুত কেটে যাবে।

---

৭৬. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৮৪।

প্রিয় ভাই,

রমাদানের ব্যবসা অন্যান্য ব্যবসার মতো নয়। অন্যান্য সময় একে দশ। আর এ মাসে একে একশ অথবা হাজার বা তার চেয়েও বেশি। সুতরাং কীভাবে এ ব্যবসা থেকে পিছিয়ে থাকা যায় এবং নেক কাজের প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকা যায়?!

৭. সময়ের সূর্য ডুবে গেছে

- সময়ের চোরগুলো আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করছে। যেমন : টেলিভিশন দেখা, ইন্টারনেট চ্যানেল নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্থক বসে থাকা। অনেক সময় বিভিন্ন নাফরমানিতে কেটে যায়।
- সময়কে কুরআন তিলাওয়াত, জিকির বা এমন কোনো উত্তম কাজে ব্যয় না করে লম্বা সময় ঘুমিয়ে থাকা। ইয়াহইয়া বিন মুআজ ﵀ সত্য কথাই বলেছেন, 'বিশাল রাতকে ঘুমের মাধ্যমে ছোট করে ফেলো না। দিন হলো পবিত্র, গুনাহের অপরাধের মাধ্যমে তা নোংরা করো না।'
- অনেক মানুষই আজ অনর্থক কাজে মশগুল। হাসান বসরি ﵀ বলেন, 'বান্দার প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্ট হওয়ার আলামত হলো, তাকে অনর্থক কাজে ব্যস্ত করে রাখা।'

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আমি আমার জীবনে বরকত কামনা করছি, আমার আমলে বরকত কামনা করছি এবং আমার প্রতিটি বিষয়ে বরকত কামনা করছি।
- হে আল্লাহ, আমাকে উদাসীনতায় ছেড়ে দেবেন না এবং অসতর্ক অবস্থায় আমাকে পাকড়াও করবেন না। আর আমাকে হঠাৎ মৃত্যু দেবেন না।
- হে আল্লাহ, আমার পুরো সময়টা একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করার তাওফিক দিন।

৯. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

- আমি নিজ পরিবার ও সন্তানদেরকে রমাদানের সময়গুলো থেকে ফায়দা গ্রহণের জন্য একটি রুটিন তৈরি করে দেবো।
- আমার রমাদানের টার্গেটসমূহের ভেতরে ব্যক্তিগত ইবাদত এবং সামাজিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে নেব।
- অবসরতা সময় বিনষ্টের অর্ধেক কারণ। সুতরাং আমি কোনো সুযোগ ছেড়ে দেবো না, যাতে শয়তান প্রশান্তি পাবে। অন্যথায় শয়তান আমাকে বড় ধরনের ক্ষতিতে নিপতিত করবে।
- আমার স্বাভাবিক অভ্যাসগুলোর মাঝে নতুনভাবে নিয়ত করে নেব; যেন আমার সামান্য সময়ও ফায়দাহীন কাজে ব্যয় না হয়। সুতরাং আহার ও ঘুমের মাধ্যমে আমার নিয়ত থাকবে আল্লাহর ইবাদতে শক্তি অর্জন করা।

১০. স্বার্থপর হবেন না

- অন্যদেরকেও সময় থেকে উপকৃত হতে সাহায্য করুন। আর হাসান আল-বান্নার এই উপদেশ স্মরণ করুন, 'সময়ের চেয়ে দায়িত্ব-কর্তব্য অনেক বেশি। সুতরাং আপনি অন্যকেও সময় থেকে উপকৃত হতে সাহায্য করুন। আর যদি আপনার কোনো প্রয়োজন থাকে, তাহলে তা সম্পূর্ণ করতে স্বল্প সময় ব্যয় করুন।'
- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন অন্যরা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

৮. আজকের পাঠ : আত্মীয়তার সম্পর্ক

[আপনার সম্পর্ককে আরও উন্নত করুন]

আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখতে আদেশ করেছেন, আমি তা অটুট রাখব

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- প্রশস্ত রিজিক লাভ :

  এ ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেন :

  مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

  'যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিজিক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।'[৭৭]

- জান্নাতে প্রবেশ :

  রাসুল ﷺ বলেন :

  لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ

  '(আত্মীয়তার সম্পর্ক) ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[৭৮]

---

৭৭. সহিহুল বুখারি : ৫৯৮৬, সহিহ মুসলিম : ২৫৫৭।
৭৮. সহিহুল বুখারি : ৫৯৮৪, সহিহ মুসলিম : ২৫৫৬।

সুফইয়ান ﵀ বলেন, 'এখানে ছিন্নকারী বলতে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বোঝানো হয়েছে।'

- দ্বিগুণ প্রতিদান :

রাসুল ﷺ বলেন :

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

'মিসকিনকে দান করার মধ্যে শুধু সদাকার সাওয়াব রয়েছে; আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করার মধ্যে দুটি সাওয়াব রয়েছে : দান করার সাওয়াব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সাওয়াব।'[৭৯]

- সবচেয়ে দ্রুত প্রতিদান লাভ :

রাসুল ﷺ বলেন :

أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبِرُّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةً، الْبَغْيُ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ

'সৎকর্ম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সাওয়াব দ্রুত পাওয়া যায় এবং বিদ্রোহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি দ্রুত কার্যকর হয়।'[৮০]

২. কুরআনের আলো

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাজিল হলো :

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

'আর আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।'[৮১]

---

৭৯. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৪৪, সুনানুন নাসায়ি : ২৫৮২।
৮০. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২১২।
৮১. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ২১৪।

তখন রাসুল ﷺ কুরাইশদের ডাকলেন। তারা একত্রিত হলে তিনি তাদের সাধারণ ও বিশেষ সকলকে সম্বোধন করে বললেন :

يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بِنِ كَعْبٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ، أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا

'হে কাব বিন লুওয়াইর বংশধর, জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করো। ওহে মুররাহ বিন কাবের বংশধর, জাহান্নাম থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করো। ওহে আবদে শামসের বংশধর, জাহান্নাম থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করো। ওহে আবদে মানাফের বংশধর, জাহান্নাম থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করো। ওহে হাশিমের বংশধর, জাহান্নাম থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করো। ওহে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর, জাহান্নাম থেকে তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। ওহে ফাতিমা, জাহান্নাম থেকে তুমি নিজেকে বাঁচাও। কারণ, আল্লাহর (আজাব) থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোনো ক্ষমতা নেই। অবশ্য আমি তোমাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করব।'[৮২]

আরবিতে হাদিসে (الْبَلَال) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হলো পানি। হাদিসের অর্থ হলো, নিশ্চয় আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট করব। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের বিষয়টিকে উত্তাপের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা নির্বাপিত হবে পানি দ্বারা। আর জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ শীতলতায় পরিণত হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার মাধ্যমে।

---

৮২. সহিহ মুসলিম : ২০৪।

ফায়দা :

আল্লাহ তাআলা কেন নবিজি ﷺ-কে নিকটাত্মীয়দের প্রতি দাওয়াতের আদেশ করলেন? আপনি এই মসজিদের পাশ দিয়ে হাঁটার সময় রাস্তায় চলাচলকারী অপরিচিত কাউকে কি বলতে পারবেন, আমার সাথে মসজিদে চলো? যে আপনাকে চেনে না, সে আপনার এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বে এবং শঙ্কাবোধ করবে। কিন্তু আপনি নিজের ভাইকে নির্দ্বিধায় তা বলতে পারবেন। আপনার ভাতিজাকে বলতে পারবেন। কারণ, সে আপনার আত্মীয়, তাই তাকে বলতে পারবেন। আপনার ছেলে, আপনার চাচাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, খালাতো ভাই এবং মামাতো ভাইকে বলতে পারবেন, আমার সাথে চলো। আত্মীয়তার মাঝে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে। তাই এই বিশ্বাসকে কাজে লাগাতে হবে এবং এর মাধ্যমে তাদের কাছে কল্যাণ ও আল্লাহর দিকে দাওয়াত পৌছাতে হবে।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

- আবু জার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ

'অচিরেই তোমরা এমন একটি ভূখণ্ড বিজয় লাভ করবে, যেখানে কিরাতের (দিরহাম বা দিনারের অংশবিশেষ) প্রচলন আছে।'[৮৩]

অন্য বর্ণনা মতে,

إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا»

'অচিরেই তোমরা মিশর বিজয় লাভ করবে। তাতে কিরাত নামক একটি ভূখণ্ড আছে। যখন তোমরা তা বিজয় করবে, সেখানের

৮৩. সহিহু মুসলিম : ২৫৪৩।

অধিবাসীদের সাথে সদাচরণ করবে। কেননা, তোমাদের ওপর তাদের জন্য রয়েছে জিম্মাদারি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক।'[৮৪]

অন্য বর্ণনায় আছে, 'যখন তোমরা তা বিজয় করবে, তখন তার অধিবাসীদের প্রতি ইহসান করবে। কারণ, তোমাদের ওপর তাদের জন্য রয়েছে জিম্মাদারি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক।'

আলিমগণ বলেন, তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক হলো ইসমাইল ﷺ-এর মা হাজার ﷺ-এর দিক থেকে। আর রাসুল ﷺ-এর ছেলে ইবরাহিমের মাও ছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত।

- ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَكَ وَالِدَةٌ؟ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ قَتَادَةَ: أَمَا لَكَ وَالِدَانِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَكَ خَالَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبِرَّهَا

'নবিজি ﷺ-এর কাছে জনৈক লোক এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি অনেক বড় একটি গুনাহ করেছি। আমার জন্য কি তাওবার সুযোগ আছে?" রাসুল ﷺ বললেন, "তোমার কি মা (জীবিত) আছে?"' ইবনে কাতাদার এক বর্ণনায় আছে, "তোমার কি মা-বাবা নেই?" সে বলল, "না।" তিনি বললেন, "তোমার কি খালা আছে?" সে বলল, "জি।" তিনি বললেন, "তাহলে তার সাথে সদাচরণ করো।"'[৮৫]

- মুআবিয়া বিন জাহিমাহ আস-সুলামি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَ: «وَيْحَكَ، أَحَيَّةٌ

---

৮৪. সহিহ মুসলিম : ২৫৪৩।
৮৫. শুআবুল ইমান : ৭৪৮০।

أُمُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «ارْجِعْ فَبَرَّهَا» ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَ: «وَيْحَكَ، أَحَيَّةٌ أُمُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَبَرَّهَا» ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ أَمَامِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَ: «وَيْحَكَ، أَحَيَّةٌ أُمُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَيْحَكَ، الْزَمْ رِجْلَهَا، فَثَمَّ الْجَنَّةُ»

'আমি রাসুল ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার সাথে জিহাদ করতে চাই। আমি এই জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের বাসস্থান প্রত্যাশা করি।" তিনি বললেন, "ধ্বংস হও তুমি! তোমার মা কি জীবিত?!" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "তুমি ফিরে যাও এবং তার খিদমত করো।" এরপর আমি ভিন্ন দিক দিয়ে তাঁর কাছে এসে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার সাথে জিহাদ করতে চাই। আমি এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের বাসস্থান প্রত্যাশা করি।" তিনি বললেন, "তুমি ধ্বংস হও! তোমার মা কি জীবিত?!" আমি বললাম, "হ্যাঁ, আল্লাহর রাসুল!" তিনি বললেন, "তুমি ফিরে গিয়ে তোমার মায়ের খিদমত করো।" এরপর আমি তাঁর সামনে দিয়ে এসে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের বাসস্থান প্রত্যাশায় জিহাদ করতে চাই।" তিনি বললেন, "ধ্বংস হও তুমি! তোমার মা কি জীবিত?!" আমি বললাম, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল!" তিনি বললেন, "তুমি ধ্বংস হও! তার পা আঁকড়ে ধরো। সেখানেই তোমার জান্নাত।"'[৮৬]

- উমর ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে এক লোক এসে বলল, 'আমি একজনকে হত্যা করে ফেলেছি?' তিনি বললেন, 'তোমার মা কি জীবিত?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'তোমার বাবা কি জীবিত?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি

৮৬. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৭৮১।

বললেন, 'তাহলে তার সাথে সদাচরণ করো এবং তার প্রতি ইহসান করো।' এরপর উমর ﵁ বলেন, 'যদি তার মা জীবিত থাকত, আর সে তাদের উভয়ের খিদমত করত এবং তাদের সাথে সদাচরণ করত, তাহলে আমি আশা করতাম, তাকে কখনো জাহান্নাম ভক্ষণ করবে না।'

৪. অমূল্য বাণী

- ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অর্থ হলো, নিকটাত্মীয়দের প্রতি ইহসান করা; যেভাবে রক্ষা করা সম্ভব (সেভাবে তা রক্ষা বা অটুট রাখা)। সুতরাং এই সম্পর্ক রক্ষা কখনো সম্পদের মাধ্যমে হতে পারে, কখনো খিদমতের মাধ্যমে হতে পারে, কখনো সাক্ষাৎ ও সালাম ইত্যাদির মাধ্যমেও হতে পারে।
- আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক লোকের জীবনের মাত্র তিনটি দিন বাকি ছিল। কিন্তু সে তার আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করেছিল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে আরও ত্রিশ বছর অবকাশ দিয়েছিলেন।

৫. কিছু চমৎকার কাহিনি

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসুল ﷺ-এর হাদিস বর্ণনা করছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন, 'আমি প্রত্যেক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে সমস্যা মনে করি। সুতরাং এমন ব্যক্তি যেন আমাদের কাছ থেকে উঠে যায়।' তখন মজলিশের শেষ প্রান্ত থেকে এক যুবক উঠে দাঁড়াল। সে উঠে তার ফুফুর কাছে চলে গেল। কারণ, সে তার ফুফুর সাথে দুই বছর আগে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। এখন এসে তার সাথে মিটমাট করে নিল। তার ফুফু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে ভাতিজা, আজ কী মনে করে এখানে এসেছ?' সে বলল, 'আমি রাসুলের সাহাবি আবু হুরাইরার কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, "আমি প্রত্যেক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে সমস্যা মনে করি। সুতরাং এমন ব্যক্তি যেন আমাদের কাছ থেকে উঠে যায়।" অতঃপর তার ফুফু তাকে বললেন, 'আবু হুরাইরার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করো, তিনি কেন এমনটি বলেছেন।' সে ফিরে এসে আবু হুরাইরাকে তার ফুফুর

সাথে যা ঘটেছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'কেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী আমাদের সাথে বসতে পারে না?' তখন আবু হুরাইরা ﵁ বললেন, 'আমি রাসুল ﷺকে বলতে শুনেছি—

إِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ

"যে সম্প্রদায়ের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী আছে, সেখানে রহমত অবতীর্ণ হয় না।"'[৮৭]

৬. রমাদানে আত্মীয়তার সম্পর্ক

নিশ্চয় রমাদান মাসে সাওয়াব কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা হয়। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক হলো বড় ধরনের ইবাদত। সুতরাং রমাদান হলো, এই ইবাদতকে শক্তিশালী করার সবচেয়ে বড় সুযোগ। আত্মীয়দের মাঝে এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। কারণ, এর মাধ্যমে চরিত্র গঠন হবে এবং আল্লাহর নৈকট্যও লাভ হবে। রমাদান মাসে আত্মীয়তার বন্ধন মজবুত করার অনেক সুরত রয়েছে। যেমন : রমাদানের আগমনে তাদেরকে প্রস্তুত করে তোলা, ইফতারে তাদেরকে দাওয়াত করা এবং ইদুল ফিতরে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা। সুতরাং এই ইবাদতে যারা ত্রুটি করেছে, তাদের জন্য রমাদান হলো, এই ইবাদত করার বিশাল এক সুযোগ।

৭. আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কের সূর্য ডুবে গেছে

- আত্মীয়দের মাঝে যারা অভাবী, তাদেরকে সদাকা না দেওয়া। অনেক মানুষকেই দেখা যায় যে, সে খুব বিত্তবান; কিন্তু তার আত্মীয়দের মাঝে অনেক অভাবী মানুষ আছে (যাদের প্রতি সে খেয়াল রাখে না)।
- হাদিয়া না দেওয়া। হয়তো নিজের কৃপণতার কারণে দেয় না, অথবা এই বিশ্বাসের কারণে যে, সে অভাবী নয়। অথচ অনেক সময় তার ধারণা ভুলও হয়। হাদিয়ার মাধ্যমে মানুষের ভালোবাসা অর্জিত হওয়ার বিষয়টি সর্বজনবিদিত। আর হাদিসেও আছে :

---

৮৭. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৬৩। আলবানি ﵀ এটিকে জইফ বলেছেন।

تَهَادُوا تَحَابُّوا

'তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও, এতে মহব্বত বৃদ্ধি পাবে।'[৮৮]

- আত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ না করা। অনেক দিন চলে যায়, মাসের পর মাস অতিবাহিত হয় এমনকি বছরও পার হয়ে যায়; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না।
- আত্মীয়দের পেরেশানি বা আনন্দে শরিক না হওয়া।
- যখন আত্মীয়রা তার সাথে সম্পর্ক রাখতে চায়, তখন সে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে চায় না। মূলত এই লোক যদি সম্পর্ক রাখেও, তাহলেও সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়। বরং সে মূলত বিনিময় প্রদানকারী। বুখারির হাদিসে বর্ণিত আছে :

لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

'আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ওই ব্যক্তি নয়, যে বরাবর ব্যবহার করে; বরং প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী ওই ব্যক্তি, যার আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সে তা অটুট রাখে।'[৮৯]

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আপনার জিকির, শোকর ও উত্তম ইবাদতে আমাকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ, আমাকে ওই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শ্রবণ করে এবং উত্তম কথাগুলোর অনুসরণ করে, হে রব্বুল আলামিন!
- হে আল্লাহ, আমাদেরকে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে এবং আমাদেরকে আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহারে সাহায্য করুন।

৮৮. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৫৯৪।
৮৯. সহিহুল বুখারি : ৫৯৯১।

- হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
- হে আল্লাহ, আপনি যার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার আদেশ করেছেন, তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা এবং যার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার আদেশ করেছেন, তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

৯. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

- আমরা আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাতের জন্য মাসিক একটি রুটিন তৈরি করব।
- আগামীতে আত্মীয়-স্বজনের সুখে-দুঃখে তাদের সাথে শামিল থাকব।
- পারিবারিক অনুষ্ঠান ও উপযুক্ত সময়গুলোতে তাদের দাওয়াত করব; আর এতে তাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হবে।
- পরে আবার তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের অবস্থা জেনে নেব।
- নিজের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নেব। তাহলে সম্পর্ক শুধু আল্লাহর জন্য হবে, দুনিয়াবি কোনো স্বার্থে নয়।
- তাদের সাথে সম্পর্কে যদি কোনো ঘাটতি থাকে, তাহলে তা পূরণ করে নেব।

৯. আজকের পাঠ : সহনশীলতা

[আপনার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করুন]

ক্রোধের আগুন নেভানোর উপযুক্ত সময়

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও দয়া :

  তিনি বলেন :

  وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ

  'তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন?'[৯০]

- আল্লাহ তাআলা আপনার হৃদয়ের স্বচ্ছতা পর্যবেক্ষণ করছেন, এতটুকুই আপনার জন্য যথেষ্ট।

- নফসের ওপর বিজয় লাভ করা এবং তার ওপর কঠোর হওয়া। যে বান্দাই নফসের ওপর কঠোর হয়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সদয় হন। আর যে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

---

৯০. সুরা আন-নুর, ২৪ : ২২।

- বড় বড় কাজের জন্য নিজেকে অবসর করে নেওয়া। তুচ্ছ কোনো বিষয়ের সামনে দাঁড়ানোর জন্য বড়দের হাতে কোনো সময় থাকে না।
- একতা, প্রতিভা এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বেঁচে থাকার শক্তি অর্জন করা।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রাপ্তির মাধ্যমে নিজেকে সফল করা।

নবিজি ﷺ বলেন :

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ

'যে ব্যক্তি তার রাগ প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সংযত থাকে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সকল সৃষ্টিকুলের মধ্য হতে ডেকে নেবেন এবং তাকে হুরদের মধ্য থেকে তার পছন্দমতো যেকোনো একজনকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেবেন।'[৯১]

- সহনশীলতা ব্যক্তির শক্তিশালী ইচ্ছার প্রমাণ :

নবিজি ﷺ বলেন :

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ

'প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়; বরং সেই প্রকৃত বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে।'[৯২]

- সনহশীলতা হলো বিপক্ষীয় লোকদেরকে হাতে আনা এবং তাদেরকে বন্ধুতে পরিণত করার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

---

৯১. সুনানু আবি দাউদ : ৪৭৭৭, সুনানুত তিরমিজি : ২৪৯৩।
৯২. সহিহুল বুখারি : ৬১১৪, সহিহ মুসলিম : ২৬০৯।

'জবাবে তা-ই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন, আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে অন্তরঙ্গ বন্ধু।'[৯৩]

সুতরাং নিজেকে নিয়ে ফিকির করার সময় বের করতে হবে এবং নিজের আত্মশুদ্ধির কাজ করতে হবে।

- মানসিক স্থিরতা লাভ এবং অভ্যন্তরীণ অস্থিরতাও দূর হয়ে যাওয়া। কারণ, হৃদয় তখন ভর্ৎসনা ও ধিক্কার থেকে নিরাপদ থাকে।
- সহনশীল হওয়া অনেক রোগের চিকিৎসা, যেমন : মিথ্যা, কৃপণতা, রাগ, ভীরুতা, ভয় ও উৎকণ্ঠা।
- ভালোবাসা বাকি থাকা। যাকে বেশি ভর্ৎসনা করা হয়, তার সঙ্গী কমে যায়।

২. কুরআনের আলো

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

'ক্ষমা করুন, সৎকাজের আদেশ করুন এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলুন।'[৯৪]

(خُذِ الْعَفْوَ) 'ক্ষমা করুন' বলে নবিজি ﷺ-কে উত্তম চরিত্রের ব্যাপারে আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনি মানুষের সাথে লেনদেন ও আচরণে সহজতা অবলম্বন করুন। ইবনে কাসির ﷺ বলেন, 'এটিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কথা। এ ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর উদ্দেশে বলা জিবরাইল ﷺ-এর এ কথাও সাক্ষ্য বহন করে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে আপনার প্রতি জুলুম করে, তাকে ক্ষমা করার আদেশ করেছেন; যে আপনাকে বঞ্চিত করেছে, তাকে দান করার এবং যে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার আদেশ করেছেন।'

(وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) 'সৎ কাজের আদেশ করুন।' অর্থাৎ সৎ কাজ এবং কথা ও কাজের সর্বোত্তম বিষয়ের ব্যাপারে আদেশ করুন।

---

৯৩. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৪।
৯৪. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৯৯।

(وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) 'এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলুন।' অর্থাৎ মূর্খদের মোকাবিলা তাদের অনুরূপ কাজের মাধ্যমে করবেন না; বরং আপনি তাদের ব্যাপারে সহনশীল হোন। কুরতুবি ﵀ বলেন, 'যদিও এখানে নবিজি ﷺ-কে আদেশ করা হয়েছে; কিন্তু এটি সকল মানুষের জন্য শিক্ষা।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

রাসুল ﷺ পুরো সমাজের পক্ষ থেকেই বিভিন্ন গালিগালাজের সম্মুখীন হয়েছেন। কবিরা তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিল, কুরাইশ সর্দাররা তাঁকে নিয়ে উপহাস করেছিল এবং অজ্ঞরা তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করেছিল। তারা বলেছিল, তিনি জাদুকর, পাগল ইত্যাদি। কিন্তু রাসুল ﷺ উদারতা, ক্ষমা, সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যারা তাঁকে উপেক্ষা করেছিল এবং কষ্ট দিয়েছিল, তাদের জন্য তিনি হিদায়াতের দুআ করেছিলেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও রহমতের দুআ করেছিলেন।

বেদুইনকে তাঁর ক্ষমা করে দেওয়ার একটি দৃষ্টান্ত :

এক বেদুইন নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে অনেক রূঢ় আচরণ করল। সে খুব কঠিনভাবে নবিজি ﷺ-এর চাদর টানতে লাগল। এমনকি এতে তাঁর ঘাড়ে দাগও পড়ে গেল। বেদুইন লোকটি চিৎকার করে বলতে লাগল, 'আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে আমাকে কিছু দান করতে আদেশ করো।' নবিজি ﷺ মুচকি হাসির মাধ্যমে তার উত্তর দিয়েছিলেন। তাঁর পাশে থাকা সাহাবিগণ বেদুইন লোকটির এ কাণ্ড দেখে রাগে ফেটে পড়লেন। কিন্তু তাঁরা অবাক হয়েছিল নবিজি ﷺ-এর মুচকি হাসি ও লোকটিকে ক্ষমা করে দেওয়া দেখে। সব শেষে নবিজি ﷺ তাঁর সাথিদের আদেশ করলেন, তাঁরা যেন এই লোকটিকে মুসলিমদের বাইতুল মাল থেকে কিছু দিয়ে দেয়।

৪. অমূল্য বাণী

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'মাখলুক সহনশীল হয় অজ্ঞতার কারণে এবং ক্ষমা করে দুর্বলতার কারণে। আর আল্লাহ তাআলা সহনশীল তাঁর পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এবং ক্ষমা করেন পূর্ণ সক্ষমতা সত্ত্বেও। ইলমের সাথে সনহশীলতা এবং সক্ষমতার সাথে ক্ষমার সম্পর্কের চেয়ে সুন্দর কোনো সম্পর্ক নেই।

  এ জন্যই পেরেশানি থেকে মুক্তির দুআয় আল্লাহ তাআলার গুণ হিসেবে সহনশীলতার সাথে মহত্ত্বের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার সত্তাগত আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যের একটি হলো সহনশীলতা।

- আহনাফ ﷺ বলেন, 'তোমরা ইতর লোকদের মতামতের ব্যাপারে সতর্ক থেকো।' লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'ইতর লোকদের মতামত কী?' তিনি বললেন, 'যারা ক্ষমা ও উপেক্ষাকে লজ্জাজনক মনে করে।'

- আহনাফ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার সাথে যে-ই শত্রুতা করে, আমি তার ব্যাপারে তিনটি বৈশিষ্ট্যের যেকোনো একটি গ্রহণ করি : যদি সে আমার চেয়ে উত্তম হয়, আমি তার মর্যাদা বুঝতে পারি। আর যদি সে আমার চেয়ে অনুত্তম কেউ হয়, তাহলে তার থেকে আমার মর্যাদাকে উঁচু করে রাখি। আর যদি আমার সমপর্যায়ের কেউ হয়, তাহলে তার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করি।'

- আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করে ক্রোধের আগুনকে নির্বাপিত করো।'

৫. কিছু চমৎকার কাহিনি

- ইবনে আব্বাস ﵁-কে জনৈক লোক গালি দিয়েছিল। যখন তাকে হত্যার ফয়সালা করা হলো, তখন তিনি বললেন, 'হে ইকরামা, দেখো তো, লোকটির কোনো প্রয়োজন বাকি রয়েছে কি না, যা আমরা পুরো করে দেবো?' লোকটি এ কথা শুনে মাথা নত করে ফেলল এবং লজ্জিত হলো।

- মুআবিয়া ﵁-কে জনৈক লোক অনেক কঠিন কথা বলল। তখন তাঁকে বলা হলো, 'যদি আপনি তাকে শাস্তি দিতেন!' তিনি বললেন, 'আমি লজ্জাবোধ করি যে, আমার কোনো প্রজার অন্যায়ের কারণে আমার সহনশীলতা সংকীর্ণ হয়ে পড়ুক।'

- আবু জার ﵁-এর এক গোলাম বকরির একটি পা ভেঙে তাঁর কাছে আসলো। তিনি বললেন, 'এটির পা ভাঙল কে?' সে বলল, 'আমি আপনাকে রাগান্বিত করার জন্য ইচ্ছাকৃত এমনটি করেছি। যেন আপনি আমাকে প্রহার করে রাগান্বিত হন।' তিনি বললেন, 'আমাকে রাগাবার প্রতি তোমার এত আগ্রহ দেখে অবশ্যই আমি রাগ হয়েছি।' এরপর তিনি তাকে আজাদ করে দেন।

- জনৈক লোক আদি বিন হাতিম ﵁-কে গালি দিলে তিনি চুপ থাকলেন। অতঃপর লোকটি তার কথা শেষ করলে তিনি বললেন, 'যদি তোমার বলার মতো আর কিছু বাকি থাকে, তাহলে এলাকার যুবকরা আসার আগেই বলে ফেলো। কারণ, যদি তারা দেখে যে, তুমি তাদের সর্দারের ব্যাপারে এসব বলছ, তাহলে তারা অসন্তুষ্ট হবে।'

- জনৈক লোক আলি বিন হুসাইন ﵁-এর সামনে এসে তাকে গালি দিল। ফলে আলি বিন হুসাইনের গোলাম তার দিকে লাফিয়ে গেল। তিনি বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও।' এরপর লোকটির কাছে গিয়ে বললেন, 'আমাদের ব্যাপারে তোমার মাঝে যা লুকিয়ে আছে, তা আরও বেশি। তোমার কি কোনো প্রয়োজন আছে, যা পূর্ণ করে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারি?' এ কথা শুনে লোকটি বেশ লজ্জিত হলো। তিনি নিজের গায়ের একটি কালো কাপড় খুলে রাখলেন এবং তাকে এক দিরহাম দিয়ে দেওয়ার আদেশ করলেন। এরপর লোকটি বলল, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আওলাদে রাসুল।'

- আবু দারদা ﵁-এর জনৈক বাঁদি তাঁকে বলল, 'আমি এক বছর আগ থেকে আপনাকে বিষ পান করিয়েছিলাম; কিন্তু তা আপনার মাঝে কোনো ক্রিয়া করেনি।' তিনি বললেন, 'তুমি কেন এমনটি করেছিলে?' সে বলল, 'আমি আপনার কাছ থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম।' তিনি বললেন, 'যাও, আল্লাহর জন্য তুমি মুক্ত।'
- ইমাম জুহরি ﵀ বলেন, 'আমি কোনো গোলামকে "আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুক" এ কথা বললেই সে আজাদ।
- মুআবিয়া ﵁ একটি পশমি বস্ত্র ভাগ করে দামেস্কের জনৈক বৃদ্ধকে তার একটি টুকরো দিলেন। কিন্তু এটি তার পছন্দ হলো না। তাই সে কসম করে বলল, এটি দিয়ে সে মুআবিয়ার মাথায় আঘাত করবে। সে মুআবিয়া ﵁-এর কাছে এসে নিজের কসমের কথা বর্ণনা করল। মুআবিয়া ﵁ তাকে বললেন, 'আমি আপনার কসম পুরা করে দেবো; তবুও যেন এক বৃদ্ধ আরেক বৃদ্ধের ওপর সদয় হয়।'

৬. রমাদানে সহনশীলতা

রাসুল ﷺ বলেন :

فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

'যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে লড়াই (ঝগড়া) করে, তাহলে সে যেন বলে, "আমি রোজাদার।"'[৯৫]

সহনশীলতা ও ক্ষমা রমাদানের সবচেয়ে সুন্দর চরিত্র। কারণ, এটি তো ক্ষমা ও দয়ারই মাস। যা বান্দাকে তার প্রতি জুলুম বা অন্যায়কারীকে ক্ষমা করতে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্যকে শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে। আশা রাখতে হবে যে, সে অন্যকে ক্ষমা করে দিলে আল্লাহ তাআলাও তার সাথে অনুরূপ আচরণ করবেন। আর সাথে সাথে এ কথা স্মরণ রাখবে :

---

৯৫. সহিহুল বুখারি : ১৯০৪।

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ

'তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন?'[৯৬]

৭. সহনশীলতার সূর্য ডুবে গেছে

ফলে মানুষ তাদের রোজাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে :

- গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে নিজেদের ক্রোধের মাধ্যমে।
- অধিকার অর্জনে ক্রোধের মাধ্যমে।
- সরকারি কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে।
- পরস্পর ঝগড়া করে, যার সমাপ্তি হয়েছে গালি ও তর্কের মাধ্যমে।
- স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্যের মাধ্যমে, যা অনেক বড় বিবাদে গড়িয়েছে এবং একে অপরকে পরিত্যাগ করেছে।

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আমাকে সহনশীলতা ও ধৈর্যধারণের শক্তি দান করুন এবং এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাদের প্রতি অজ্ঞতাসুলভ আচরণ করা হলে তারা সবর করে। এবং আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাদেরকে অজ্ঞরা সম্বোধন করলে তারা বলে, 'সালাম।'
- হে আল্লাহ, যে লোকই আমাকে গালি দিয়েছে, আমাকে কষ্ট দিয়েছে অথবা আমার থেকে কষ্ট পেয়েছে, তাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম; আপনিও তাকে ক্ষমা করে দিন।
- হে আল্লাহ, আমি আপনার বান্দাদের ক্ষমা করে দিলাম; তাই আমার জন্য এমন কোনো পথ বের করে দিন, যার কারণে আপনার বান্দারা আমাকে ক্ষমা করে দেবে।

---

৯৬. সুরা আন-নুর, ২৪ : ২২।

৯. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

- ক্রোধ যখন আপনাকে পেয়ে বসবে, সাথে সাথে আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। আর বলবেন যে, 'আমি রোজাদার, আমি রোজাদার।'
- নিজের ব্যক্তিগত কারণে কারও থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না। বরং যখন কাউকে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে দেখবেন, তখন এই ক্রোধকে কাজে লাগাবেন। সুতরাং নিজের জন্য কখনো রাগ করবেন না; বরং রাগের পুরো শক্তি আল্লাহর জন্য ব্যয় করবেন।
- অজ্ঞদের ওপর দয়া করুন। আর তা এভাবে যে, তাদের অনুরূপ উত্তর প্রদান করবেন না। তাহলে আপনি আল্লাহর এ সকল বান্দার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন, যাদের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

'রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, "সালাম।"'[৯৭]

---

৯৭. সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৬৩।

১০. আজকের পাঠ : ইচ্ছাশক্তি

[আপনার আত্মতুষ্টির পরিধি বৃদ্ধি করুন]

আমার লক্ষ্য আকাশের তারকা ছাড়িয়ে!

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- পেট ও লজ্জাস্থানের খাহিশাতের ওপর বিজয়ী লাভ করা।
- দীর্ঘ সময় রোজা রাখার মাধ্যমে সফলতা অর্জনের সক্ষমতা তৈরি হওয়া।
- ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা; যেন রোজা নষ্ট হয়ে না যায়।
- মহান টার্গেটে পৌছার লক্ষ্যে সাময়িক মজা ও প্ররোচনার ওপর বিজয়ী হওয়া।
- কষ্ট সহ্য করা ও বিভিন্ন পরীক্ষা অতিক্রম করার সক্ষমতা তৈরি; যেন নিজের কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা বাস্তবায়ন করা যায়।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।'[৯৮]

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন :

'আল্লাহ তাআলা হিদায়াতকে সাধনার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। মানুষের মাঝে পরিপূর্ণ হিদায়াতের অধিকারী হলো সে, যে সর্বাধিক সাধনা করে। আর সবচেয়ে আবশ্যকীয় সাধনা হলো : নফস, প্রবৃত্তি, শয়তান ও দুনিয়ার ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাধনা করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য এই চারটি বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারবে, আল্লাহ তাআলা তাকে নিজের সে সন্তুষ্টির পথ দেখাবেন, যা তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবে। আর যে এই সাধনা থেকে বিমুখ থাকবে, সে তার এ বিমুখতার পরিমাণ অনুযায়ী হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হবে। বস্তুত কারও জন্য বাহ্যিক শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সে অভ্যন্তরীণ এই শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। যে অভ্যন্তরীণ এই শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে পারবে, সে বাহ্যিক শত্রুর বিরুদ্ধেও বিজয় লাভ করতে পারবে। আর যার শত্রু এখানে তার ওপর বিজয়ী হবে, তার বাহ্যিক শত্রুও তার ওপর বিজয় লাভ করবে।'

ইমামুল মুজাহিদিন আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﷺ বলতেন, 'যার কাছে কোনো মাসআলা কঠিন মনে হয়, সে যেন রিবাতে নিয়োজিত লোকদের তা জিজ্ঞেস করে। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।"'[৯৯]

৯৮. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৬৯।
৯৯. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৬৯।

এই আয়াতের সূক্ষ্ম একটি অর্থ রয়েছে—যদিও নফসের মুজাহাদা হিদায়াতের রংসমূহ থেকে একটি রং; বরং হিদায়াতের সর্বোচ্চ রং—কিন্তু যদি তারা জিহাদ করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পথ দেখানোর ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করেছেন। সুতরাং এখানে অর্থ হলো, হয়তো তাদের অর্জিত অধিক হিদায়াত বা হিদায়াতের ওপর অটল থাকা।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

নবিজি ﷺ-এর শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তি ও কঠিন যুদ্ধের কিছু দৃশ্য :

- নিঃসংশয় : উহুদ যুদ্ধে নবিজি ﷺ-এর ইচ্ছা ছিল মদিনা থেকে বের না হওয়া; কিন্তু সাহাবিগণ বের হওয়ার পক্ষে মত দিলেন। তিনি সাহাবিদের মতই গ্রহণ করলেন। ফলে সাহাবিগণ আশঙ্কা করলেন যে, তাঁরা নবিজি ﷺ-কে বাধ্য করে ফেলেছেন কি না। তাই তাঁরা নবিজি ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মদিনা থেকে বের না হওয়ার মতটি গ্রহণের কথা বললেন। তখন নবিজি ﷺ তাঁদের বললেন :

  إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ

  'কোনো নবি যখন তাঁর বর্ম পরে নেয়, তখন তাঁর জন্য যুদ্ধ না করে তা খুলে রাখা উচিত নয়।'[১০০]

- আরাম পরিত্যাগ করা : নবিজি ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় এসেছে, (لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ) 'তাঁর কোনো বিশ্রাম ছিল না।'[১০১] আর এভাবেই দ্বীনের জন্য নিজের আরাম পরিত্যাগ করে তিনি আপন প্রতিপালকের আদেশ পালন করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

  فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ

  'অতএব যখন আপনি অবসর পান, তখন পরিশ্রম করুন।'[১০২]

---

১০০. মুসনাদু আহমাদ : ১৪৭৮৭।
১০১. তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ২২/১৫৫।
১০২. সুরা আশ-শারহ, ৯৪ : ৭।

অর্থাৎ আমলে আত্মনিয়োগ করুন। এই আয়াতের ব্যাপারে পাঁচটি মত আছে :

- প্রথমত, যখন আপনি ফরজসমূহ থেকে অবসর হন, তখন তাহাজ্জুদের জন্য পরিশ্রম করুন। এটি বলেছেন ইবনে মাসউদ।
- দ্বিতীয়ত, যখন আপনি সালাত থেকে অবসর হন, তখন দুআয় মনোনিবেশ করুন। এটি বলেছেন ইবনে আব্বাস, জাহহাক ও মুকাতিল।
- তৃতীয়ত, যখন আপনি আপনার পার্থিব কাজ থেকে অবসর হন, তখন আখিরাতের কাজে আত্মনিয়োগ করুন। এটি বলেছেন মুজাহিদ।
- চতুর্থত, যখন আপনি তাশাহহুদ থেকে অবসর হন, তখন আপনার দুনিয়া ও আখিরাতের (কল্যাণের) জন্য প্রার্থনা করুন। এটি বলেছেন শাবি ও জুহরি।
- পঞ্চমত, যখন আপনার শরীর সুস্থ হয়ে যাবে, তখন সুস্থতাকে ইবাদতে ব্যবহার করবেন।

৪. অমূল্য বাণী

- ইবনে আতা বলেন, 'প্রস্তুতি অনুযায়ী সাহায্য আসে।'
- ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'যদি কোনো পাহাড়কে তার স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বান্দা আল্লাহর ওপর যথাযথ ভরসা করে এবং সে এই পাহাড় সরানোর ব্যাপারে আদৃষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে তা সরিয়ে ফেলতে পারবে।'
- আবু তাইয়িব আল-মুতানাব্বি বলেন, 'সংকল্পকারীর মর্যাদা অনুযায়ী সংকল্প আসে এবং সম্মানিত ব্যক্তির মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান আসে।'
- হিনরি ফোর্ড বলেন, 'যখন আপনি বিশ্বাস করবেন যে, আপনি কোনো জিনিস করতে পারবেন বা বিশ্বাস করবেন যে, আপনি কোনো জিনিস করতে পারবেন না, তখন আপনি উভয় হালতেই সঠিক থাকবেন। কোনো কঠিন জিনিসই কঠিন নয়, যখন আপনি তা ছোট ছোট কাজে ভাগ করে নেবেন।

- নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেন, 'অসম্ভবের কথাগুলো দুর্বলদের অভিধানেই পাওয়া যায়।'
- তাগুর বলেন, 'সম্ভব অসম্ভবকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় অবস্থান করো? সে উত্তর দিল, দুর্বলদের স্বপ্নে!!'

৫. একটি চমৎকার কাহিনি

একদা এক কৃষক সারাদিন কাজ করে বাড়ি ফিরছিল। তার সাথে তার একটি ঘোড়াও ছিল। ঘোড়াটির পিঠে তার ক্ষেতের কিছু ফসল ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল এবং একটি গভীর কূপের দিকে ছুটতে লাগল। এমনকি সেটি কূপের ভেতরে পড়ে গেল। লোকটি তাড়াতাড়ি কূপে পড়ে থাকা ঘোড়াটির দিকে উঁকি মেরে দেখল এবং খুব আশঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে ঘোড়াটি বের করার জন্য নানান কৌশল অবলম্বন করল; কিন্তু কোনো কৌশলেই কাজ হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ এভাবে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকার পর সে সিদ্ধান্ত নিল যে, ঘোড়াটিকে কূপের ভেতরেই ছেড়ে দেবে। বরং সে আরও মন্দ একটি কৌশল বের করল। যেহেতু কূপটি ছিল শুষ্ক, এতে তো অন্য কৃষকও কষ্টের সম্মুখীন হবে, যখন তাদেরও কারও প্রাণী এতে পতিত হবে। তাই সে তার প্রতিবেশী কৃষকদেরকে এটি ভরাট করার জন্য আহ্বান করল। যেন তার পতিত ঘোড়াটি সেখানে মরে পচে গেলে তার দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়; সাথে সাথে এই ভয়ংকর কূপে পতিত হওয়া থেকেও নাজাত পাওয়া যায়।

তাই সে তার প্রতিবেশী কৃষকদের ডেকে এনে তাদের থেকে কূপ ভরাটের ব্যাপারে সাহায্য চাইল। সে এ ব্যাপারে তাদেরকে নিজের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে শুনাল এবং এতে কাঙ্ক্ষিত ফায়দা কী হবে, তাও বর্ণনা করল। সবাই তার সাথে একমত হয়ে কাজ শুরু করল।

তারা খুব কম সময়ের ভেতরেই ঘোড়ার পিঠে মাটি ফেলতে শুরু করল। তাদের বিশেষ কোনো কৌশল ছিল না। বেশি সময় অতিবাহিত হতে না হতেই ঘোড়া কী হচ্ছে, তার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারল। তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, এবার তার ধ্বংস নিশ্চিত। ভয় ও আতঙ্কে তার হ্রেষাধ্বনি বিকট আকার ধারণ করল। কিন্তু সে নিশ্চিত বুঝতে পারল যে, এই লোকগুলো তাদের ইচ্ছা

পূর্ণ করবে। ঠিক তখনই ঘোড়াটি অন্য একটি কৌশল গ্রহণ করল।

মানুষ তখনও কূপে অনবরত মাটি ফেলছিল। এই সময় ঘোড়ার আওয়াজও পুরো বন্ধ হয়ে যায়। তাই কোনো আওয়াজ বা শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। যন্ত্রণা বা ভয়ের কোনো ধ্বনিও শোনা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর কৃষকরা সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা মাটি ফেলা বন্ধ করে ঘোড়ার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে, যার আওয়াজ একদম বন্ধ হয়ে গেছে; কিন্তু তখন তারা এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেল!!

যখন কৃষক ও তার সহযোগীরা ঘোড়ার ওপর মাটি ফেলতে ব্যস্ত, তখন ঘোড়া ব্যস্ত ছিল অন্য কাজে। তার ওপর যখনই মাটি নিক্ষেপ করা হতো, তখন সে তা ঝাড়া দিয়ে নিচে ফেলে দিত এবং এক সেন্টিমিটার পরিমাণ ওপরে উঠে যেত। আর এভাবেই তার কাজ চলতে থাকল—সে তার পিঠের ওপর নিক্ষিপ্ত ময়লা ও মাটি সরিয়ে ফেলতে থাকল। সে নিজের পিঠ থেকে তা ফেলে আরও ওপরে উঠে যেত। ধীরে ধীরে ঘোড়াটি সকলের কাছে চলে এল এবং আলোর মুখ দেখল। মাটি তাকে দাফন ও চাপা দেওয়ার পরিবর্তে তাকে ওপরে তুলে দিল এবং এভাবেই সে ওপরে উঠে এল। একপর্যায়ে তার মুক্তি মিলল। তার ওপর নিক্ষিপ্ত সে মাটিগুলো, যা তার জন্য প্রাণনাশের আশঙ্কাস্বরূপ ছিল, তা-ই তার মুক্তির কারণ হলো।

ফায়দা :

যে বিপদে পড়ে আমাদের সকল কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়, তা থেকে মুক্তির উপায় একটি মাত্র কৌশল। আর তা হলো ঘোড়ার মতো মাটি ঝেড়ে ফেলে দেওয়া এবং নিজেকে মাটির ওপর উঠিয়ে নেওয়া; যেন ধ্বংসের এই গর্ত থেকে নাজাত পাওয়া যায়।
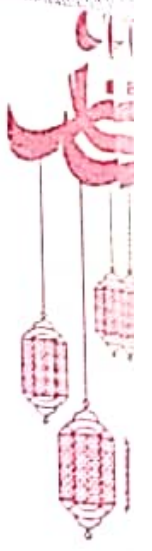
৬. রমাদানে ইচ্ছাশক্তি

- অনেক মানুষ রমাদানের আগে ১৪ ঘণ্টা কঠিন গরমের ভেতরে রোজা রাখার ব্যাপারটি অসম্ভব মনে করত।
- আমাদের অনেকের ধারণা ছিল যে, সে ইন্টারনেটের মন্দাচার ও ধূমপান থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না।
- আমাদের অনেকেই কল্পনাও করত না যে, সে অর্ধ রাত বা রাতের এক-তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত সালাতে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং রমাদানের আগে যেমন ঘুমে বিভোর ছিল, এখন তা কেটে যাবে অথবা তার শরীর এই ধরনের কষ্ট সহ্য করতে পারবে।
- রমাদানে (দিনের বেলায়) পানাহার পরিত্যাগ করতে হয়, পূর্বের মতো রুটিনমাফিক কাজ থেকে বের হয়ে নতুন রুটিনে অভ্যস্ত হতে হয়। আর এটি মানুষের ইচ্ছা ও সংকল্পকে শক্তিশালী করে তোলে।

৭. ইচ্ছার সূর্য ডুবে গেছে

বর্তমানে মানুষ মন্দ অভ্যাসের গোলামে পরিণত হয়েছে। তাদের মন্দ অভ্যাসের কিছু যেমন : ইবাদত না করে অনর্থক ও গুনাহের কাজে রাত জেগে থাকা, ধূমপান করা, মানুষের সম্মান বিনষ্ট করা, সালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকা, ফরজের ব্যাপারে যত্নশীল না হওয়া, শয়তানের চক্রান্তের সামনে আত্মসমর্পণ করা। বস্তুত ইচ্ছাশক্তি যত মজবুত হবে, অভ্যাসের শয়তান তত দুর্বল হবে।

৮. দুআ

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

'হে আল্লাহ, আমি দুশ্চিন্তা, পেরেশানি, অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের আধিক্য ও মানুষের আধিপত্য থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[১০৩]

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট কাজের স্থায়িত্ব ও সৎপথে দৃঢ় থাকার আবেদন জানাচ্ছি। এবং আপনার কাছে প্রার্থনা করছি রহমত লাভের চূড়ান্ত মাধ্যম ও মাগফিরাত লাভের নির্ভরযোগ্য অসিলার। আপনার নিয়ামতের শোকর ও আপনার ইবাদত উত্তমভাবে করার শক্তির জন্যও আমি আপনার কাছে দুআ করছি। সরল মন ও সত্য কথা বলার জন্যও আমি প্রার্থনা করছি। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি যা ভালো বলে জানেন। আমি আপনার কাছে ওই সব বিষয় থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা আপনি আমার জন্য মন্দ বলে জানেন। সর্বশেষ আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আমার সে সকল অপরাধের জন্য, যা আপনি জানেন। আর আপনি তো অদৃশ্য বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।'[১০৪]

اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

---

১০৩. সহিহুল বুখারি : ৬৩৬৯।
১০৪. তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৭১৩৫।

‘হে আল্লাহ, আপনার জিকির, আপনার শোকর ও উত্তমভাবে আপনার ইবাদতে আমাকে সাহায্য করুন।’[১০৫]

رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الهُدَى إِلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ

‘হে আমার রব, আমাকে সাহায্য করুন, আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবেন না; আমাকে সহযোগিতা করুন, আমার বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতা করবেন না; আমার জন্য কৌশল আঁটুন, আমার বিরুদ্ধে কৌশল আঁটবেন না। আমাকে কল্যাণের পথ দেখান এবং আমার জন্য হিদায়াতের পথকে সহজ করুন; আমার ওপর যে অত্যাচার করে, তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।’[১০৬]

৯. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০৫. সুনানু আবি দাউদ : ১৫২২, সহিহু ইবনি হিব্বান : ২০২১।
১০৬. সুনানু আবি দাউদ : ১৫১০, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৮৩০।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

- কল্যাণের কাজে দ্রুত ছুটে যাব।
- ইবাদতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দরজায় পৌঁছার জন্য আগ্রহী হব।
- আমার দায়িত্বের সর্বোচ্চ অভিলাষের ছাদে আরোহণ করব।
- টার্গেট স্পষ্ট রেখে এবং সবচেয়ে উত্তম কর্মের প্রতিদানের বিষয়টি মাথায় রেখে নিজের নফসের দুর্বলতা ও ক্লান্তির বিরুদ্ধে কাজ করে যাব।

১১. আজকের পাঠ : ক্লান্তি বা বিরক্তি দূর করা

[আপনার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করুন!]

আমি নিজ হাতে আমার বিরক্তিকে নির্মূল করব

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- ইবাদত বিভিন্ন ধরনের। আর তাই এর প্রতিদানও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।
- যুগের বড় এক ব্যাধি অস্বস্তির বন্দী হতে হয় না।
- বিভিন্ন ধরনের অবাধ্যতা নিয়ে শয়তানের আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে যায়।
- আমি নফসকে বশ করে তাকে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারব।

২. কুরআনের আলো

- বনি ইসরাইল সর্বোত্তম খাবারে বিরক্তি প্রকাশ করল। কারণ, তারা সব সময় এই খাবার গ্রহণ করছিল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা তখন বলেছিল, (لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعامٍ واحِدٍ) 'আমরা কিছুতেই এক খাবারে ধৈর্যধারণ করতে পারব না।'[১০৭]

- খলিফা মামুন কখনো বসে, কখনো দাঁড়িয়ে এবং কখনো হেঁটে হেঁটে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এরপর স্থির হয়ে আল্লাহ তাআলার এই আয়াত পাঠ করতেন :

  الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

  'যারা দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।'[১০৮]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই অস্থিরতা অনুভব করে এবং সে অবস্থার পরিবর্তনে আগ্রহী। সে বিশাল অট্টালিকায় সবচেয়ে সুন্দর মানুষের সাথে সুখময় জীবন অতিবাহিত করলেও খুব দ্রুতই তাকে বিরক্তি পেয়ে বসবে।

- জান্নাতে বিরক্তির বিষয়টি একদম অনুপস্থিত; যদিও জান্নাতবাসীরা সেখায় চিরস্থায়ীভাবেই থাকবে। জান্নাতবাসীদের চিরস্থায়ী হওয়ার সাথে সাথে তাদের বিলাসিতা ও স্বাদের ধরনের মাঝে পরিবর্তন ঘটবে। আল্লাহ তাআলা জান্নাতিদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :

  خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

  'তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। কখনো (সেখান থেকে) স্থান পরিবর্তন কামনা করবে না।'[১০৯]

---

১০৭. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৬১।
১০৮. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৯১।
১০৯. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ১০৮।

- আল্লাহ তাআলা যেহেতু আমাদের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে জানেন, তাই তিনি নিজ রহমত ও অনুগ্রহে বিভিন্ন ধরনের জিনিস সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

'এই মৌমাছির পেট থেকে বিভিন্ন ধরনের পানীয় (মধু) বের হয়।'[১১০]

আল্লাহ তাআলা ফসলের ব্যাপারে বলেন :

صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ

'একাধিক শির-বিশিষ্ট ও এক শির-বিশিষ্ট (খেজুর গাছ)।'[১১১]

তিনি আরও বলেন :

مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ

'(ফলগুলোর) কোনোটি অন্য কোনোটির মতো এবং কোনোটি অন্য কোনোটি থেকে ভিন্ন।'[১১২]

জড়বস্তুর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ

'আর পাহাড়ের মধ্যে আছে সাদা, লাল বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ এবং (কিছু) নিকষ কালো।'[১১৩]

এমনকি আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যে দিনগুলো তৈরি করেছেন, তাও এক রকম থাকে না। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন :

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

'আর এই দিনগুলো আমি মানুষের মধ্যে অদলবদল করি।'[১১৪]

---

১১০. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ৬৯।
১১১. সুরা আর-রাদ, ১৩ : ৪।
১১২. সুরা আল-আনআম, ৬ : ৯৯।
১১৩. সুরা ফাতির, ৩৫ : ২৭।
১১৪. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪০।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

- রাসুল ﷺ আমাদের সামনে অগণিত আনুগত্যের দরজা এবং ইবাদতের ভান্ডার খুলে দিয়েছেন। তিনি হলেন আমাদের জন্য বাস্তবিক আদর্শ।

- রাসুল ﷺ আমাদেরকে নফসের ওপর সাধ্যের বাইরে কোনো জিনিস চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এর মাধ্যমে নফস থেকে ক্লান্তি বা বিরক্তি দূর করেছেন। তিনি বলেন :

لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ، فَلْيَقْعُدْ

'তোমাদের কেউ তার প্রাণবন্ত থাকা পর্যন্ত সালাত আদায় করা উচিত। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন যেন সে বসে পড়ে।'[১১৫]

এর ফলে শরীর ও নফস উভয়ই আরামবোধ করবে। কারণ, নফসের অভ্যাস হলো সে নিজের সংকল্পকে নতুন করে এবং সামনের ইবাদতের জন্য নিজেকে পরিপূর্ণ প্রস্তুত করে নেয়।

- রাসুল ﷺ যাদেরকে এই উপদেশের বিপরীত করতে দেখেছেন, তাদেরকে নিষেধ করেছেন। আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত যে :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» قَالَتْ: فُلَانَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا، قَالَ: «مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا» وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ

নবিজি ﷺ তার কাছে প্রবেশ করলেন, তখন তার কাছে একজন মহিলা ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এই মহিলা?' আয়িশা رضي الله عنها বললেন, 'অমুক'। তিনি তার সালাতের বিবরণও দিলেন। নবিজি ﷺ বললেন, 'থামো, তোমরা যতটুকু সামর্থ্য রাখো, ততটুকুই তোমাদের আমল করা উচিত। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত

---

১১৫. সুনানু আবি দাউদ : ১৩১২।

(সাওয়াব দিতে) বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ো। আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আমল সেটাই, যা আমলকারী নিয়মিত করে থাকে।'[১১৬]

- রাসুল ﷺ আমাদেরকে এই বাস্তবতার ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ

'প্রতিটি আমলের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গণ্ডির ভেতরে থাকে, সে হিদায়াত পেল। আর যার নিরুদ্যমতা এ ছাড়া অন্য কিছুতে অতিক্রম করে, সে ধ্বংস হয়ে গেল।'[১১৭]

হাদিসে দুটি অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে :

সামনে অগ্রসর হওয়ার অবস্থা :

নফল বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন : নফল সিয়াম, কিয়ামুল লাইল, গোপনে দান ইত্যাদি।

পিছিয়ে পড়ার অবস্থা :

আমরা শুধু ফরজগুলোই আঁকড়ে ধরব। ফরজে কখনো ঘাটতি করব না। কিন্তু অনেক সময় নফল ছেড়ে দেবো। আর এই পরিত্যাগের ফলে আমরা প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হব; কিন্তু শাস্তি আবশ্যক হবে না। কিন্তু যদি ফরজ ছেড়ে দিই, তাহলে শাস্তি আবশ্যক হয়ে পড়বে। সুতরাং ফরজ যেন মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরি।

---

১১৬. সহিহুল বুখারি : ৪৩, সহিহ মুসলিম : ৭৮৫।
১১৭. আস-সুন্নাহ লি ইবনি আবি আসিম : ৫১, মুসনাদু আহমাদ : ৬৯৫৮, সহিহ ইবনি হিব্বান : ১১।

৪. অমূল্য বাণী

- আবু দারদা ﷺ বলতেন, 'আমি ইচ্ছে করেই বাতিলের কিছু বিষয়ে মনোযোগ দিই, যেন তার মাধ্যমে সত্যের ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণ করতে পারি।'
- আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'নিশ্চয় হৃদয়গুলোর উদ্যম ও অগ্রসরতা রয়েছে এবং অবসন্নতা ও পশ্চাদপসরণতাও রয়েছে। সুতরাং উদ্যম ও অগ্রসরতার সময় তাকে গনিমত মনে করো, আর অবসন্নতা ও পশ্চাদপসরণতার সময় তাকে ছেড়ে দাও।'

৫. একটি চমৎকার কাহিনি

একদা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর এক সঙ্গী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করল। তিনি তখন কাঁদতে লাগলেন। তাকে ভর্ৎসনা করা হলে তিনি বলেন, 'আমি তো অসুস্থতার কারণে কাঁদছি না। কেননা, আমি রাসুল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছি, "অসুস্থতা হলো গুনাহের কাফফারাস্বরূপ।" কিন্তু আমি কাঁদছি এই জন্য যে, আমার দুর্বলতার সময়ে আমাকে অসুস্থতা পেয়ে বসেছে। সবলতার সময়ে নয়। কারণ বান্দা যখন অসুস্থ হয়, তখন তার জন্য এমনভাবে প্রতিদান লিপিবদ্ধ হতে থাকে, যা তার অসুস্থতার পূর্বে (আমলের কারণে) লেখা হতো—যে আমলের জন্য অসুস্থতা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'[১১৮] আর এটি এ কারণে যে, নবিজি ﷺ বলেছেন :

إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

'যখন কোনো বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়ে বা সফরে থাকে, তখন তার জন্য সুস্থ ও মুকিম থাকা অবস্থায় কৃত আমলের সাওয়াব লেখা হয়ে থাকে।'[১১৯]

যখন অসুস্থতার কারণে নির্ধারিত ইবাদত বন্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর সাওয়াব ও প্রতিদান ছুটে যাওয়ার ভয়ে কাঁদতে লাগলেন।

---

১১৮. সহিহুল জামি : ৭৯৯।
১১৯. সহিহুল বুখারি : ২৯৯৬।

৬. রমাদানে ক্লান্তি

রমাদানে বিরক্তি বা ক্লান্তির কোনো অস্তিত্ব নেই। আর কীভাবেই বা বিরক্তি আসবে, যখন আপনি বিভিন্ন ধরনের ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করছেন। রাতে সালাতে দাঁড়াচ্ছেন এবং দিনে সিয়াম পালন করছেন। কুরআন খতম করছেন। দরিদ্র লোকদের সদাকা দিচ্ছেন। রমাদানে বিভিন্ন ধরনের ইবাদত আছে। যার কিছু ব্যক্তিগত এবং কিছু সমষ্টিগত। তেমনিভাবে কিছু ইবাদত আছে শারীরিক এবং কিছু আছে অর্থনৈতিক। এত ধরনের ইবাদতের মাঝে যদি বিরক্তি আসে, তাহলে তা ধরাশয়ী হয়ে যাবে। সাধারণত রমাদানে এর কোনো অস্তিত্বই পাওয়া যায় না।

৭. আজ উদ্যমের সূর্য ডুবে গেছে

বর্তমানে মানুষ উদ্যম হারিয়ে অবসন্নতায় ডুবে আছে। যার ফলে তারা নিম্নোক্ত ক্ষতির শিকার হচ্ছে :

- অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া : অবসন্নতা এমন যেকোনো কাজে লাগিয়ে দিতে পারে, যা সময় খেয়ে ফেলবে। শয়তান এই সুযোগকে গনিমত মনে করবে। অবাধ্যতায় লিপ্ত করবে এবং মানুষকে সে নতুন নতুন গুনাহে লিপ্ত করবে। তারা তো পূর্বের পুরাতন গুনাহগুলো করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছে।

- জান-মালের ক্ষতি : জীবন সম্পদের চেয়ে দামি। তা নষ্ট করা হলো চিরস্থায়ী জীবনকে নষ্ট করা, জান্নাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, জাহান্নামের হতভাগ্যতা ক্রয় করা। অবসন্নতা কখনো সময়ের হিফাজত করে না। জীবনের গুরুত্ব সে ভুলে যায়। ফলে তা বিনষ্ট হয়।

- ব্যর্থতা তৈরি হওয়া এবং আশাগুলো বাস্তবায়ন না হওয়া : সাধনা, গবেষণা, আগ্রহ ও অনুসরণের প্রবণতা কমে যায়। সুতরাং সে যদি একজন ছাত্র হয়, তাহলে নিজের শিক্ষায় অবহেলা করে, কোনো চাকরিজীবী হলে নিজের দায়িত্বে অবহেলা করে। যদি স্ত্রী হয়, তাহলে নিজের স্বামী বা সন্তানের

ব্যাপারে অবহেলা করে। আর ধনী হলে নিজের সম্পদকে তুচ্ছ বিষয়ে ব্যবহার করে। যদি এই তুচ্ছ বিষয়গুলো ধ্বংসাত্মক না হয়, তাহলে তো ভালো!

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আমাদের হৃদয়ে ইমানকে দৃঢ় করে দিন।
- হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে দান করার পর তা ছিনিয়ে নেওয়া থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
- হে আল্লাহ, হিদায়াতের পর ভ্রষ্টতা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং উদ্যমের পর অবসন্নতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আনুগত্যের পর অবাধ্যতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
- হে আল্লাহ, অবসন্ন অবস্থায় আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না এবং উদাসীন অবস্থায় মৃত্যু দেবেন না।
- হে আল্লাহ, আমাদের শেষ আমল যেন হয় সর্বোত্তম আমল আর আপনার সাক্ষাতের দিনকে আমাদের জন্য সর্বোত্তম দিন বানান।

৯. স্বার্থপর হবেন না

- আপনার পার্শ্ববর্তী যারা আছে, তাদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের ইবাদত ছড়িয়ে দিন এবং হারাম ও ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে দূরে থেকে নিজেদের সময়কে ইবাদত ও বৈধ কাজে ব্যয় করার সুরত দেখিয়ে দিন।
- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

- নফসের উদ্যমের সময় আমি তাকে নফল আদায়ে বাধ্য করব এবং যখন ক্লান্তি এসে যায়, তখন শুধু ফরজগুলোর ব্যাপারে যত্নশীল হব।

- ক্লান্তি ও অবসন্নতার সময় আমি নেককারদের সুহবত গ্রহণ করব। এই সুহবত আমার একাকিত্বের সঙ্গী হবে, আমার প্রবৃত্তিকে হত্যা করবে এবং শয়তান থেকে আমাকে উদ্ধার করবে।

- আমার পুরো সময়কে কাজে লাগিয়ে রাখব; যেন এমন কোনো সুযোগ তৈরি না হয়, যার ফলে আমাকে ক্লান্তি পেয়ে বসবে এবং তা আমাকে অবাধ্যতার দিকে ধাবিত করবে।

- আমার ইবাদতগুলো ভাগ করে নেব। শুধু এক ধরনের ইবাদতে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখব না; যেন মানবিক ক্লান্তির পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে আমার জন্য উপকারী হলো, ইলম ও ইবাদতের অধ্যায়গুলো পাঠ করা।

১২. আজকের পাঠ : আহার

[আপনার অভ্যাস পরিবর্তন করুন]

খাও এবং পান করো; কিন্তু অপচয় করো না

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- খাবারের মাধ্যমে ইবাদতে শক্তি অর্জন করা। খাবার যেন ইবাদতের মাঝে প্রতিবন্ধক না হয় এবং এর মাধ্যমে যেন শুধু স্বাদ অর্জন উদ্দেশ্যে না হয়।
- খাবারের ব্যাপারে নবিজি ﷺ-এর আদর্শ সম্পর্কে জানা এবং নবিজি ﷺ-এর অনুসরণের মাধ্যমে সাওয়াব অর্জন করা।
- মোটা দেহবিশিষ্ট না হওয়া; বরং সুস্থ ও শক্তিশালী দেহের অধিকারী হওয়া। শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিন থেকে উত্তম।
- হৃদরোগ, নেশা ও অন্যান্য রোগ থেকে বেঁচে থাকা; যা বদহজম থেকে তৈরি হয়।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

'হে আদম-সন্তানেরা, তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজসজ্জা গ্রহণ করো এবং খাও, পান করো; কিন্তু অপচয় করবে না। তিনি অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।'[১২০]

সুতরাং এমন মাসে অবস্থা কেমন হওয়া উচিত, যে মাসে সুস্থ শরীর, স্বচ্ছ আকল এবং বিনয়ী হৃদয়ের প্রয়োজন? কিন্তু আমাদের জন্য আফসোস হলো, যখন রমাদানের আলোচনা করা হয়, তখন বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ভোজসভার আলোচনা করা হয়। ফলে মুসলিমরা অন্যান্য মাসে যে খাবার নষ্ট করে, তা কয়েকগুণ বেশি করে এই মাসে।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

- রাসুল ﷺ পানি ও খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন; তিনি বেশি খাবার খেতেন না; বিশেষ করে রমাদান মাসে। তিনি আমাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন :

كُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ

'তোমরা অপব্যয় ও আত্মম্ভরিতা না করে খাও, দান করো এবং পরিধান করো।'[১২১]

- অন্য এক হাদিসে রাসুল ﷺ বলেন :

مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

---

১২০. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ৩১।
১২১. সুনানুন নাসায়ি : ২৫৫৯।

'মানুষ পেট হতে অধিক নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে এমন কয়েক গ্রাস খাবারই আদম-সন্তানের জন্য যথেষ্ট। তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন হলে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।'[১২২]

হাফিজ ইবনে রজব ﷺ এই হাদিসের ব্যাপারে বলেন, 'এটি চিকিৎসার সকল নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ডাক্তার ইবনে মাসবিয়াহ এই হাদিস পাঠ করে বলেন, "মানুষ যদি এই বাক্যগুলোর ওপর আমল করত, অর্থাৎ (مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ) "মানুষ পেট হতে অধিক নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে এমন কয়েক গ্রাস খাবারই আদম-সন্তানের জন্য যথেষ্ট। তারচেয়েও বেশি প্রয়োজন হলে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।" তাহলে তারা বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে রক্ষা পেত এবং হাসপাতাল ও ওষুধের দোকানগুলোও বন্ধ হয়ে যেত।"'

৪. অমূল্য বাণী

- সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেন, 'স্বল্প আহারে রাত জাগরণ করা যায়।'
- সাহনুন ﷺ বলেন, 'যে পরিতৃপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আহার করে, সে ইলমের উপযুক্ত নয়।'
- উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'তোমরা অতিভোজনের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। কারণ, এর ফলে সালাতে অলসতা তৈরি হয়। শরীর ভারী হয়ে যায় এবং বিভিন্ন রোগব্যাধি তৈরি হয়। তোমরা নিজেদের শক্তির ব্যাপারে অবশ্যই নিয়ত করবে। এর ফলে অপচয় থেকে দূরে থাকা যায় এবং শরীর সুস্থ থাকে এবং ইবাদতেও শক্তি অর্জিত হয়। বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ না তার দ্বীনের ওপর কামনাবাসনা প্রবল হয়।'

---

১২২. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৮০, মুসনাদু আহমাদ : ১৭১৮৬।

- কাজি ইয়াজ ﷺ বলেন, 'আরবগণ ও জ্ঞানীগণ সব সময় স্বল্প আহার ও স্বল্প নিদ্রার প্রশংসা করতেন এবং এই দুটির আধিক্যকে সব সময় তিরস্কার করতেন।'
- সালামা বিন সাইদ ﷺ বলেন, 'মানুষ যদি গুনাহের মতো অতিভোজনে তিরস্কৃত হতো, তাহলে সে আমল করত।'
- মালিক বিন দিনার ﷺ বলেন, 'মুমিনের একমাত্র চিন্তা তার পেট হওয়া উচিত নয় এবং তার ওপর তার প্রবৃত্তি যেন প্রবল না হয়।'
- মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি' বলেন, 'যার ভোজন কম, সে নিজে বুঝেছে, অন্যকে বুঝাতে পেরেছে; সে স্বচ্ছ হয়েছে এবং রিজিক পেয়েছে। আর অতিভোজন ভোজনকারীকে অনেক টার্গেট পূরণের ক্ষেত্রে ভারী করে তোলে।'
- আবু হামিদ গাজালি ﷺ বলেন, 'বলা হয়ে থাকে যে, অধিক আহারে ছয়টি মন্দ বিষয় রয়েছে : প্রথমত, অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় চলে যায়। দ্বিতীয়ত, তার হৃদয় থেকে সৃষ্টির প্রতি দয়া উঠে যায়। কারণ, সে ধারণা করে যে, তাদের সবাই পরিতৃপ্ত। তৃতীয়ত, শরীর ভারী হয়ে যাওয়ার দরুন ইবাদত করতে কষ্ট হয়। চতুর্থত, সে যখন প্রজ্ঞাপূর্ণ কোনো বাণী শ্রবণ করে, তখন নিজের মাঝে কোনো কোমলতা উপলব্ধি করতে পারে না। পঞ্চমত, সে যখন উপদেশ বা হিকমতপূর্ণ কথা বলে, তখন তা মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলে না। ষষ্ঠত, তার মাঝে বিভিন্ন ব্যাধির উদ্ভব হয়।

৫. একটি চমৎকার কাহিনি

جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعُ رِجَالٍ، فَأَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، وَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: أَبُو غَزْوَانَ، قَالَ: فَحَلَبَ لَهُ سَبْعَ شِيَاهٍ، فَشَرِبَ لَبَنَهَا كُلَّهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ يَا أَبَا غَزْوَانَ أَنْ تُسْلِمَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَأَسْلَمَ،

فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَلَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَمْ يُتِمَّ لَبَنَهَا، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا أَبَا غَزْوَانَ؟»، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ نَبِيًّا لَقَدْ رَوِيتُ، قَالَ: «إِنَّكَ أَمْسِ كَانَ لَكَ سَبْعَةُ أَمْعَاءٍ، وَلَيْسَ لَكَ الْيَوْمَ إِلَّا وَاحِدٌ»

'নবিজি ﷺ-এর নিকট সাতজন লোক আসলো। প্রত্যেক সাহাবি একজন করে (মেহমানদারির) দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নবিজি ﷺও একজনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?" সে বলল, "আবু গজওয়ান।"' বর্ণনাকারী বলেন, 'তার জন্য নবিজি ﷺ সাতটি বকরির দুধ দোহন করলেন। কিন্তু সে তার সব দুধই খেয়ে ফেলল। নবিজি ﷺ তাকে বললেন, "হে আবু গজওয়ান, তুমি কি ইসলাম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করো?" সে বলল, "হ্যাঁ।" এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করল। নবিজি ﷺ তার বুকের ওপর হাত রেখে মুছে দিলেন। এরপর যখন সকাল হলো, তার জন্য একটি বকরি দোহন করা হলো। কিন্তু সে তার পুরো দুধ খেতে পারল না। নবিজি ﷺ বললেন, "আবু গজওয়ান, তোমার কী হয়েছে?" সে বলল, "যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন—তাঁর শপথ, আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি।" নবিজি ﷺ বললেন, "গতকাল পর্যন্ত তোমার ছিল সাত পেটের ক্ষুধা; কিন্তু আজ (মুমিন হওয়ার কারণে) হলো তোমার এক পেটের ক্ষুধা।"'[১২৩]

১২৩. তাবারানি রহ. কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৯৮।

৬. রমাদানে আহার

রমাদানের বরকতপূর্ণ এই মাস যেন হয় আহার কমানোর সূচনা এবং পরবর্তী সময়ে এর ওপর স্থায়ী থাকার মাধ্যম। আর এর পদ্ধতি হলো :

ইফতার

রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ وَجَدَ تَمْرًا، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا يَجِدُ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ

'যে ব্যক্তি (ইফতারের সময়) খেজুর পায়, সে যেন তা দিয়ে ইফতার করে। আর যে ব্যক্তি তা না পায়, সে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। যেহেতু পানি পবিত্র বা পবিত্রকারী।'[১২৪]

আস-সুহুর (সাহরি)

রাসুল ﷺ বলেন :

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

'তোমরা সাহরি খাও! কারণ, সাহরিতে বরকত রয়েছে।'[১২৫]

রাসুল ﷺ বলেন :

عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السُّحُورِ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ

'তোমরা সাহরির সময় আহার করো। কারণ, এটি হলো বরকতপূর্ণ আহার।'[১২৬]

দুনিয়াবি বরকত হলো সাহরির খাবার সারা দিন শরীর ও কঠিন কাজের জন্য শক্তির জোগান দেয়। নবিজি ﷺ সাহরি দেরি করে খাওয়ার ফজিলত বর্ণনা করে বলেন :

---

১২৪. সহিহু ইবনি হিব্বান : ৩৫১৪।

১২৫. সহিহুল বুখারি : ১৯২৩, সহিহু মুসলিম : ১০৯৫।

১২৬. সুনানুন নাসায়ি : ২১৬৪, মুসনাদু আহমাদ : ১৭১৯২।

بَكِّرُوا بِالْإِفْطَارِ وَأَخِّرُوا السُّحُورِ

'দ্রুত ইফতার করো এবং সাহরি দেরি করে করো।'[১২৭]

আর আখিরাতের বরকতের ব্যাপারে নবিজি ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সাহরি খাওয়া লোকদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করেন।'[১২৮]

৭. আজ এ বিষয়ের সূর্য ডুবে গেছে

আমাদের মাঝে আজ এ রকম বহু লোক আছে, যারা শুধু খাবারের খোঁজে হোটেলের দিকে দৌড়ায়। আজ এখানে তো কাল ওখানে আহার করে। তার পেট তাকে সব সময় ব্যস্ত করে রাখে। আপনি তাকে যেকোনো খাবারের হোটেলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারবে। রকমারি খাবারের স্বাদ আর রং আপনাকে বলে দেবে। তাদের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, খাবার তাদের জীবন ধারণের মাধ্যম নয়; বরং এটি তাদের লক্ষ্য হয়ে গেছে! জেনে রাখুন, অধিক আহারের ফলে এসব সমস্যা তৈরি হয় :

- অলসতার উদ্ভব হয় এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে দেহকে ব্যবহার করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। অধিক আহারের ফলে আপনি বেশি নড়াচড়া করতে পারবেন না। তন্দ্রার ভাব তৈরি হবে এবং কথা-কাজে মনোযোগ থাকবে না। আর এর ফলে সালাতে খুশু-খুজু তৈরি হবে না এবং কুরআন তিলাওয়াতেও মনোযোগ আসবে না।
- দরিদ্রদের ব্যাপারে সহানুভূতি তৈরি হয় না এবং তাদের ওপর যে মুসিবত বা সংকীর্ণতা আসে, তার অনুভূতি থাকে না।

---

১২৭. আল-জামিউস সহিহ লিস সুনান ওয়াল মাসানিদ : ২৯/৩৪২।
১২৮. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৩৪৬৭।

- স্থূল দেহ ও অতিভোজী হয়ে যায় : বিবিসি আরবি চ্যানেল কয়েকদিন আগে এই শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশ করেছিল, 'ফরাসি একটি বই রমাদানে মুসলিমদের জন্য একটি সহযোগী সিস্টেম পেশ করেছে।' এলান ডেলাবুস খাবারের ইতিহাস নিয়ে লিখিত তার গ্রন্থে বলেন, 'লোকজন যদি সতর্ক না হয়, তাহলে রমাদান তাদের দৈহিক ওজন ও সুস্থতার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সমস্যার কারণ হতো। কারণ, আপনি বিশ্রামের আগে যদি দামি দামি খাবার গলাধঃকরণ করে থাকেন, তাহলে নিশ্চিত আপনি মোটা হয়ে যাবেন। কারণ, আপনি বিশ্রাম নিলে শরীর খাদ্যগুলো জমিয়ে রাখে। তবে লেখকের উপদেশ হলো, সিয়াম পালনের আগে বেশি করে সাহরি গ্রহণ করবে এবং গোশত ও শর্করাজাতীয় খাবার খাবে। আর ইফতারে মিষ্টিজাতীয় জিনিস হালকা গ্রহণ করবে এবং মাছজাতীয় খাবার কম খাবে।

৮. দুআ

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এমন ইমান চাই, যা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করবে এবং এমন বিনয় চাই, যা আমার দেহকে শামিল করে নেবে। হে আল্লাহ, আমি এমন শরীর চাই, যা আপনার ইবাদত করতে সক্ষম এবং বিনয়কে সংযোগ করবে। আমি আপনার কাছে ক্ষতিকর আধিক্য এবং অপর্যাপ্ততা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার দেহকে আমার আত্মার নৌকা বানিয়ে দিন এবং আমার রুহকে আপনার কাছে পৌঁছার মাধ্যম বানিয়ে দিন, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৯. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন কাজ দেখার বিষয়

- সবজিজাতীয় খাদ্য ও সুষম খাবারের ব্যাপারে আগ্রহী হোন। তৈলাক্ত ও ভাজা খাবার কমিয়ে দিন। বি. দ্র. স্বাভাবিক সুস্থ দেহের জন্য দৈনিক প্রয়োজন ২০০০ ক্যালোরি খাবার। আর এর অতিরিক্ত যা হয়, তার সবই চর্বি আকারে জমা হয়ে থাকে। যদি আপনি শারীরিক পরিশ্রমের কোনো কাজ করেন, তাহলে অতিরিক্ত খাবারগুলো শেষ হয়ে যাবে।

- রমাদানের এই মাসে শরীরের জন্য আবশ্যকীয় খাবার ও পানীয় গ্রহণ করুন। আপনার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আহার করবেন না। শরীর যত ক্ষুধার নিকটবর্তী হবে, হৃদয় তত বিনয়ের নিকটবর্তী হবে।

- এই মাসে আপনি ও আপনার পরিবারের অতিরিক্ত খাবারগুলো জমিয়ে রাখুন এবং তা অভাবী ও দরিদ্র লোকদের মাঝে দান করে দিন।

- নিয়তকে নবায়ন করুন এবং যে খাবার ও পানীয় পরিত্যাগ করছেন, তার মাধ্যমে ইবাদতে শক্তি অর্জনের নিয়ত করুন। আশা রাখুন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে এরচেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবেন। নিজের ইচ্ছা ও সংকল্পকে শক্তিশালী করা এবং অক্ষমতা ও দুর্বলতাকে পরাজিত করার নিয়ত করুন।

- পানাহার ও এ জাতীয় বিষয়গুলো নিয়ে বেশি কথা বলবেন না। আহনাফ বিন কাইস ﵁ বলেন, 'তোমরা নিজেদের মজলিশগুলোতে খাবার ও নারীদের আলোচনা করো না। কেননা, আমি কাউকে নিজের পেট ও লজ্জাস্থান নিয়ে আলোচনা করতে অপছন্দ করি।'

১৩. আজকের পাঠ : স্ত্রী

[আপনার সম্পর্ককে মজবুত করুন]

ভালোবাসার বৃক্ষকে আমরা সতেজ রাখব

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- আল্লাহর আনুগত্যে মিলিত হওয়া।
- স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসার বন্ধনগুলো মজবুত করা এবং বিচ্ছেদের কারণগুলো দূর করা।
- ঘর থেকে শয়তানকে বিতাড়িত করা এবং অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার বিষয়গুলো দূর করা।
- স্ত্রীর মাধ্যমে হারামের দিকে চেষ্টা বা হারামের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

‘তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ।’[১২৯]

স্বামী-স্ত্রী ও পোশাকের মাঝে কী সাদৃশ্য রয়েছে?

- পোশাক লজ্জাস্থানের পর্দা। পোশাক যেমন লজ্জাকর বিষয়গুলোকে ঢেকে রাখে, তেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকেই নিজেদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের লজ্জার বিষয়গুলো ঢেকে রাখে। রাসুল ﷺ বলেন :

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

‘স্ত্রী বা বাঁদি ব্যতীত সকলের কাছ থেকে তোমার লজ্জাস্থানকে হিফাজত করো।’[১৩০]

- পোশাক যেমন গরমের সময় গরম থেকে এবং শীতের সময় শীত থেকে রক্ষা করে, তেমনিভাবে স্ত্রী নিজের স্বামীকে প্রবৃত্তির উষ্ণতা ও যুগের ফিতনা থেকে রক্ষা করে—যে ফিতনা বস্তুবাদী সভ্যতা আজ সব দিক থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

- পোশাক আপনার খুব কাছে থাকে, তার কাছে আপনার কোনো গোপন বিষয়ই গোপন থাকে না, তেমনিভাবে স্ত্রী অন্যদের থেকে যা হিফাজত করে, তা নিজের স্বামীর সামনে করে না।

- পোশাক হলো প্রশান্তি ও আরামের মাধ্যম। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, তারা তোমাদের প্রশান্তির কারণ এবং তোমরা তাদের প্রশান্তির কারণ।

---

১২৯. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৮৭।
১৩০. সুনানু আবি দাউদ : ৪০১৭, সুনানুত তিরমিজি : ২৭৬৯।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

রাসুল ﷺ বলেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের চেয়ে আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম।'[১৩১]

ইমাম মুনাবি ﷺ বলেন :

'তিনি তাঁর পরিবারের জন্য সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন। তিনি আনসারি সাহাবিদের ছোট ছোট মেয়েদেরকে আয়িশা ﷺ-এর নিকট তার সাথে খেলা করতে পাঠাতেন। যখন তাঁকে উত্তম কোনো জিনিস দেওয়া হতো, তখন তাতে আয়িশা ﷺ-কেও তিনি শামিল করতেন। আর যখন পান করতেন, আয়িশা ﷺ যে স্থান দিয়ে পান করেছেন, সেখান থেকে পান করতেন। তিনি তাঁকে রোজা রেখেও চুমো খেতেন। তিনি আয়িশা ﷺ-কে মসজিদে হাবশিদের খেলা দেখিয়েছেন। তখন আয়িশা ﷺ তাঁর কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়েছিলেন। সফরে দুবার আয়িশা ﷺ-এর সাথে তিনি প্রতিযোগিতা করেছেন। একবার নিজে জিতেছেন এবং অন্যবার তাঁকে জিতিয়ে দিয়েছেন। এরপর বলেছেন, এবারের পাল্লা তোমার। একদা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তাঁরা পরস্পর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বের হয়েছিলেন। সহিহ হাদিসে এসেছে যে, তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর সাথে হাদিসের বর্ণনা মিলিয়ে দেখতেন। তাঁদের একজন তো তাঁকে সারা দিন একাকী রেখে দিয়েছেন। আরেকজন তাঁর বুকে ধাক্কা দিয়েছিলেন; ফলে তার মা তাকে ধমক পর্যন্ত দিয়েছিলেন। নবিজি ﷺ তাকে বলেছিলেন, "তাকে ছেড়ে দিন! কারণ, তারা এরচেয়ে বেশি কিছুও করে থাকে।" তাঁর ও আয়িশা ﷺ-এর মাঝে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। অবশেষে আবু বকর ﷺ তাঁদের মাঝে মীমাংসাকারী হিসেবে প্রবেশ করলেন। একবার কথা চলাকালীন আয়িশা ﷺ তাঁকে বললেন, 'আপনি কি সেই ব্যক্তি, যিনি নিজেকে আল্লাহর নবি ধারণা করেন?' নবিজি ﷺ তার কথা শুনে মুচকি হাসলেন।

১৩১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৭৭, সহিহু ইবনি হিব্বান : ৪১৭৭।

৪. অমূল্য বাণী

সর্বোত্তম বাণী হলো, আমাদের প্রিয় নবি ﷺ-এর বাণী :

- (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের চেয়ে আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম।'[১৩২]

যে নিজের স্ত্রীর সাথে মন্দ আচরণ করল, সে যেন নিজের প্রতিই মন্দ আচরণ করল। এবং সে নিজের মন্দের পরিমাণ অনুযায়ী রাসুল ﷺ-এর আনুগত্য থেকে দূরে সরে গেল। পক্ষান্তরে যে নিজের স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করল, সে যেন নিজের প্রতিই উত্তম আচরণ করল। এবং সে নিজের উত্তমতার পরিমাণ অনুযায়ী রাসুল ﷺ-এর আনুগত্যের নিকটবর্তী হলো।

- (فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، لَا يَمْلِكْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا، وَإِنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقًّا) 'তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কারণ, তারা তোমাদের নিকট আবদ্ধ। তারা নিজেদের ব্যাপারে নিজেদের কোনো অধিকার রাখে না। তাদের জন্য তোমাদের ওপর কিছু দায়িত্ব রয়েছে এবং তোমাদের ওপর তাদের জন্য কিছু দায়িত্ব রয়েছে।'[১৩৩]

হাদিসে 'আবদ্ধ' বলতে বন্দী বোঝানো হয়েছে। সুতরাং স্ত্রী হলো স্বামীর কাছে বন্দীর ন্যায়। আরবিতে (আওয়ানুন) যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা বন্দিত্বের সাথে সাথে সেই দয়ার অর্থও প্রদান করে, যা স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রতি প্রকাশ পায়।

- (يَا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ) 'হে আনজাশা, তুমি কাঁচপাত্র (মহিলা) বহনকারী উট ধীরে চালাও।'[১৩৪]

মহিলাদের সাথে কোমল আচরণ করতে হয় এবং সুন্দর কথা বলতে হয়। অন্যথায় তা (কাঁচপাত্রের মতো) ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

---

১৩২. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৭৭, সহিহু ইবনি হিব্বান : ৪১৭৭।
১৩৩. মুসনাদু আহমাদ : ২০৬৯৫।
১৩৪. সহিহুল বুখারি : ৬২০২, আল-আদাবুল মুফরাদ : ১২৬৪।

অনেক সময় ভেঙে গিয়ে আগের অবস্থায় আর ফিরে আসে না। ফলে তার অনুভূতিগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তার মাঝে শুষ্কতা ও কঠোরতা কাজ করে। সুতরাং আপনি তাকে কোনো প্রকার কঠোরতা ও ধমকি না দেখিয়ে কোমল আচরণের মাধ্যমে আপনার মনমতো করে গড়ে তুলুন।

৫. একটি চমৎকার কাহিনি

আয়িশা ﵂ এক সফরে রাসুল ﷺ-এর সাথে ছিলেন। আয়িশা ﵂ সে সময় ছোট ছিলেন। তিনি বলেন, 'তখন আমার শরীরে গোস্ত ছিল না এবং আমি মোটাও ছিলাম না। নবিজি ﷺ তাঁর সঙ্গীদের বললেন, (تَقَدَّمُوا) "তোমরা সামনে বাড়ো।" ফলে তাঁরা সামনে চলে গেলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, (تَعَالَيْ أُسَابِقْكِ) "এসো, তোমার সাথে দৌড়-প্রতিযোগিতা করব।" আমি তাঁর সাথে দৌড়-প্রতিযোগিতা করলাম। এই প্রতিযোগিতায় আমি তাঁকে ছাড়িয়ে গেলাম। এরপর যখন অন্য এক সফরে তাঁর সাথে বের হলাম, তিনি তাঁর সাথিদের বললেন, (تَقَدَّمُوا) "তোমরা সামনে বাড়ো।" তাঁরা সামনে গেল। এরপর তিনি আমাকে বললেন, (تَعَالَيْ أُسَابِقْكِ) "এসো, তোমার সাথে দৌড়-প্রতিযোগিতা করব।" আমি তখন ভুলে গেলাম যে, আল্লাহর নবি আগের মতো আছেন আর আমি মোটা হয়ে গেছি। আমি বললাম, (كَيْفَ أُسَابِقُكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ؟) "হে আল্লাহর রাসুল, আমি কীভাবে এই অবস্থায় আপনার সাথে দৌড়-প্রতিযোগিতা করব?" তিনি বললেন, (لَتَفْعَلِنَّ) "তোমাকে প্রতিযোগিতা করতেই হবে।" ফলে আমি তাঁর সাথে দৌড়-প্রতিযোগিতা করলাম এবং তিনি আমাকে ছাড়িয়ে গেলেন। এরপর তিনি হাসতে হাসতে বললেন, (هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ) "এটি হলো সেই বারের প্রতিযোগিতার প্রতিশোধ।"'[১৩৫]

---

১৩৫. নাসায়ি ﵀ কৃত আস-সুনানুল কুবরা : ৮৮৯৬।

৬. রমাদানে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা

- ইফতার ও সাহরির খানা প্রস্তুতকরণে স্ত্রীকে সহযোগিতা করব।
- হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তার জন্য হাদিয়া নিয়ে উপস্থিত হব।
- একদিন বাড়ির বাইরে অন্য কোথাও তার জন্য ইফতারের ব্যবস্থা করব; যেন তার কষ্টের বোঝা হালকা হয়।
- সালাতের জন্য তাকে জাগিয়ে দেবো এবং তারাবিহ ও তাহাজ্জুদে তাকে সঙ্গী বানিয়ে নেব।

৭, ভালোবাসার সূর্য ডুবে গেছে

- বর্তমানে ব্যাপকহারে তালাকের ঘটনা ঘটছে। ২০০৯ সালের হিসাবে মিশরে গড়ে প্রতি বছর ৮৮০০০ তালাকের ঘটনা ঘটে। প্রতি ছয় মিনিটে একটি তালাক সংঘটিত হয়।
- প্রথম বছরে তালাকের হার ছিল ৩৪% এবং দ্বিতীয় বছরে এটি কমে দাঁড়িয়েছে ২১%।
- সামান্য কারণেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া-বিবাদ হয়।
- স্ত্রীদেরকে ছোট করে দেখা হয় এবং তুচ্ছ কারণেই তাদের প্রহার করা হয়।
- একে অন্যের দোষ ধরা এবং দোষ খোঁজার পেছনেই পড়ে থাকে। পরস্পরের প্রতি সুধারণা পোষণ করে না।

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আমাদের বাড়িগুলো কুরআনের মাধ্যমে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন এবং ভালোবাসা ও প্রশান্তি দ্বারা তা ভরপুর করে দিন।
- হে আল্লাহ, মানুষের মাঝে আমাকে প্রিয় নবিজির সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ করুন এবং আমার পরিবারের জন্য আমাকে সর্বোত্তম স্বামী বানিয়ে দিন।

- হে আল্লাহ, আমার বাড়ির দিকে শয়তানের জন্য কোনো পথ রাখবেন না।
- হে আল্লাহ, আপনার ইবাদত পালনে আমার স্ত্রীর জন্য আমাকে সহযোগী বানান এবং তাকে আমার জন্য আপনার মহব্বতে সহযোগী বানিয়ে দিন।

৯. স্বার্থপর হবেন না

- বিবাদরত স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সমঝোতা করে দিন।
- 'আন-নিসাউ মিনাল মিররিখ ওয়ার রিজালু মিনাজ জাহরাহ' কিতাবটি অধ্যয়ন করুন এবং নিজের অন্যান্য সাথিদের মাঝেও তা পাঠ করুন। যদি আমার সামর্থ্য থাকত, তাহলে প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর জন্য এটি পাঠ করা আবশ্যক করে দিতাম।
- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

➤ নবিজি ﷺ-এর অনুসরণ করে আমি আমার স্ত্রীর প্রশংসা করব। নবিজি ﷺ বলেন :

وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

'নারীদের মাঝে আয়িশার শ্রেষ্ঠত্ব তেমন, সকল খাবারের ওপর সারিদের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন।'[১৩৬]

---

১৩৬. সহিহুল বুখারি : ৩৪১১।

➤ তার মতামতের প্রশংসা করব, যদিও তা বেঠিক হয়।

➤ তার ক্রোধের সময় তাকে সহ্য করে নেব।

➤ তার দোষগুলোর ব্যাপারে সরাসরি না বলে কৌশলে তাকে সতর্ক করে দেবো।

➤ অসুস্থতার সময় তার দেখাশোনা করব এবং তাকে উত্তম দিক-নির্দেশনা দেবো।

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ

'আমি হায়িজ অবস্থায় পান করতাম এবং নবিজি ﷺ-কেও তা (পান করতে) দিতাম। তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখে পান করতেন।'[১৩৭]

অন্য বর্ণনায় আছে, 'তিনি (পানপাত্রে) আমার মুখ রাখার স্থানটি তালাশ করে সেখানেই মুখ দিতেন। আমি হায়িজ অবস্থায় গোশত কামড়ে নিতাম—তারপর রাসুল ﷺ-কে তা দিতাম। তিনি আমার মুখের স্থানে মুখ রেখে খেতেন।'[১৩৮]

➤ যখন তাঁর পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তেন, তখন তিনি 'মুয়াওওয়াজাত' (সুরা ফালাক ও সুরা নাস) পাঠ করে তাকে দম করতেন। আর এর ফলে সে কিছুটা সহজতা অনুভব করত।

➤ আমি আমার স্ত্রীর ভালো দিকগুলোর প্রতি লক্ষ করব এবং দোষগুলো উপেক্ষা করে যাব। আর এর মাধ্যমে নবিজি ﷺ-এর আদেশ পালন করব :

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا غَيْرَهُ

---

১৩৭. সহিহু মুসলিম : ৩০০।
১৩৮. সুনানুন নাসায়ি : ২৮১, ৩৮০।

'কোনো ইমানদার পুরুষ যেন কোনো ইমানদার নারীর (অর্থাৎ স্ত্রীর) সাথে দ্বন্দ্ব না করে। যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে তার অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে।'[১৩৯]

বস্তুত দোষগুলো উপেক্ষা করে যাওয়া সম্মানিত লোকদের বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ

'আর তখন (নবি) তার কতকটা জানিয়ে দিলেন এবং কতকটা (জানানো) থেকে বিরত রইলেন।'[১৪০]

১৩৯. সহিহ মুসলিম : ১৪৬৯, মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৬৪১৯।
১৪০. সুরা আত-তাহরিম, ৬৬ : ৩।

১৪. আজকের পাঠ : সবর

[আপনার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করুন]

এখানেই বীরের পরিচয়

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সত্তরের অধিক স্থানে সবরের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সবরের বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ :

- আল্লাহ তাআলা দ্বীনের ইমামতকে সবর ও ইয়াকিনের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন।
- আল্লাহ তাআলা কসম করে নিশ্চিত করে বলেছেন যে, কল্যাণ সবরের সাথেই সম্পৃক্ত।
- আল্লাহ তাআলা সিয়াম পালনকারীর জন্য অনির্ধারিত প্রতিদান রেখেছেন।
- আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়ে বলেছেন যে, তিনি ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।
- আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, তিনি ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। ধৈর্যশীল ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গিত্ব অর্জন করবে।

- আল্লাহ তাআলা সফলতাকে সবর ও তাকওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন।
- বিপদের সময় সবরকারীদের জন্য তিনটি পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন, যার প্রত্যেকটিই অনেক মূল্যবান—আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত এবং তাদের সঠিক পথ পাওয়া।
- তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, সবর ও তাকওয়া থাকলে তোমার শত্রু তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং তোমার ওপর চেপে বসতে পারবে না।
- তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, জান্নাত লাভের সাফল্য এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি মিলবে সবরের মাধ্যমে।
- আল্লাহ তাআলার নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা এবং তা থেকে ফায়দা গ্রহণের বিষয়টিকে তিনি সবর ও শোকর আদায়কারীদের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন।
- আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, সবর হলো শ্রেষ্ঠ ও মহৎ বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'আর সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের।'[১৪১]

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

'যারা বিপদ আসলে বলে, "আমরা তো আল্লাহরই (বান্দা) এবং আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব।"'[১৪২]

---

১৪১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৫৫।
১৪২. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৫৬।

এদের সবর হলো পরিপূর্ণ সবর। কারণ, এই সবরে আল্লাহ তাআলার আদেশের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। কারণ, তারা মুসিবতের সময় মনে করে যে, তারা আল্লাহ তাআলার গোলাম। তিনি তাদেরকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করবেন। ফলে তারা মুসিবতে পতিত হলে হতাশ হয়ে পড়ে না। বরং তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। আর তখন আল্লাহ তাআলা এর বিনিময় দান করবেন। আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে, তা বিশ্বাসের সাথে মিল থাকতে হবে। এ কথা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন অন্তরের সাথে কথার মিল থাকবে। যে ব্যক্তি 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করল, কিন্তু অন্তরে এর প্রতি কোনো বিশ্বাস রাখল না, তার কোনো মর্যাদা নেই। সে হলো বধিরের ন্যায়, যে কানে শোনে না। আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অর্থপূর্ণ এই বাক্যটি শিখিয়ে দিয়েছেন; যেন মুসিবতের সময় এটিই তাদের নিদর্শন হয়। কারণ, বিশ্বাস শক্তিশালী হয় ঘোষণার মাধ্যমে। কারণ, ভেতরগত উপলব্ধিগুলো নিজের মাঝে উপস্থিত রাখার বিষয়টি অনেক দুর্বল, এটিকে ইন্দ্রিয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের মাধ্যমে শক্তিশালী করতে হয়। আর তারা এই ঘোষণার মাধ্যমে নিজেদের বিশ্বাস প্রকাশ করছে এবং মানুষকেও শিক্ষা দিচ্ছে।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

রাসুল ﷺ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যে সবর করেছেন। এমনকি পেটে পাথরও বেঁধেছেন। স্ত্রী ও সন্তানদের হারিয়ে সবর করেছেন। নিজ কওমের পক্ষ থেকে আসা গালি ও আঘাতের কষ্ট সহ্য করেছেন। নিজ জন্মভূমি থেকে বের করে দেওয়ার ওপর সবর করেছেন। নিজের চোখের সামনে সাথিদের লাশ ও (জিহাদের ময়দানে শত্রু কর্তৃক) তাঁদের চেহারা-বিকৃতিকরণ দেখে সবর করেছেন। তাঁর সম্মানে যখন মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তখনও সবর করেছেন। যখন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী আয়িশা ؓ-এর ব্যাপারে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তখনও তিনি সবর করেছেন। তিনি এসব ব্যাপারে নিজে সবর করেছেন এবং পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে তা আমাদের জন্য রেখে গেছেন। এ ক্ষেত্রে যে তাঁর উত্তরাধিকারী হবে, সে তাঁর নৈকট্য অনুযায়ী এসবের সম্মুখীন হবে। বস্তুত আপনার সবরের পরিমাণ অনুযায়ী আপনার নৈকট্যের স্তর নির্ধারিত হবে।

৪. অমূল্য বাণী

➤ নবিজি ﷺ বলেন :

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ

'সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোনো নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।'[১৪৩]

➤ তিনি বলেন :

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ، لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي وَلَدِهِ

'কোনো ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মর্যাদার আসন নির্ধারিত হলে সে যদি তাতে আমলের মাধ্যমে পৌঁছতে না পারে, তবে আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে তার দেহ, সম্পদ অথবা সন্তানের (বিপদাপদের) মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলেন।'[১৪৪]

➤ আবু মাসউদ رضي الله عنه বলখিকে বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বিপদে আক্রান্ত হয়ে নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলল অথবা বুকে আঘাত করল, সে যেন বর্শা নিয়ে তার রবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইচ্ছা করল!!'

➤ শুরাইহ আল-কাজি বলেন, 'আমি কোনো বিপদে আক্রান্ত হলে চার কারণে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি। আমি আল্লাহর প্রশংসা করি, কারণ, (এক.) বিপদটি এরচেয়ে বড় হয়নি। (দুই.) আল্লাহ আমাকে সবরের রিজিক দান করেছেন। (তিন.) আল্লাহ আমাকে "ইন্না লিল্লাহ" পাঠ করার তাওফিক দান করেছেন, যার মাধ্যমে সাওয়াবের আশা করি এবং (চার.) এই বিপদটি আমার দ্বীনের ক্ষেত্রে আসেনি।'

আবু সাইদ খাররাজ رحمه الله বলেন, 'সুস্থতা পাপাচারী ও নেককার সকলকেই আচ্ছাদিত করে রেখেছে। আর যখন বিপদ আসে, তখন মানুষের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।'

---

১৪৩. সহিহ মুসলিম : ১০৫৩।
১৪৪. সুনানু আবি দাউদ : ৩০৯০।

- ফুজাইল ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বিপদের মাধ্যমে মুমিনের দেহকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, যেমন মানুষ তার পরিবারের কল্যাণের ব্যাপারে দেখাশোনা করে।'

- শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা নিজের কিতাবে আস-সবরুল জামিল (সুন্দর ধৈর্য), আস-সফহুল জামিল (সুন্দর মার্জনা) এবং আল-হাজরুল জামিল (সুন্দর পরিহার)-এর আলোচনা করেছেন।'

  আস-সবরুল জামিল (সুন্দর ধৈর্য) বলা হয় এমন ধৈর্যকে, যার মাঝে পরে আর কোনো অভিযোগ থাকে না। আর আস-সফহুল জামিল (সুন্দর মার্জনা) বলা হয় এমন মার্জনাকে, যার সাথে ভর্ৎসনার মতো কোনো প্রতিশোধ থাকে না। আল-হাজরুল জামিল (সুন্দর পরিহার) বলা হয়, কাউকে এভাবে পরিহার করাকে যে, তাকে অতিরিক্ত কোনো কষ্ট দেওয়া হয় না।

- ইমাম গাজালি ﷺ বলেন, 'সবরের হুকুম অনুযায়ী তা কয়েক প্রকার হয়ে থাকে : ফরজ, মুসতাহাব, মাকরুহ ও হারাম। হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য সবর করা ফরজ এবং মাকরুহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সবর করা মুসতাহাব এবং নিষিদ্ধ বিষয় সংঘটিত হতে দেখে সবর করাও নিষিদ্ধ—যেমন : অন্য কেউ তার স্ত্রীকে হারামভাবে কামনা করছে; ফলে তার গাইরত জেগে উঠেছে; কিন্তু সে নিজের এ গাইরত প্রকাশের ক্ষেত্রে সবর করছে এবং তার পরিবারের সাথে যে মন্দকর্ম করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করছে। নিঃসন্দেহে এ ধরনের সবর হারাম সবরের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫. একটি চমৎকার কাহিনি

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত আছে, আবু তালহা ﵁-এর এক পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ল। বর্ণনাকারী বলেন, তার মৃত্যু হলো। তখন আবু তালহা ﵁ বাড়ির বাইরে ছিলেন। তার স্ত্রী যখন দেখলেন যে, ছেলেটি মারা গেছে, তখন তিনি কিছু প্রস্তুতি নিলেন। ছেলেটিকে ঘরের এক কোণে রেখে দিলেন। আবু তালহা ﵁ বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলের কী অবস্থা?' স্ত্রী জবাব দিলেন, 'তাঁর আত্মা শান্ত হয়েছে এবং আশা করি সে এখন আরাম পাচ্ছে।' আবু তালহা ﵁ ভাবলেন, তার স্ত্রী সত্য বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'আবু তালহা ﵁ স্ত্রীর সাথে রাত যাপন করলেন এবং ভোরে গোসল করলেন। তিনি যখন বাইরে যেতে উদ্যত হলেন, স্ত্রী তাকে জানালেন, ছেলেটি মারা গেছে। (সন্তানের মৃত্যুর খবর এভাবে গোপন রেখে রাত যাপন করায় স্ত্রীর প্রতি তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন) অতঃপর তিনি নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করে তাঁকে তাদের রাতের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। তখন রাসুল ﷺ ইরশাদ করলেন :

لَعَلَّ اللهُ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا

> 'আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের এ রাতে বরকত দান করবেন।'[১৪৫]

সুফইয়ান ﵀ বলেন, এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, 'আমি আবু তালহা ﵁-এর নয়জন সন্তান দেখেছি। তারা সবাই কুরআনের পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে।'

- যখন আব্বাস ﵁ ইনতিকাল করলেন, তখন লোকজন তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ করে তাঁর ছেলেকে শোক প্রকাশে বারণ করল। একপর্যায়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এক লোক এসে এই কবিতা আবৃত্তি করল :

  'তুমি ধৈর্য ধরো, তোমার মাধ্যমে আমরা ধৈর্যশীল হব। রাজা যখন সবর করে, তখন প্রজারাও সবর করে। আব্বাসের পর তোমার সবর আব্বাস থেকে উত্তম। আল্লাহর শপথ, আব্বাসের জন্য এটিই তোমার পক্ষ থেকে সর্বোত্তম।'

---

১৪৫. সহিহুল বুখারি : ১৩০১।

৬. রমাদানে সবর

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'সবরের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের হিসেবে সবর তিন প্রকার : (এক.) আল্লাহর ইবাদত তথা আনুগত্য পালনে সবর করা। (দুই.) অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সবর করা। (তিন.) তাকদির ও আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে সবর করা, যেন এর ফলে ক্রোধান্বিত না হয়।

রমাদান হলো সবরের মাস। রমাদানে সবরের তিন প্রকারই বিদ্যমান রয়েছে :

আনুগত্য পালনে সবর : যেমন, ফরজ সালাত ও নফল সালাত আদায়ে কষ্টের ওপর সবর করা। সিয়াম পালন, কুরআন তিলাওয়াতসহ অন্যান্য ইবাদতে সবর করা।

অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সবর করা : যেমন হারাম কামনাবাসনার ব্যাপারে সবর করা, হারাম জিনিসের দিকে দৃষ্টি না দেওয়া এবং হারাম ভক্ষণ না করা এবং অন্যান্য আরও যত অবাধ্যতা আছে, তা থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে সবর করা।

তাকদির ও আল্লাহর ফয়সালার ওপর সবর করা : যেমন ক্ষুধার যন্ত্রণা, তৃষ্ণা, গরম ও অন্যান্য কষ্টের ওপর সবর করা।

৭. সবরের সূর্য ডুবে গেছে

- বর্তমানে আত্মহত্যার প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ আপনাদের সামনে আত্মহত্যার বিষয়ে মিশরের তথ্য মন্ত্রণালয়ের একটি হিসাব তুলে ধরছি :

- ২০০৫ সালে মিশরে ১১৬০টি আত্মহত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।
- ২০০৬ সালে এই সংখ্যা পৌঁছেছে ২৩৫৫ পর্যন্ত।
- ২০০৭ সালে এই সংখ্যা পৌঁছেছে ৩৭০০ পর্যন্ত।
- ২০০৮ সালে এই সংখ্যা পৌঁছেছে ৪২০০ পর্যন্ত।

- এরপর সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে ২০০৯ সালে। সেই বৎসর ৫০০০ মানুষ আত্মহত্যা করেছে। গড়ে দৈনিক ১৪টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। যা সারা বিশ্বে আত্মহত্যার সর্বোচ্চ গড়ের কাছাকাছি।

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, মুসিবতে হতাশাগ্রস্ত এবং পরীক্ষার সময় ভীত হয়ে পড়া থেকে আমরা আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

- হে আল্লাহ, আমাদের ভাগ্যে আপনার এতটুকু ভয় দান করুন, যার মাধ্যমে আমাদের ও আপনার অবাধ্যতার মাঝে পর্দা তৈরি হবে এবং আমরা আপনার আনুগত্য করতে পারব, যা আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, এমন বিশ্বাস তৈরি হবে যার মাধ্যমে আমাদের দুনিয়াবি বিপদগুলো সহজ হয়ে যাবে। হে আল্লাহ, আমাদের কর্ণ, চক্ষু ও শক্তিকে আপনার প্রিয় জিনিস উপভোগে লাগিয়ে দিন এবং আমাদের উত্তরসূরি হিসেবে এগুলোই রেখে দেবেন।

- হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে এমন পরীক্ষায় ফেলবেন না, যাতে পতিত হয়ে আমরা লাঞ্ছিত হব। আর যখন পরীক্ষায় ফেলবেন, তখন অবিচল রাখবেন।

- হে আল্লাহ, প্রতিটি মুসিবতে আমাদেরকে প্রশান্তি দান করুন এবং আমাদের হৃদয়কে মজবুত করে দিন, যেমন আপনি মুসা ﷺ-এর মায়ের হৃদয়কে মজবুত করে দিয়েছেন। আর আমরা যেন পূর্ণ মুমিন হতে পারি।

৯. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

- মুসিবতে আক্রান্ত হলে আমরা অবশ্যই (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) পাঠ করতে থাকব। কারণ, নবিজি ﷺ বলেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: {إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: ١٥٦]، اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا

'যেকোনো মুসলিম মুসিবতে পতিত হয়ে আল্লাহর নির্দেশিত দুআ (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ—অর্থাৎ আমরা আল্লাহরই জন্য এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাব)[১৪৬] পড়ে (اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا— অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে আমার মুসিবতে সাওয়াব দান করুন এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করুন) বলবে, আল্লাহ তাকে এরচেয়ে উত্তম বস্তু দান করবেন।'[১৪৭]

- আমরা বিভিন্নভাবে সবর করার চেষ্টা করব। সবর হলো বান্দার প্রশংসনীয় সকল গুণের সমষ্টির নাম।

---

১৪৬. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৫৬।
১৪৭. সহিহ মুসলিম : ৯১৮।

- সুতরাং মুসিবতের সময় নিজেকে হতাশা থেকে রক্ষা করাকেও সবর বলা হয়।
- আর শত্রুর সাথে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সবর মানে বীরত্ব।
- জবানকে সংযত রাখার ক্ষেত্রে সবর মানে গোপনীয়তা রক্ষা করা।
- অতিরিক্ত বিলাসিতা থেকে সবর করা মানে দুনিয়াবিমুখতা।
- লজ্জাস্থানের কামনার ক্ষেত্রে সবর মানে চারিত্রিক পবিত্রতা।
- আর কষ্ট সহ্য করার ক্ষেত্রে সবর মানে সহনশীলতা।

সবর ফরজ বিধান। পক্ষান্তরে হতাশ হওয়া গুনাহ। সুতরাং আমরা প্রত্যেক হতাশা, বিপদ ও আল্লাহর তাকদিরের ব্যাপারে ক্রোধের সময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।

১৫. আজকের পাঠ : এক উম্মাহ

[আপনার অন্তরকে প্রশস্ত করুন]

আমি উপস্থিত, হে ভাই!

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- ঐক্য হলো শক্তি।

  নবিজি ﷺ বলেন :

  وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ

  'আর তারা অন্য সকলের বিরুদ্ধে এক হাতের মতো।'[১৪৮]

- এর ফলে আমাদের শত্রুদের হৃদয়ে ভয় সৃষ্টি হয়।
- ভ্রাতৃত্ব, একতা ও পরস্পরের সম্পর্কবোধ জাগ্রত হয়।
- আমাদের দুর্বল ভাইদের সহযোগিতা করা যায় এবং তাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

---

১৪৮. সুনানু আবি দাউদ : ২৭৫১, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৬৮৩।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ

'নিশ্চয় তোমাদের এ জাতি তো একই জাতি। আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব, আমার ইবাদত করো।'[১৪৯]

উসতাজ সাইয়িদ কুতুব ﷺ বলেন :

'আল্লাহ তাআলা যখন মুসলিমদেরকে তাদের ধর্মের পরিচয় দিতে চেয়েছেন, যে ধর্ম তাদেরকে জমানার পরিবর্তন সত্ত্বেও এক করে রেখেছে, তখন তাদেরকে প্রত্যেক জমানায় রাসুলের অনুসারী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। আর তিনি তাদেরকে এই ধর্মের সর্বশেষ প্রজন্মের কথা তুলে ধরে বলেছেন :

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ

'নিশ্চয় তোমাদের এ জাতি তো একই জাতি। আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব, আমার ইবাদত করো।'[১৫০]

তিনি আরবদেরকে এ কথা বলেননি যে, তোমাদের ধর্ম হলো আরবের ধর্ম। ইহুদিদেরকেও বলেননি যে, তোমাদের উম্মত হলো বনি ইসরাইল বা হিব্রুগণ। সালমান আল-ফারসিকে বলেননি যে, তোমার জাতি হলো পারস্য জাতি। সুহাইব আর-রুমিকে বলেননি, তোমার জাতি হলো রোমান জাতি। বিলাল আল-হাবশিকে বলেননি যে, তোমার জাতি হলো হাবশার মানুষ। বরং আরব, পারস্য, রোম ও হাবশার সকল মুসলিমকে বলেছেন যে, তোমাদের জাতি হলো মুসলিমদের জাতি, যারা মুসা ও হারুন ﷺ-এর যুগে তাঁদের ওপর ইমান এনেছে। তারা ইমান এনেছে ইবরাহিম, লুত, নুহ, দাউদ, সুলাইমান, ইসমাইল, ইদরিস, যুল-কিফল, জুন-নুন, জাকারিয়া, ইয়াহইয়া এবং মারইয়ামের ওপর। আল্লাহর সংজ্ঞামতে এরাই হলো মুসলিম জাতি।

১৪৯. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৯২।
১৫০. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৯২।

সুতরাং যে আল্লাহর পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ গ্রহণ করতে চায়, সে চাইলে তা গ্রহণ করতে পারে। তবে সে যেন এ কথা বলে নেয় যে, সে মুসলিম নয়! আরে, আমরা কি সেসব লোক নই, যারা আল্লাহর জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে জাতির পরিচয় দিয়েছেন, আমরা শুধু সে জাতির পরিচয়ই গ্রহণ করব। আল্লাহ তাআলা সত্য বর্ণনা করেন। আর তিনি হলেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

- জনৈক মুসলিম মহিলা বনু কাইনুকার এক ইহুদি স্বর্ণকারের দোকানে স্বর্ণ কিনতে গেলেন। সেখানে তিনি বসলেন। তার পাশে তখন কিছু ইহুদি ছিল। তারা তাকে নিকাব খুলতে বলল। তারা তার পর্দা নিয়ে বাজে মন্তব্য করল। তিনি তার নিকাব খুলতে অস্বীকার করলেন। তাদের একজন এই মহিলার অমনোযোগিতার সুযোগ নিয়ে তার কাপড়ের এক প্রান্ত উড়নার এক প্রান্তের সাথে বেঁধে দিল। যখন সে মহিলা দাঁড়ালেন, তখন তার কাপড় উঠে গেল। অবস্থা এমনই অবমাননাকর হওয়ায় তিনি চিৎকার করে উঠলেন। জনৈক মুসলিম তার চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পেয়ে (তার দিকে) দৌড়ে গেলেন এবং সেই ইহুদিকে আঘাত করে হত্যা করে দিলেন। তখন ইহুদিরা সকলে উঠে দাঁড়াল এবং সেই মুসলিমকেও হত্যা করে দিল। ফলে রাসুল ﷺ তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন, এমনকি তাদেরকে মদিনা থেকে বের করে দিলেন। তিনি এই যুদ্ধ করেছিলেন একজন মুসলিম নারীর সম্ভ্রমহানির প্রতিশোধ গ্রহণ ও একজন পুরুষ মুসলিমের রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য।

- রাসুল ﷺ হারিস বিন উমাইর আল-আসাদিকে দূত হিসেবে বসরার শাসকের কাছে প্রেরণ করলেন। কিন্তু শুরাহবিল বিন আমর আল-গাসসানি তাকে হত্যা করে ফেলল। রাসুল ﷺ তার দুঃসাহসিকতার বিরুদ্ধে তিনজন আমিরের (জাইদ, জাফর এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ﷺ) নেতৃত্বে বিশাল একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন। যেন এরা মুতার যুদ্ধে রোমান ও গাস্সানিদের দুই লক্ষ সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করেন। আর এসবই হয়েছে একজন মুসলিমের মর্যাদা রক্ষার জন্য।

৪. অমূল্য বাণী

- ইবরাহিম বিন আদহাম ﷺ বলেন, 'মুমিনের চরিত্র হলো অন্য মুমিনকে সান্ত্বনা প্রদান করা।'

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'সান্ত্বনা প্রদান কয়েক ধরনের হতে পারে। সম্পদের ব্যাপারে সান্ত্বনা প্রদান, মর্যাদার ব্যাপারে সান্ত্বনা প্রদান, দেহের ব্যাপারে সান্ত্বনা প্রদান এবং খিদমতের ব্যাপারে সান্ত্বনা প্রদান, নসিহত ও দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে সান্ত্বনা প্রদান এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাদের ব্যথা উপলব্ধি করে সান্ত্বনা দেওয়া। আর ইমানের স্তর অনুযায়ী এই সান্ত্বনার পর্যায় নির্ধারিত হবে। যখন ইমান দুর্বল হবে, তখন সান্ত্বনা প্রদানও দুর্বল হবে। আর যখন ইমান শক্তিশালী হবে, তখন সান্ত্বনা প্রদানও শক্তিশালী হবে। আর রাসুল ﷺ নিজের সাথিদের সান্ত্বনা প্রদানে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং সান্ত্বনা প্রদানে তাঁর সাথিরা তাঁর অনুসরণের ভিত্তিতে যোগ্যতাসম্পন্ন হবে। বিশর আল-হাফি ﷺ-এর কাছে লোকজন গিয়ে দেখল, তিনি প্রচণ্ড শীতের দিন খালি শরীরে আছেন। শীতের প্রচণ্ডতায় তিনি কাঁপছিলেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'হে আবু নসর, আপনার কী হয়েছে?' তিনি বললেন, 'আমি ফকিরদের কথা ও তাদের শীতের কথা স্মরণ করছি। আর আমার কাছে এমন কোনো জিনিস নেই, যা দিয়ে আমি তাদেরকে সান্ত্বনা দেবো। তাই আমি তাদের শীতে শরিক হয়ে তাদেরকে সান্ত্বনা দানের ইচ্ছা করলাম!!'

- নবিজি ﷺ বলেন :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

'পরস্পর ভালোবাসা, দয়া ও অনুগ্রহে মুমিনের দৃষ্টান্ত হলো একই দেহের মতো। যখন তার এক অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার বাকি সব অঙ্গ বিনিদ্র ও জ্বরের শিকার হয়।'[১৫১]

---

১৫১. সহিহুল বুখারি : ৬০১১, সহিহ মুসলিম : ২৫৮৬।

৫. কিছু চমৎকার কাহিনি

এই সম্মান আবার ফিরে আসবে

- আল-হাজিব আল-মানসুর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আবু আমির আল-মাআরিফি ﷺ (৩২৮ হি./ ৯৪০ খ্রি. - ৩৯২ হি./৯৯৫ খ্রি.) উত্তর স্পেনের অনেক বড় বড় খ্রিষ্টান রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। নিজের ক্ষমতার সামনে তাদেরকে নত করেছিলেন। তার সিস্টেমে তাদেরকে শাসন করতে বাধ্য করেছেন এবং জিজিয়া প্রদানেও বাধ্য করেছেন। তারা জিজিয়া আদায় করেছিল অবনত মস্তকে লাঞ্ছিত অবস্থায়। কর্ডোভার ভার্সিটি তৈরির জন্য তাদের মাধ্যমে রোমের শেষ প্রান্ত থেকে মাটি আনতে বাধ্য করেছিলেন। আর এটি হয়েছিল তার পঞ্চাশের অধিক যুদ্ধের প্রতিটি যুদ্ধ থেকে ফায়দা গ্রহণের মাধ্যমে।

৬. রমাদানে এক উম্মাহ

আমরা রমাদানে এক সময়ে একই সাথে রোজা রাখি এবং একই সময়ে ইফতার করি। আমরা একই কিবলার দিকে ফিরে সালাত আদায় করি। একই দুআ, একই রুহ, একই অনুভূতি ও উপলব্ধি এবং একই আশার সাথে দুআ করি। যেন রমাদান এমন এক কারখানা, যা উম্মাহর মাঝে একতার গুণাবলি তৈরি করে এবং আমাদের উপলব্ধিগুলোকে একত্রিত করে। আমাদের শত্রুরা কৃত্রিম যে সীমানা এঁকে দিয়েছে, তা ভেঙে ফেলে।

(কিন্তু আজ কী হচ্ছে!) আমরা কি এখন তারাবিহের রাকআত-সংখ্যা নিয়ে কথার সংঘাতে জড়িয়ে থাকব এবং ইমামদের সুর আর সুন্দর দুআ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করব?! কেমন যেন আমাদের ইবাদতে এ ছাড়া অন্য কোনো দিক নেই! আফসোস, আমরা আজ ভুলে গেছি ভ্রাতৃত্বের মজবুত বন্ধন! ভুলি বসেছি তার শক্তিশালী সম্পর্ক এবং হারিয়ে যাওয়া এই ফরজ বিধান!

৭. উম্মাহর একতার সূর্য ডুবে গেছে

- গাজা, ইরাক ও বসনিয়ার ক্ষতগুলোর ব্যাপারে আমাদের অনুভূতি আজ শীতল হয়ে গেছে।
- সামান্য বিষয় নিয়ে মুসলিমদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা চলছে। যেমন : ফুটবল ইত্যাদির মতো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে, যেমনটি ঘটেছে মিশর ও আলজেরিয়ার মাঝে। মিশর ও ফিলিস্তিনিদের মাঝেও রয়েছে শত্রুতা। সৌদি ও ইয়ামানের মাঝে শত্রুতা চলছে। কারণ, এখন আমরা আমাদের (আসল) শত্রুদের সাথে শান্তিচুক্তি করি, তাদের সাথে কথা বলি নরম ভাষায়। অবস্থা তো এমন নাজুক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বর্তমানে শত্রুকে বন্ধু ও বন্ধুকে শত্রু বানানো হচ্ছে।

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আমাদের শক্তিকে আমাদের বিরুদ্ধে লাগাবেন না এবং আমাদের শক্তি আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে কাজে লাগান।
- হে আল্লাহ, সকল মুসলিম দেশে আপনার দুর্বল বান্দাদের সাহায্য করুন। তারা যে করুণ অবস্থায় আছে, তা থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দান করুন।
- হে আল্লাহ, অবরুদ্ধ মুসলিমদের অবরোধ থেকে মুক্তি দান করুন, দুশ্চিন্তাগ্রস্তদের দুশ্চিন্তা দূর করে দিন এবং বন্দীদের বন্দিত্ব দূর করে দিন। হে রব্বুল আলামিন, তাদের যারা গুমের শিকার হয়েছে, আপনিই তাদের উত্তম অভিভাবক হয়ে যান।

৯. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।

- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

- আমরা মুসলিমদের খবর জানব এবং তাদের জন্য দুআ করব।
- আর্থিকভাবে সহযোগিতাসহ তাদের সাথে মিলে জিহাদ করব। শুধু দান করেই ক্ষান্ত থাকব না। এমনি দান করা তো নফল বিষয়; কিন্তু জিহাদ করা ফরজ।
- মুসলিমদের বিষয়গুলো নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা করব। আর এখানে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করা এবং ছিন্ন হওয়া সম্পর্ককে মজবুত করার নিয়ত করব।
- দরিদ্র লোকদের খুঁজে বের করব এবং অভাবী লোকদের খবর নেব। যেই কোনো প্রয়োজন নিয়ে আমার কাছে আসবে, তার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আমি সচেষ্ট হব।
- বংশীয় সম্পর্কের চেয়ে দ্বীনি সম্পর্ক আরও শ্রেষ্ঠ। দেশ ও রক্তের সম্পর্কের চেয়ে দ্বীনি সম্পর্ক বেশি মজবুত।

১৬. আজকের পাঠ : খুশু

[আপনার ইবাদতের মান উন্নত করুন]

কী প্রশান্তিদায়ক সালাত!

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- সালাতের মাধ্যমে স্বাদ অর্জন করা :

রাসুল ﷺ বলেন :

وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

'আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে সালাতে।'[১৫২]

- সালাতের বিশাল প্রতিদান লাভ :

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, 'তুমি সালাতের যা বুঝেছ, তা-ই তোমার জন্য।'

- গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়া :

রাসুল ﷺ বলেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ إِلَّا انْفَتَلَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ

১৫২. সুনানুন নাসায়ি : ৩৯৪০, মুসনাদু আহমাদ : ১৪০৩৭।

'যেকোনো মুসলিম ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে অজু করে মনোযোগসহকারে সালাতে দণ্ডায়মান হয়, তবে সালাত থেকে সে সেদিনের মতোই নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরে আসে, যেদিন তার মাতা তাকে ভূমিষ্ট করেছিল।'[১৫৩]

- ইবাদতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা :

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

'নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।'[১৫৪]

- সালাতে যারা চুরি করে, তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর :

রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ أَقْبَحَ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ، قَالُوا: كَيْفَ يَسْرِقُ أَحَدُنَا صَلَاتَهُ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا وَلَا خُشُوعَهَ

'সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হলো সে, যে সালাতে চুরি করে।' সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের কেউ তার সালাতে কীভাবে চুরি করে?' তিনি বললেন, 'যার রুকু পরিপূর্ণ নয়, সিজদাও পরিপূর্ণ নয় এবং খুশুও পরিপূর্ণ নয়।'[১৫৫]

---

১৫৩. আল-জামিউস সহিহ লিস সুনান ওয়াল মাসানিদ : ২৩/৩১০।
১৫৪. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৪৫।
১৫৫. শুআবুল ইমান : ৪/৪৮১, সহিহ ইবনি হিব্বান : ১৮৮৮।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

'আর যদি এই কুরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম, তবে আপনি দেখতেন যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।'[১৫৬]

মুজাহিদ ﷬ বলেন, 'পাহাড়ের চূড়া থেকে পাথর গড়িয়ে পড়া, পাথর থেকে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া এবং তা থেকে পানি বের হওয়া একমাত্র আল্লাহ তাআলার ভয়ের কারণেই হয়ে থাকে। তাদের এমন ভয়ের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আয়াত নাজিল হয়েছে।

মালিক বিন দিনার এই আয়াত পাঠ করার পর শপথ করে বলেন, 'আমি তোমাদেরকে কসম করে বলছি, যে বান্দাই এই কুরআনের ওপর ইমান আনবে, তার হৃদয় (ভয়ে) বিদীর্ণ হয়ে যাবে।'

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

- রাসুল ﷺ একদা পুরো রাত একটি মাত্র আয়াত পাঠ করে কাটিয়ে দিলেন। আয়াতটি হলো :

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[১৫৭]

- মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ বিন শিখখির ﷬ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

---

১৫৬. সুরা আল-হাশর, ৫৯ : ২১।
১৫৭. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১১৮।

«أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ»
يَعْنِي: يَبْكِي

'আমি নবিজি ﷺ-এর কাছে আগমন করলাম। তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। আর তাঁর ভেতরে পাতিলের শব্দের মতো শব্দ হচ্ছিল। অর্থাৎ তিনি কাঁদছিলেন।'[১৫৮]

- রাসুল ﷺ বলেন :

شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا

'হুদ ও তার অনুরূপ সুরাগুলো আমাকে বার্ধক্যে উপনীত করেছে।'[১৫৯]

কেননা, বার্ধক্য আসে ভয় ও দুশ্চিন্তার ফলে।

- এই তো আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه আল্লাহর নবির নিকট সুরা নিসা পাঠ করছিলেন। যখন তিনি আল্লাহ তাআলার এই বাণী পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন :

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

'আমি যখন প্রত্যেক জাতি থেকে একজন করে সাক্ষী নিয়ে আসব এবং এদের বিরুদ্ধে আপনাকেও সাক্ষী করে আনব, তখন কেমন হবে?'[১৬০]

নবিজি ﷺ তখন বললেন, (أَمْسِكْ) 'থামো।' (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه বলেন,) 'তখন তাঁর চক্ষুযুগল থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।'[১৬১]

---

১৫৮. সুনানুন নাসায়ি : ১২১৪।
১৫৯. তাবারানি رحمه الله কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৭৯০।
১৬০. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৪১।
১৬১. সহিহুল বুখারি : ৪৫৮৩।

৪. অমূল্য বাণী

- একদা উমর বিন খাত্তাব ﵁ মিম্বারে উঠে বললেন, 'মানুষ ইসলামে থেকে তার গালকে বৃদ্ধ করে ফেলে; কিন্তু আল্লাহর জন্য একটি সালাতও পরিপূর্ণ করে না।' তাকে যখন এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি বললেন, 'সালাতে তার খুশু (বিনয়), নম্রতা ও আল্লাহর সামনে আগমন পরিপূর্ণ নয়।'

- হাসান ﵀ বলেন, 'এ ব্যাপারে সতর্ক থেকো যে, আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন; কিন্তু তুমি অন্য দিকে ফিরে আছ; অথচ তুমি তাঁর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছ এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছ। আর তোমার হৃদয় উদাসীন হয়ে আছে।' অর্থাৎ সে জানে না যে, সে কী প্রার্থনা করছে।

- ইবনে কাসির ﵀ বলেন, 'সালাতে ওই ব্যক্তির খুশু তৈরি হয়, যে নিজের হৃদয়কে সালাতের জন্য অবসর করে নিয়েছে। সে সবকিছু ছেড়ে সালাত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অন্যান্য সব বিষয়ের ওপর সালাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আর তখন এই সালাত তার জন্য প্রশান্তি ও চক্ষু-শীতলতার কারণ হয়।'

- উম্মে সালামা ﵂ বলেন, 'রাসুল ﷺ-এর জমানায় লোকদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, যখন তাদের কেউ সালাতে দাঁড়াতেন, তখন তার দৃষ্টি তার পদদয়ের স্থান অতিক্রম করত না। রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর মানুষের অবস্থা এরূপ হলো যে, যখন তাদের কেউ সালাতে দাঁড়াতেন, তখন তার দৃষ্টি সিজদার স্থান অতিক্রম করত না। অতঃপর আবু বকর ﵁ ইনতিকাল করেন এবং উমর ﵁ খলিফা হন। তখন লোকদের অবস্থা এমন হলো যে, তাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন তার দৃষ্টি কিবলার দিক অতিক্রম করত না। উসমান বিন আফফান ﵁ খলিফা হওয়ার পর থেকে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়। অতঃপর লোকজন (সালাতরত অবস্থায়) ডানে-বামে তাকাতে থাকে!!'

- হুজাইফা বিন ইয়ামান ﵁ বলেন, 'তোমরা নিফাকের খুশুর ব্যাপারে সতর্ক থেকো।' বলা হলো, 'নিফাকের খুশু কী?' তিনি বলেন, 'তোমার দেহকে বিনয়ী দেখবে; কিন্তু মন বিনয়ী নয়।'

৫. একটি চমৎকার কাহিনি

মৃত ব্যক্তির আশা?

ওহে, আজ যারা সালাতে খুশু নষ্ট করছ! তোমাদের নবির জবানে শোনো! আবু হুরাইরা ﵁ বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ، فَقَالَ: «مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ؟» فَقَالُوا: فُلَانٌ. فَقَالَ: «رَكْعَتَانِ أَحَبُّ إِلَى هَذَا مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ»

'রাসুল ﷺ একটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এই কবর কার?" লোকেরা বলল, "অমুকের।" তিনি বললেন, "দুই রাকআত সালাত (তার আমলনামায় বৃদ্ধি পাওয়া) তার কাছে তোমাদের এ বাকি দুনিয়া থেকে বেশি প্রিয়।"'[১৬২]

অপর বর্ণনায় এসেছে :

رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ مِمَّا تَحْقِرُونَ وَتَنْفِلُونَ، يَزِيدُهُمَا هَذَا فِي عَمَلِهِ، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ

'হালকা দুই রাকআত সালাত, যা তোমরা তুচ্ছ ও অতিরিক্ত মনে করো, তা এই লোকের আমলনামায় বৃদ্ধি পাওয়া তার কাছে তোমাদের এ বাকি দুনিয়া থেকে বেশি প্রিয়।'[১৬৩]

---

১৬২. আল-মুজামুল আওসাত : ৯২০।
১৬৩. আল-জামিউস সহিহ লিস সুনান ওয়াল মাসানিদ : ১০/৩৩৯।

৬. রমাদানে খুশু

তারাবিহের সালাতে খুশু

তাহাজ্জুদের সালাতে খুশু

কুরআন যেভাবে নাজিল হয়েছে, সেভাবে চিন্তা-ফিকিরের সাথে তা শ্রবণ করা হলো হৃদয়ের খুশু। আপনার পাশে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে কেউ নিজের গুনাহের কারণে কাঁদছে, কেউ কাঁদছে নিজের উদাসীনতা ও গাফিলতির কারণে, আর কেউ কাঁদছে আল্লাহ তাআলার ভয়ে। আল্লাহ তাআলার কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে আরেকজনের হৃদয় অনবরত কেঁপে উঠছে। রমাদানে এদের বিনয় আপনার মাঝে ছড়িয়ে পড়বে এবং তাদের জীবন আপনাকে খুশুর ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করবে।

৭. খুশুর সূর্য ডুবে গেছে

আজ মানুষের অবস্থা তো এমন যে, কেউ সালাতে দাঁড়িয়ে কাপড় নিয়ে খেলা করে, কেউ তার সামনে থাকা দৃশ্য নিয়ে ফিকির করছে। কারও মন সালাতে বাজারে ঘুরাফেরা করছে। আর কেউ আছে টেলিভিশনের পাশে। এত দ্রুত সালাত আদায় করা হচ্ছে যে, এই সময়ের মাঝে একটি নাশিদও শেষ করা যাবে না। তার সালাত তাকে অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে দূরে রাখে না। সালাত তার চরিত্র ঠিক করছে না এবং তার বক্রতাকেও সোজা করছে না। এমন সালাত আদায় করছে, যেখানে মৃত্যুর স্মরণ নেই। আর এ কারণেই আল্লাহ থেকে তার দূরত্ব বেড়েই চলছে।

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আমাদেরকে একাগ্রচিত্তে সালাত আদায়ের তাওফিক দিন এবং প্রতিটি সালাতকে বিদায়ী সালাত ভেবে আদায় করার তাওফিক দিন।

- হে আল্লাহ, আমাদেরকে এমনভাবে সালাত আদায়ের তাওফিক দান করুন, যেন আমরা সালাত আদায়কালে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত না হই এবং নোংরা কোনো চিন্তায় লিপ্ত না হই।

৯. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

- আমরা সালাতে মৃত্যুর কথা স্মরণ করব। নবিজি ﷺ বলেন :

اذْكُرِ الْمَوْتَ فِي صَلاتِكَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِي صَلَاتِهِ لَحَرِيٌّ أَنْ يُحْسِنَ صَلَاتَهُ، وَصَلِّ صَلَاةَ رَجُلٍ لَا يَظُنُّ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً غَيْرَهَا

'তোমার সালাতে মৃত্যুর কথা স্মরণ করো। কারণ যখন কেউ তার সালাতে মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে, তখন তার সালাত অবশ্যই উত্তম সালাত হবে এবং সে এমন ব্যক্তির মতো সালাত আদায় করবে, যার বিশ্বাস হলো সে আর সালাত আদায় করতে পারবে না।'[১৬৪]

- আমরা আমাদের তিলাওয়াতকৃত আয়াত ও অন্যান্য জিকির নিয়ে চিন্তা করব এবং সাথে সাথে আমল করতে থাকব। তবে চিন্তা তখনই তৈরি হবে, যখন আমরা যা পাঠ করছি, তার অর্থ বুঝতে সক্ষম হব। অর্থ বুঝলে ফিকির করতে পারব। আর ফিকিরের ফলে চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হবে এবং এর প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। যেমনটি আমাদের রব বলেছেন :

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

'যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বুঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধিরসদৃশ আচরণ করে না।'[১৬৫]

- আয়াত পাঠের সময় যখন আমরা তাসবিহের আয়াত পাঠ করব, তখন তাসবিহ পাঠ করব এবং যখন আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত পাঠ করব, তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করব।

- আমরা প্রতিটি আয়াতের থামার জায়গায় থামব এবং একটি একটি করে আয়াত পাঠ করব। এতে অনুধাবন ও উপলব্ধি করা সহজ হবে। এবং এটি নবিজি ﷺ-এর সুন্নাতও বটে।

---

১৬৪. আল-জামিউস সহিহ লিস সুনান ওয়াল মাসানিদ : ৯/৪৭১।
১৬৫. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭৩।

- কুরআন তিলাওয়াতের সময় উত্তম সুরে কুরআন তিলাওয়াত করব। কারণ নবিজি ﷺ বলেছেন :

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا

'তোমরা নিজেদের সুমিষ্ট কণ্ঠ দ্বারা কুরআনকে সজ্জিত করো। কারণ, সুন্দর কণ্ঠ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।'[১৬৬]

সালাতে আমরা আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রভাবিত করে নেব। রাসুল ﷺ বলেছেন :

قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: ١]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: ٥] قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

'আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার এবং আমার বান্দার মাঝে আমি সালাতকে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে নিয়েছি এবং আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়।" বান্দা যখন বলে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

"সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।"[১৬৭]

আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।"

---

১৬৬. মুসতাদরাকুল হাকিম : ২১২৫।
১৬৭. সুরা আল-ফাতিহা, ১ : ২।

সে যখন বলে :

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"তিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু।"[১৬৮]

তখন আল্লাহ বলেন, "বান্দা আমার প্রশংসা করেছে এবং গুণগান করেছে।"

সে যখন বলে :

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

"তিনি বিচার দিনের মালিক।"[১৬৯]

তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে।"

আল্লাহ আরও বলেন, "বান্দা তার সমস্ত কাজ আমার ওপর অর্পণ করেছে।"

সে যখন বলে :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।"[১৭০]

তখন আল্লাহ বলেন, "এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। (এখন) আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়।"

যখন সে বলে :

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

"আমাদের সরল-সঠিক পথে পরিচালনা করুন।"[১৭১]

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

---

১৬৮. সুরা আল-ফাতিহা, ১ : ৩।
১৬৯. সুরা আল-ফাতিহা, ১ : ৪।
১৭০. সুরা আল-ফাতিহা, ১ : ৫।
১৭১. সুরা আল-ফাতিহা, ১ : ৬।

"যাদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন; তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব নাজিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"[১৭২]

তখন আল্লাহ বলেন, "এ সবই আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়।""[১৭৩]

- সালাত অবস্থায় পেছনে যা কিছু ঘটছে, তা থেকে নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখব। কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে উদ্যত হলে তাকে বারণ করব, যেভাবে শয়তানকে বারণ করতে হয়; যেন সে অতিক্রম করতে না পারে বা আমার সালাত বিনষ্ট করতে না পারে। নবিজি ﷺ বলেন :

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

'তোমাদের কেউ সুতরা (নামাজি ব্যক্তির সামনের ঢাল) স্থাপন করে সালাত আদায় করলে সে যেন তার কাছাকাছি থেকে সালাত আদায় করে; যাতে শয়তান তার সালাত বিনষ্ট করতে না পারে।'[১৭৪]

১০. স্বার্থপর হবেন না

- সালাতের দুআগুলো মুখস্থ করে তার অর্থগুলো বুঝে নিন। তারপর নিজ পরিবার ও প্রিয়জনকে এগুলো শিক্ষা দিন।
- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

---

১৭২. সুরা আল-ফাতিহা, ১ : ৭।
১৭৩. সহিহু মুসলিম : ৩৯৫।
১৭৪. সুনানু আবি দাউদ : ৬৯৫, সহিহু ইবনি হিব্বান : ২৩৭৩।

১৭. আজকের পাঠ : ধূমপান পরিহার

[আপনার অভ্যাস পরিবর্তন করুন]

আমি কিছুতেই মৃত্যুকে দূরে মনে করি না!

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন। বান্দা সবচেয়ে বেশি আল্লাহর নিকটবর্তী হয় অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে আল্লাহর আদেশ পালনের মাধ্যমে।
- ফেরেশতাদের নিকটবর্তী হওয়া। কারণ, মানুষ যে কারণে কষ্ট পায়, ফেরেশতারাও সে কারণে কষ্ট পায়।
- আল্লাহর সাথে সততা। যদি আপনি ধূমপানের অভ্যাস পরিত্যাগের ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে সততা বজায় রাখেন, তাহলে তিনি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন।
- নফসের ওপর বিজয়ী হওয়া। মুমিন হলো শক্তিশালী। সে নিজের প্রবৃত্তির সামনে নিজেকে ছেড়ে দেয় না। নফস তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যদি সিগারেটের ক্ষেত্রে আপনার ওপর আপনার নফস শক্তিশালী হয়ে যায়, তাহলে কীভাবে আপনি নিজের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবেন, যখন জিহাদ করা আবশ্যক?

- প্রকাশ্যে অবাধ্যতা পরিহার করা। ধূমপায়ী (প্রকাশ্যে) নিজের অবাধ্যতা নিয়ে গর্ব করে এবং অন্যকে নিজের অনুসরণ করতে আহ্বান করে।

এখানে ধূমপান পরিত্যাগে বস্তুগত ও স্বাস্থ্যগত অনেক উপকারিতা রয়েছে। নফসের ওপরও বিশাল প্রভাব রয়েছে। যা ধূমপায়ী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

‘সে সমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রাসুলের, যিনি উম্মি নবি, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের ওপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দিত্ব অপসারণ করেন, যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর ওপর ইমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নুরের অনুসরণ করেছে, যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধু তারাই নিজেদের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।’[১৭৫]

---

১৭৫. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৫৭।

সিগারেট হলো সেসব নোংরা বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন। আরে, এখনো কি সময় হয়নি যে, আপনি নিজ নবির পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন এবং সফলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন?

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

রাসুল ﷺ-এর ওপর কোনো অভ্যাস কর্তৃত্ব করতে পারত না এবং তিনি কোনো কামনার হাতে বন্দীও হতেন না। সুতরাং যে ব্যক্তি যে দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, সে যেন তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। নবিজি ﷺ ছিলেন অন্যান্য নবিদের মাঝে সবচেয়ে বেশি দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী। সত্যের ক্ষেত্রে বজ্রকঠিন। নিজের জন্য এমন কোনো সুযোগ তিনি রাখেননি, যে সুযোগে নফস তাঁকে বন্দী করে ফেলবে বা তাঁর ওপর প্রবল হবে।

৪. অমূল্য বাণী

বন্দী হলো সে, যাকে তার প্রবৃত্তি বন্দী করে ফেলেছে এবং আবদ্ধ হলো সে, যার হৃদয় আল্লাহ থেকে দূরে সরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

কীভাবে আপনার দেহ ধূমপানের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করে?

- ধূমপান বন্ধের ২০ মিনিট পর আপনার রক্ত উত্তমভাবে চলাচল শুরু করবে।
- আট ঘণ্টা পর বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অর্ধেক দূর করে দেওয়ার পর আপনার রক্ত অতিরিক্ত অক্সিজেন সংগ্রহ করবে।

৫. একটি চমৎকার কাহিনি

জনৈক ধূমপায়ীর স্ত্রী বলেন, 'আমি দশ বছর আগে এক ধূমপানকারী যুবকের সাথে বিয়ে বসেছি। তার শিক্ষা, গাম্ভীর্য এবং আচরণ খুবই সুন্দর ছিল। তবে আমি তার ধূমপানের কারণে জাহান্নামের স্বাদ ও মুসিবত আস্বাদন করছিলাম। আমি তাকে ধূমপান থেকে বিরত রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম। সে প্রত্যুত্তরে আমার সাথে ভালো আচরণই করত। কিন্তু "ছেড়ে দেবো, ছেড়ে

দেবো” বলতে বলতে অনেক টাল-বাহানা করতে থাকল। এভাবেই চলতে থাকল। এক সময় তার নিজের প্রতিই নিজের ঘৃণা সৃষ্টি হলো। সে গাড়িতে, ঘরে যেকোনো স্থানে ধূমপান করত। এমনকি তার এই ধূমপানের কারণে আমি তার থেকে তালাক নেওয়ার চিন্তা করলাম। এর কয়েক মাস পরে আল্লাহ তাআলা আমাকে একটি সন্তান দান করলেন। আর এই সন্তান আমার তালাক চাওয়ার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে গেল। আমাদের এই শিশুটি শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হলো। ডাক্তার এর মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন ধূমপানকে। কারণ, তার পিতা তার কাছে বসেই ধূমপান করত।

এক রাতে আমরা আমাদের কোনো এক অসুস্থ আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে একটি হাসপাতালে গেলাম। আমরা যখন রোগী দেখে বের হলাম এবং গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন আমার স্বামী ধূমপান করা শুরু করল। আমি তার জন্য দুআ করতে লাগলাম। আমাদের গাড়ির অদূরে একজন ডাক্তারকে তার গাড়ি খুঁজতে দেখলাম। তিনিই গাড়িতে সর্বশেষ উঠবেন। হঠাৎ তিনি আমার স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং তাকে বললেন, “প্রিয় ভাই, আমি আজ সাত দিন যাবৎ নিজের মেডিকেল টিমকে সাথে নিয়ে এক ব্যক্তির জীবন রক্ষার চেষ্টা করে যাচ্ছি। সে তোমার বয়সী একজন যুবক, তার সামনে তার স্ত্রী ও শিশুরা রয়েছে। আমি তার সন্তানদেরকে তার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছি। কারণ, সে এতটাই মুমূর্ষু যে আমার ধারণা, সে আর কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই মারা যাবে। সে শ্বাসযন্ত্রে কঠিন ক্যান্সার-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। যদি আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করেন, তবেই সে বাঁচতে পারবে। তুমি কি ধূমপানের ভয়াবহতা বোঝার জন্য তার মতো হতে চাও? প্রিয় ভাই, তোমার কি উপলব্ধি করার মতো হৃদয় নেই? তোমার কি স্ত্রী-সন্তান নেই? তাদেরকে কার জন্য রেখে যাচ্ছ? তুমি কি অনর্থক একটি সিগারেটের কারণে তাদেরকে ছেড়ে যাবে? এই সিগারেটের ফলে তো শুধু বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক ব্যাধিই সৃষ্টি হয়।”

ডাক্তারের এই কথাগুলো আমিও শুনলাম—আমার স্বামীও শুনল। শুধু সামান্য কিছু মুহূর্তেই আমার স্বামী পরিবর্তন হয়ে গেল। সে সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিল, এমনকি তার প্যাকেটটিও ফেলে দিল। তখন সেই মুখলিস ডাক্তার তাকে বলল, “সম্ভবত তোমার এই পরিবর্তন কাউকে দেখানোর জন্য নয়; সুতরাং নিজের এই পরিবর্তনকে বাস্তবতায় রূপ দাও।” আমার স্বামী গাড়ির দরজা

খুলল। আমি নিজেকে তাতে সঁপে দিলাম। আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। যেন আমি হলাম সে মিসকিনের স্ত্রী, যে অচিরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। আমার স্বামী কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে রইল। নীরবতা তার ওপর ছেয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরেই কেবল গাড়ি চালাতে সক্ষম হলো। সে ওই মুখলিস ডাক্তারের শোকর আদায় করতে থাকল। আমি তখন তার সাথে মিলে ডাক্তারের শোকর আদায়ে শরিক হতে সক্ষম হলাম না। কিছুক্ষণ পরেই কেবল সক্ষম হলাম। তার ধূমপানের কাহিনি এখানেই সমাপ্ত হয়।'

এখানে আমি ওই ডাক্তারের কথা ও কাজে যে ইখলাস রয়েছে, তা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। সে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে নিজের দায়িত্ব আদায় করেছে। যদি প্রত্যেকেই এভাবে নিজের দায়িত্ব আদায় করে নিত, তাহলে আপনার কাছে কেমন মনে হতো! এমন ইখলাসের সাথে যদি প্রত্যেকেই কাজ করত, কত মুশকিল বিষয়ই না সমাধান হয়ে যেত! কত মন্দ বিষয়েরই না সমাপ্তি ঘটত!

৬. রমাদানে ধূমপান

মনে রাখবেন, রমাদানে যেমন ভালো কর্মগুলোর সাওয়াব কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়, তেমনই মন্দ কর্মগুলোর গুনাহও কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়। সুতরাং যে রমাদান মাসে আল্লাহ তাআলার রহমত নাজিল হয়, তাতে আপনার গুনাহকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে আপনি সতর্ক থাকুন! আপনার পুরো দিনের সিয়ামের সাওয়াবকে নষ্ট করে দেবেন না। এমন যেন না হয় যে, আপনি হালাল খাবার খেয়ে সিয়াম শুরু করলেন আর হারাম খাবার খেয়ে সিয়াম শেষ করলেন।

৭. মুক্তির সূর্য ডুবে গেছে

অনৈতিক ধূমপান

তাত্ত্বিক একটি বাস্তবতা : সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন একটি কামরায় চার ঘণ্টা বসে থাকলে ১০টি সিগারেট খাওয়ার ক্ষতি হয়!

মদ ও ধূমপান : যদি ১০০ লোক অ্যালকোহল পান করে, তবে ১০-১৫% মানুষ অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পড়বে। আর যদি ১০০ লোক সিগারেট সেবন করে, তাহলে আসক্তির হার হবে ৮৫%।

এই হলো সিগারেট সেবনের ভয়াবহ আসক্তি। মানুষ এর প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে থাকে।

নারীদের ধূমপান : নারীদের ওপর গবেষণা করে পাওয়া গেছে যে, ধূমপান করে না এমন নারীদের তুলনায় ধূমপানকারী নারীদের ফুসফুসের ক্যান্সারের হার ২-৪ গুণ বেশি।
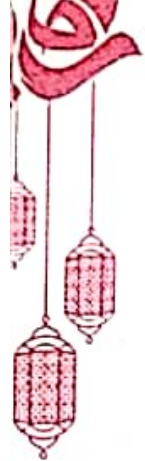
একটি হিসাব : আরববিশ্বে সর্বপ্রথম সিগারেটের পেছনে অর্থ বিনিয়োগ করে মিশর। মিশরীয়রা প্রায় ৮০ বিলিয়ন সিগারেট সেবন করে। মিশর তিন বিলিয়ন পাউন্ড অর্থ ব্যয় করে হৃদযন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায়, যার উৎস হলো ধূমপান। একটি মিশরীয় পরিবার তার আয়ের পাঁচ শতাংশ ব্যয় করে ধূমপানে। মিশরে ধূমপানকারীর সংখ্যা হলো ১৩ মিলিয়ন। যা মূল অধিবাসীদের ২১ শতাংশ।

৮. দুআ

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে পূর্ণ ও স্থায়ী সুস্থতা প্রার্থনা করছি এবং সুস্থতার ওপর আপনার শোকর আদায় করছি। হে আল্লাহ, আমার প্রতি আপনার প্রদত্ত নিয়ামতের মাধ্যমে আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে পানাহ চাচ্ছি।

৯. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন কাজ দেখার বিষয়

- নিজের প্রতি আস্থাশীল হোন এবং ধূমপান পরিত্যাগে আপনার সক্ষমতাকে নিশ্চিত করুন।

- পূর্ণরূপে সিগারেট ত্যাগ করার জন্য একটি দিন নির্ধারণ করুন।

- এই দিনটির ব্যাপারে আপনার পরিবার ও বন্ধুদের অবগত করুন এবং তাদের কাছে সমর্থন চান।

- এই দিনের প্রভাতেই আপনি সিগারেট, দিয়াশলাই, ম্যাচের কাঠি ও সিগারেটের কৌটা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিন এবং ধূমপানের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে এমন প্রতিটি জিনিস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

- বেশি বেশি পানি ও তরল জিনিস পান করুন। কফি, চা এবং কোকাকোলা-জাতীয় জিনিসকে আপনি অন্য কোনো পানীয় দ্বারা পরিবর্তন করুন, যেমন ফলের রস বা অন্য যেকোনো ভালো শরবত ইত্যাদি।

- হালকা খাবার গ্রহণ করুন এবং ফলমূল ও তরুতাজা সবজি আহার করুন।

- পুদিনার বীজ বা লজেন্স অথবা এ ধরনের যেকোনো জিনিস দিয়ে আপনার মুখ সব সময় ব্যস্ত রাখুন।

- আপনার হাতকে সব সময় তাসবিহ বা চাবির রিং বা কলম অথবা এ ধরনের কোনো জিনিস দিয়ে ব্যস্ত রাখবেন।

- যথাসম্ভব ধূমপানকারীদের মজলিশ থেকে দূরে থাকুন। নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতজন এবং ধূমপায়ীদের জানিয়ে দিন যে, আপনি তা ছেড়ে দিয়েছেন।

- যখনই নিজের মাঝে ধূমপানের ব্যাপারে আসক্তি অনুভব করবেন, তখনই এই আসক্তির মোকাবিলা করবেন। সহসা এই আসক্তির উদয় একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। আপনি কিছু সময়ের জন্য হয়তো এর আসক্তি প্রবলভাবে অনুভব করবেন। তবে এই সময়ে নিজেকে অন্য যেকোনো

বিষয়ে ব্যস্ত করে ফেলুন। যেমন : নিজ পরিবারের সাথে সময় কাটানো বা অন্য যেকোনো প্রিয় বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা—তাহলে ধীরে ধীরে এই আসক্তি কমে যাবে।

- এই সময়ের ভেতর এমন প্রতিটি জিনিস থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন, যা আপনার স্নায়ুযন্ত্রকে উত্তেজিত করে তুলবে।
- হালকা শরীরচর্চা করুন। যেমন স্বচ্ছ পরিবেশে হাঁটাচলা করা অথবা এ ধরনের কোনো শরীরচর্চা করা।
- সর্বোত্তম চিকিৎসা হলো সততার সাথে দুআ করা।

১০. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।
- আপনার পাশে যারা আছে, তাদেরকে ধূমপান পরিত্যাগের দাওয়াত দিন এবং আপনার সফল অভিজ্ঞতার কথা তাদের কাছে শেয়ার করুন।

১৮. আজকের পাঠ : স্বামী

[আপনার সম্পর্ককে মজবুত করুন]

আমাদের হৃদয়ে যেন ভালোবাসার বৃক্ষ উদগত হয়

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- স্বামীর মন জয় করা এবং তার পবিত্রতা রক্ষা করা ও তাকে চারিত্রিক নির্মলতা প্রদান করা।

- জান্নাতে প্রবেশ :

  নবিজি ﷺ বলেন :

  أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

  'যেকোনো নারী তার স্বামীকে তার প্রতি সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[১৭৬]

- আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন : যে স্ত্রী তার স্বামীর খিদমত করে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

- স্বামীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা চাই।

---

১৭৬. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫৪।

রাসুল ﷺ বলেন :

لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا

'দুনিয়ার কোনো স্ত্রীলোক যখনই তার স্বামীকে কোনো কষ্ট দেয়, তখনই তার জান্নাতি স্ত্রী তথা আয়তলোচনা হুরগণ দুনিয়ার স্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে, "(ওহে) তাকে কষ্ট দিও না; আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। সে তো ক্ষণিকের জন্য তোমার কাছে মেহমান মাত্র। অচিরেই সে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে।"'[১৭৭]

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

'পুরুষেরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক; কারণ, আল্লাহ তাদের একজনকে আরেকজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তারা (পুরুষেরা) তাদের সম্পদ থেকে (নারীদের জন্য) ব্যয় করে থাকে।'[১৭৮]

ইবনে কাসির ﵀ বলেন, 'এর অর্থ হলো, পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্বশীল। সেই তার অভিভাবক, তার বড় এবং তার ওপর নির্দেশদাতা। যখন সে বাঁকা হয়ে যাবে, তখন সেই তার শিক্ষক। কারণ, পুরুষ নারী থেকে শ্রেষ্ঠ। এ কারণেই নবুওয়ত শুধু পুরুষদের প্রদান করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও তাদেরকেই দেওয়া হয়েছে। বিচারপদও পুরুষের সাথেই সম্পৃক্ত। পুরুষের এমন শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই আল্লাহ তাআলা নারীদের জন্য স্বামীর আদেশ পালনকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। সৎকাজে স্বামীর অবাধ্য হওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন।'

---

১৭৭. সুনানুত তিরমিজি : ১১৭৪, মুসনাদু আহমাদ : ২২১০১।
১৭৮. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৩৪।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

স্বামীর প্রশংসা

كُنْتُ قَاعِدَةً أَغْزِلُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ فَجَعَلَ جَبِينُهُ يَعْرَقُ وَجَعَلَ عَرَقُهُ يَتَوَلَّدُ نُورًا فَبُهِتُّ فَنَظَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَالَكِ يَا عَائِشَةُ بُهِتِّ؟ قُلْتُ: جَعَلَ جَبِينُكَ يَعْرَقُ وَجَعَلَ عَرَقُكَ يَتَوَلَّدُ نُورًا وَلَوْ رَآكَ أَبُو كَبِيرٍ الْهُذَلِيُّ لَعَلِمَ أَنَّكَ أَحَقُّ بِشِعْرِهِ قَالَ: وَمَا يَقُولُ أَبُو كَبِيرٍ؟ قَالَتْ: قُلْتُ يَقُولُ:

وَمُبَرَّأً مِنْ كُلِّ غَيْرِ حَيْضَةٍ ... وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُغْيَلِ

فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى أَسِرَّةِ وَجْهِهِ ... بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ

قَالَتْ: فَقَامَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيَّ وَقَالَ: جَزَاكِ اللهُ يَا عَائِشَةُ عَنِّي خَيْرًا مَا سُرِرْتِ مِنِّي كَسُرُورِي مِنْكِ

আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ নিজ জুতো সেলাই করছিলেন, আর আমি সুতা কাটছিলাম।' আয়িশা ﷺ রাসুল ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে। তাঁর ঘাম একটি আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।' তিনি বলেন, 'আমি অবাক হয়ে গেলাম। এরপর রাসুল ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আয়িশা, তোমার কী হলো, অবাক হলে যে?" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার দিকে তাকালাম। দেখলাম, আপনার কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে এবং তা থেকে একটি আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যদি আবু কাবির আল-হাজালি আপনাকে দেখত, তাহলে তার কবিতার সর্বাধিক যোগ্য আপনিই হতেন।" নবিজি ﷺ বললেন, "আবু কাবির আল-হাজালি কী বলেছিল?" তিনি বলেন :

وَمُبَرَّأً مِنْ كُلِّ غَيْرِ حَيْضَةٍ ** وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُغْيَلِ

Scanned with CamScanner

فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى أَسِرَّةِ وَجْهِهِ ** بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ

'মায়ের গর্ভেও আপনি ছিলেন পবিত্র—হায়েজের পঙ্কিলতা স্পর্শ করেনি আপনার দেহ। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও আপনার গায়ে লাগেনি কোনো ক্লেদ। দুধপানের সময়গুলোতে আপনার মায়ের গর্ভে আসেনি অন্য কোনো সন্তান। তুমি যখন তার মায়াবি চেহারার দিকে তাকাবে, উজ্জ্বল মুখাবয়বের উজ্জ্বল রেখাগুলো আসমানের বিজলির ন্যায় দ্যুতি ছড়াবে।'

আয়িশা ﵂ বলেন, 'এরপর রাসুল ﷺ হাতে যা ছিল, তা রেখে দিয়ে উঠে আমার দিকে আসলেন এবং আমার চোখের মাঝখানে চুমো খেয়ে বললেন, 'হে আয়িশা, আল্লাহ তাআলা তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তোমার পক্ষ থেকে আমি যে আনন্দ পাই, তা তুমি আমার পক্ষ থেকে পাও না।'[১৭৯]

৪. অমূল্য বাণী

রাসুল ﷺ বলেন :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ فِي الْجَنَّةِ؟» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «كُلُّ وَدُودٍ وَلُودٍ إِذَا غَضِبَتْ أَوْ أُسِيءَ إِلَيْهَا قَالَتْ: هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ، لَا أَكْتَحِلُ بِغَمْضٍ حَتَّى تَرْضَى

'আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের জান্নাতি স্ত্রীদের ব্যাপারে সংবাদ দেবো না?' আমরা বললাম, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রাসুল!' তিনি বললেন, 'প্রত্যেক প্রেমময়ী সন্তান জন্ম দানকারিণী নারী, যখন সে রেগে যায় বা তার প্রতি মন্দ আচরণ করা হয়, তখন সে বলে, "এই আমার হাত তোমার হাতে। তুমি সন্তুষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি নিদ্রা গ্রহণ করব না।"'[১৮০]

---

১৭৯. বাইহাকি ﵀ কৃত আস-সুনানুল কুবরা : ১৫৪২৭।
১৮০. আল-মুজামুল আওসাত : ১৭৪৩।

- রাসুল ﷺ বলেন :

لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ

'যদি স্ত্রী তার স্বামীর হক সম্পর্কে জানত, তাহলে তার সামনে সকালের খাবার ও রাতের খাবার উপস্থিত করার আগে বসত না এবং তার খানা থেকে অবসর হওয়ার আগেও সে বসত না।'[১৮১]

- রাসুল ﷺ বলেন :

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ، فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ

'স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার হলো, যদি স্বামীর কোথাও ঘা হয়ে যায় আর স্ত্রী তা চেটেও নেয়, তাহলেও স্বামীর হক আদায় হবে না।'[১৮২]

- ডেল কার্নেগি বলেন, 'স্বামীর প্রশংসা করা এবং তার কাজকর্মকে ভালো মনে করা ভালোবাসা ও পারস্পরিক সমঝোতা টিকিয়ে রাখার জন্য জরুরি।'
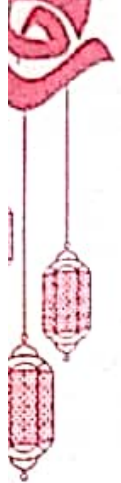
৫. একটি চমৎকার কাহিনি

জীবিত অবস্থায়ও আনুগত্য এবং মৃত অবস্থায়ও আনুগত্য

- আমিরুল মুমিনিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের মেয়ে ফাতিমা : তার পিতা ছিলেন শাম, ইরাক, হিজাজ, ইয়ামান, ইরান, সিন্ধু, ককেশাশ প্রভৃতি বিশাল অঞ্চলের শাসনকর্তা। যার পশ্চিমে হলো মিশর, সুদান, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, আল-মাগরিব ও স্পেন। ফাতিমা শুধু মহান এই খলিফার কন্যাই ছিলেন না শুধু। বরং তিনি ইসলামের আরও শ্রেষ্ঠ চারজন খলিফার বোনও ছিলেন। তারা হলেন, ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক, সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক, ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক এবং হিশাম বিন আব্দুল মালিক। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম যুগের মহান

---

১৮১. মুসনাদুল বাজ্জার : ২৬৬৫, তাবারানি রহ. কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৩৩৩।
১৮২. নাসায়ি রহ. কৃত আস-সুনানুল কুবরা : ৫৩৬৫।

খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀-এর স্ত্রী। যেদিন তাকে পিতার বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল, সেদিন তিনি পৃথিবীর বুকে নারীদের ব্যবহৃত সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে দামি অলংকারাদিতে সজ্জিত ছিলেন। তার বর ছিল মহান খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ। খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান তাকেই বর হিসেবে বাছাই করেছেন। সে সময় উমর বিন আব্দুল আজিজের বাড়ির দৈনিক খরচ ছিল কয়েক দিরহাম মাত্র। আর এই খরচে জীবনযাপনে সন্তুষ্ট হলেন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের মেয়ে এবং চার খলিফার বোন। বরং তার স্বামী তার কাছে আবেদন করল, যেন সে শৈশবের চিন্তাভাবনা থেকে বের হয়ে আসে। তিনি নিজের কান, গলা, চুল ও কব্জিতে থাকা জিনিসগুলো বের করে ফেললেন; যা তার ক্ষুধাও নিবারণ করছিল না এবং তাকে মোটা-তাজাও করছিল না। কিন্তু যদি এগুলো বিক্রি করে দেওয়া হয়, তাহলে এগুলো একদল পুরুষ, নারী বা শিশুর পেটকে পূর্ণ করবে। সে তার স্বামীর ডাকে সাড়া দিল এবং ওই সব অলংকার ও গহনা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল, যা সে তার পিতার বাড়ি থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

- আমিরুল মুমিনিন উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ ইনতিকাল করলেন; কিন্তু তার স্ত্রী বা সন্তানরা তার থেকে কোনো জিনিসেরই মালিক হতে পারেনি। তখন বাইতুল মালের সংরক্ষক এসে ফাতিমাকে বলল, 'ওহে সর্দারনী, আপনার অলংকারগুলো যেভাবে রেখেছেন, সেভাবেই বাইতুল মালে পড়ে আছে। আমি এগুলো আপনার আমানত হিসেবে জমা রেখেছি এবং আজকের এই দিনের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছি। এখন আমি আপনার কাছে সেগুলো উপস্থিত করার জন্য অনুমতি চাইতে এসেছি।' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি এগুলো আমিরুল মুমিনিনের আনুগত্য করে বাইতুল মালকে দান করে দিয়েছি। আর আমি তার জীবিত থাকাবস্থায় আনুগত্য করে মৃত্যুর পর অবাধ্য হতে পারি না।'

৬. রমাদানে স্বামীর ভালোবাসা

- যে কাপড় পরিধান করে সে বাড়ি থেকে বের হয়, আমি তার জন্য তা সাজিয়ে রাখব এবং আমার পছন্দ অনুযায়ী তার জন্য কাপড় নির্বাচন করব।
- আমি তাকে ইবাদতে মশগুল রাখতে চেষ্টা করব এবং তাকে এমনই উদ্বুদ্ধ করব যে, তার অন্তর যেন এই মাসকে গনিমত হিসেবে কাজে লাগাতে পারে।
- তারাবিহের সালাতের ব্যাপারে আমি তাকে সাহায্য করব এবং এ ব্যাপারে তাকে উদ্বুদ্ধ করব।
- প্রতিদিন ইফতারের টেবিলে আমি তার সাথে একত্রিত হব। একই সাথে সালাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এগুলো রমাদানের বরকতপূর্ণ সাক্ষাৎ; যা প্রতিদিন একই সময়ে হয়ে থাকে। এতে ভালোবাসার অনুভূতি আরও বৃদ্ধি পাবে এবং সিয়াম, কিয়াম ও সময়ের বরকতে তা আরও বরকতপূর্ণ হবে।

৭. ভালোবাসার সূর্য হারিয়ে গেছে

স্ত্রীদের অবাধ্যতা ও দুঃসাহসিকতা অনেক বেড়ে গেছে :

- তাই তারা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দেয়।
- স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়। অর্থাৎ তার প্রতি স্বামী যে ইহসান করে, তা অস্বীকার করে। রাসুল ﷺ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন :

لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

'যদি তাদের কারও প্রতি যুগ যুগ ধরে ইহসান করো, তারপর তোমার থেকে মন্দ কিছু দেখতে পায়, তাহলে সে বলবে, "আমি কখনো তোমার থেকে ভালো কিছু দেখিনি।"'[১৮৩]

১৮৩. সহিহুল বুখারি : ২৯, সহিহ মুসলিম : ৯০৭।

ইমাম তিবি ﷺ বলেন, 'নিঃসন্দেহে এটি হলো তাদের ইমানের দুর্বলতা। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, যদি তারা স্বামীর শোকর আদায় করে, তাহলে তাদের ইমান বৃদ্ধি পাবে। এখান থেকে এ ব্যাপারেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যদি কেউ অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ ও দয়ার কথা অস্বীকার করে, তাহলে সে শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তাই বলা হয়ে থাকে যে, অনুগ্রহকারীর শোকর আদায় করা ফরজ।

- অধিক পরিমাণে ঝগড়া করে।
- ভুল স্বীকার করে ওজরখাহি করে না।
- অন্যদের সামনে স্বামীর সম্মানের প্রতি খেয়াল করে না।

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আমাকে স্বামীর আনুগত্য করা এবং তাকে সুখী করার ক্ষেত্রে সাহায্য করুন।
- হে আল্লাহ, আমার অন্তরে স্বামীর ভালোবাসা দান করুন এবং তাকে ভালোবাসার তাওফিক দান করুন। আর আমাদেরকে আপনার আনুগত্যে একত্রিত করুন।
- হে আল্লাহ, আমাদের প্রত্যেককে আপনার আনুগত্যের জন্য পরস্পরের সহযোগী বানান।
- হে আল্লাহ, আমাকে তার দৃষ্টি হারাম থেকে বিরত রাখার সাওয়াব দান করুন এবং হালালের মাধ্যমে তাকে হারাম থেকে বিরত রাখার সাওয়াব দান করুন।

৯. স্বার্থপর হবেন না

- আপনার অন্য বোনদেরকেও স্বামীর আনুগত্যে সাহায্য করুন এবং এ ক্ষেত্রে কার্যকর চিন্তাভাবনা তার সাথে শেয়ার করুন।
- 'আন-নিসাউ মিনাল মিররিখ ওয়ার রিজালু মিনাজ জাহরাহ' কিতাবটি নিজে পাঠ করুন এবং অন্যদের সামনেও তা পাঠ করে শোনান।
- আপনার অন্যান্য বোন ও সহপাঠিনীদের মাঝে কথাগুলো শেয়ার করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন কাজ দেখার বিষয়

- নিজের রূপ-সৌন্দর্য ও নিজের স্বাস্থ্যগত বিষয়ে যত্নশীল হবেন এবং আপনার চলার গতি ও মিষ্টভাষী হওয়ার ব্যাপারেও সতর্ক থাকবেন। নেককার মহিলার গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে রাসুল ﷺ বলেন :

إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ

'সে (স্বামী) তার স্ত্রীর দিকে তাকালে, স্ত্রী তাকে আনন্দ দেয়।'[১৮৪]

- তাকে ছেড়ে বাড়ির কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না; বরং তার অনুপস্থিতিতে বাড়ির কাজ করবেন।
- তার সামনে উপকারী মিষ্টি কথা, উজ্জ্বল মিষ্টি হাসি, সজীবতা, হাস্যোজ্জ্বল ভাব বজায় রাখবেন এবং পেরেশানি, দুশ্চিন্তা, অনর্থক ও বেহুদা বিষয় এবং বিমুখতা থেকে দূরে থাকবেন। সব সময় যেন সে আপনাকে হাস্যোজ্জ্বল

১৮৪. সুনানু আবি দাউদ : ১৬৬৪।

দেখতে পায়, এ ব্যাপারে আগ্রহী থাকবেন। এটা ঠিক যে, অনেক সময় ব্যতিক্রম কিছু অবস্থা সৃষ্টি হবে; তবে আপনি যেন সাথে সাথেই আবার ঠিক হয়ে যান।

- কারও থেকে কিছু চাওয়ার সময় এ সংক্রান্ত পাঁচটি রহস্য জেনে রাখবেন : উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা, চাওয়ার ক্ষেত্রে কঠোরতা পরিত্যাগ করা, সংক্ষিপ্ত কথায় চাওয়া এবং সরাসরি চাওয়া, আর উপযুক্ত বাক্য ব্যবহার করা।

- সফলতা লাভের আশায় ছাড় দিন। রাসুল ﷺ বলেন :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ الْوَلُودَ الْوَدُودُ الَّتِي إِذَا ظَلَمَتْ هِيَ أَوْ ظُلِمَتْ قَالَتْ: هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ، لَا أَذُوقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى»

‘আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের জান্নাতি রমণীদের ব্যাপারে সংবাদ দেবো না? তারা হলো অধিক সন্তান প্রসবকারিণী অতি সোহাগিনী নারী, যাদের প্রতি জুলুম করা হলে (স্বামীর কাছে ফিরে এসে) বলে, “এই আমার হাত তোমার হাতে। তুমি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবই না।”’[১৮৫]

---

১৮৫. আল-মুজামুল আওসাত : ৫৬৪৮।

১৯. আজকের পাঠ : সন্তুষ্টি

[আপনার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করুন]

আত্মিক সফলতা

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- বান্দা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার প্রতি সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করবে।
- সন্তুষ্টি আত্মাকে প্রশান্ত রাখে এবং অন্তরকে স্থিরতা দান করে। বান্দা এর মাধ্যমে প্রশান্তি ও স্থিরতা অনুভব করবে। আর এটিই দুনিয়ার জান্নাত।
- এর বিপরীতে অসন্তুষ্টি হলো চিন্তা, পেরেশানি, দুশ্চিন্তা, মন ভেঙে যাওয়া, হৃদয়ের অশান্তি ও অবস্থার অবনতি।
- সন্তুষ্টি শোকরের ফলাফল বয়ে আনে, যা ইমানের সর্বোচ্চ পর্যায়। বরং এটিই হলো ইমানের বাস্তবতা। কারণ, চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো মাওলার শোকর আদায় করা। আর ওই ব্যক্তি আল্লাহর শোকর আদায় করতে পারে না, যাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তাতে সে সন্তুষ্ট নয়।
- সন্তুষ্টি অন্তরের কামনা দূর করে দেয়। সন্তুষ্টি অর্জনকারী ব্যক্তির কামনাবাসনা আল্লাহ তাআলা যা চান এবং যা পছন্দ করেন, তার অনুগামী হয়ে থাকে এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, তার মনও সেটিকে অপছন্দ করে। একই হৃদয়ে সন্তুষ্টি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ একত্রিত হতে পারে না।

- সন্তুষ্টির ফলে হৃদয় ধোঁকা, প্রতারণা ও হিংসা থেকে মুক্ত থাকে। আর আল্লাহ তাআলার আজাব থেকে সে-ই মুক্তি পাবে, যে নিরাপদ হৃদয় নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে।

- সন্তুষ্টি হলো ভালোবাসার পরীক্ষা : দুরবস্থার সময়ই প্রকৃত ভালোবাসার ব্যক্তিকে চেনা যায়। সুখের সময় এটি চেনা যায় না।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

'যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন।'[১৮৬]

আলকামা ﵀ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এর অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তির ওপর মুসিবত আপতিত হলে সে মনে করে যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে সে আল্লাহর ফয়সালার সামনে আত্মসমর্পণ করে এবং এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।'

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

'আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব।'[১৮৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু মুআবিয়া ﵀ বলেন, 'এটি হলো সন্তুষ্টি ও অল্পেতুষ্টি।'

---

১৮৬. সুরা আত-তাগাবুন, ৬৪ : ১১।
১৮৭. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ৯৭।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

রাসুল ﷺ বলেন :

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا

'যে আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদকে রাসুল হিসেবে সন্তুষ্ট হয়েছে, সে ইমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে।'[১৮৮]

'আত-তাহরির' গ্রন্থের লেখক বলেন, 'আমি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছি, এ ব্যাপারে পরিতুষ্ট হয়েছি এবং এর ভিন্ন কিছু প্রত্যাশা করি না।' হাদিসের অর্থ হলো, 'সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো রব খোঁজে না এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের অনুগামী হয় না। সে শুধু সে পথেই চলে, যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরিয়ার অনুগামী। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যার মাঝে বর্ণিত গুণাবলি থাকবে, সে তার হৃদয়ে ইমানের মিষ্টতা অনুভব করবে এবং তার স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে।

কাজি ইয়াজ ﵀ বলেন, 'হাদিসের অর্থ হলো তার ইমান বিশুদ্ধ হয়েছে এবং এ ব্যাপারে তার হৃদয়ও প্রশান্ত হয়েছে, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থাও প্রশান্ত হয়েছে। কারণ, উল্লেখিত সন্তুষ্টি তার জ্ঞান, দূরদর্শিতা এবং তার আত্মিক স্বচ্ছতার প্রমাণ। কারণ, যে কোনো বিষয়ে রাজি হয়ে যায়, তার জন্য ওই বিষয়টি সহজ হয়ে যায়। মুমিনের অবস্থাও এমনই। যখন তার হৃদয়ে ইমান প্রবেশ করে, তখন তার জন্য আনুগত্য করা সহজ হয়ে যায় এবং ইমান তার জন্য সুমিষ্ট হয়ে যায়।'

৪. অমূল্য বাণী

- উমর বিন খাত্তাব ﵁ বলেন, 'আমি যেকোনো পরিস্থিতির শিকার হই না কেন, তার ব্যাপারে পরোয়া করি না; চাই তা আমার পছন্দনীয় অবস্থা হোক কিংবা অপছন্দনীয় অবস্থা হোক। কারণ, আমি জানি না যে, আমার জন্য কল্যাণ আমার পছন্দনীয় জিনিসে নাকি অপছন্দনীয় জিনিসে?'

---

১৮৮. সহিহ মুসলিম : ৩৪।

- হাসান ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বল্প রিজিকে তুষ্ট হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তার স্বল্প আমলে তুষ্ট হবেন।'

- হাসান ﵀ বলেন, 'যে ব্যক্তি তাকে যা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট, আল্লাহ তাআলা তার জন্য তাতে প্রশস্ততা ও বরকত দেবেন। আর যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট থাকবে না, আল্লাহ তাতে প্রশস্ততা দেবেন না এবং তার জন্য তাতে বরকতও রাখবেন না।'

- উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ বলেন, 'আমার আনন্দ শুধু তাকদিরের বিষয়গুলোতেই সীমাবদ্ধ।' তাকে বলা হলো, 'আপনার পছন্দ কী?' তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যা ফয়সালা করেন।'

- ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা নিজের ন্যায় ও ইনসাফের মাধ্যমে আনন্দ ও আত্মাকে ইয়াকিন ও সন্তুষ্টির ভেতরে রেখে দিয়েছেন। আর পেরেশানি ও দুশ্চিন্তাকে রেখেছেন সন্দেহ ও অসন্তুষ্টির ভেতরে। সুতরাং সন্তুষ্টি হলো, সে সুখ বা দুঃখের যে পর্যায়ে আছে, তা থেকে ভিন্ন কিছু প্রত্যাশা না করা।

- আব্দুল ওয়াহিদ বিন জাইদ ﵀ বলেন, সন্তুষ্টি হলো, মহান আল্লাহর দরজা এবং দুনিয়ার জান্নাত এবং আবিদদের প্রশান্তির জায়গা।

৫. কিছু চমৎকার কাহিনি

- মাসরুক ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মরু অঞ্চলে কিছু লোক বাস করত। তাদের একটি কুকুর, একটি গাধা এবং একটি মোরগ ছিল। মোরগ তাদেরকে সালাতের জন্য জাগিয়ে দিত। গাধা তাদের জন্য পানি বহন করত এবং তাদের তাঁবু টানত। আর কুকুর তাদেরকে পাহারা দিত। হঠাৎ একদিন একটি শিয়াল এসে তাদের মোরগটি নিয়ে গেল। মোরগটি হারিয়ে তারা পেরেশান হয়ে গেল। তাদের মাঝে জনৈক নেককার লোকও ছিলেন। তিনি বললেন, "হয়তো এতে কোনো কল্যাণ রয়েছে।" তারা এভাবে বাস করতে থাকলেন যতদিন আল্লাহ চাইলেন। এরপর একদিন একটি নেকড়ে আসলো এবং গাধাটির পেটে আঘাত করে তাকে ফেঁড়ে ফেলল। গাধাটিকে

নেকড়ে হত্যা করে ফেলল। এবার তারা গাধা হারিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। নেককার লোকটি বললেন, "হয়তো এতে কোনো কল্যাণ রয়েছে।" এরপর তারা যতদিন আল্লাহ চাইলেন, এভাবে বাস করতে থাকলেন। এর কিছু দিন পর আবার তাদের কুকুরটি আক্রান্ত হলো। তখন নেককার লোকটি বললেন, "হয়তো এতে কোনো কল্যাণ রয়েছে।" এরপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন, তারা অবস্থান করতে থাকল। হঠাৎ একদিন সকালে তারা দেখল যে, তাদের শত্রুপক্ষ তাদের আশপাশের সকলকে বন্দী করে ফেলেছে এবং শুধু তাদেরকেই বাকি রেখেছে। শত্রুপক্ষ তাদের ছাড়া অন্যদেরকে গ্রেফতারের কারণ হলো, অন্য লোকদের কাছে শব্দ ও শোরগোল করার মতো জিনিস ছিল। যা এই লোকদের কাছে ছিল না। কেননা, এদের কুকুর, মোরগ ও গাধা (হঠাৎ আওয়াজ করে উঠবে) এমন সব আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে।'

- ইমরান বিন হুসাইন ﵁ নিজের কষ্টের কথা ব্যক্ত করলে তার জনৈক প্রতিবেশী তার কাছে আগমন করল। তিনি তাকে তার সেবায় মন্থর দেখতে পেলেন। তখন সে বলল, 'হে আবু নুজাইদ, আমাকে যে জিনিসটি আপনার সেবা করতে বারণ করছে, তা হলো আমি আপনার মাঝে কোনো ক্লান্তি দেখতে পাচ্ছি না।' তিনি বললেন, 'তুমি সেবা করো না। কেননা, আমার কাছে তা-ই পছন্দনীয়, যা আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয়। তুমি আমার অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে যেয়ো না। আমার অতীতের গুনাহের শাস্তির ব্যাপারে তোমার কী অভিমত! আর এখন আমি আল্লাহ তাআলার কাছে বাকি জীবনের জন্য ক্ষমার আশা করি। কারণ, তিনি বলেছেন, 'তোমরা যে মুসিবতে পতিত হও, তা তোমাদের হাতের কামাই এবং তিনি অনেক কিছু ক্ষমা করে দেন।'

৬. রমাদানে সন্তুষ্টি

- রমাদান হলো বাস্তবিক এক শিক্ষক, যেখানে কার্যকর পদ্ধতিতে সন্তুষ্টির অনুশীলন করা হয়। আপনি এখানে পুরো দিন পানাহার থেকে বিরত থেকে সন্তুষ্ট রয়েছেন এবং এত গরম ও ক্লান্তি সত্ত্বেও সাওয়াবের আশায় সন্তুষ্টচিত্তে কষ্ট সহ্য করছেন। আপনার আশা হলো আল্লাহর কাছে থাকা প্রতিদান এবং সাওয়াব অর্জন। এই বিষয়টি কেন রমাদানের পর আমাদের হৃদয়ে বাকি থাকে না। যদি তা রমাদানের পরে বাকি থাকত, তাহলে একই সাওয়াব ও প্রতিদানের আশায় আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকতাম।

৭. দুআ

- হে আল্লাহ, আমাকে আপনার ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট রাখুন। আপনার নির্ধারিত তাকদিরে আমাকে বরকত দান করুন। যেন আমি আপনার পিছিয়ে দেওয়া কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়া না করি এবং আপনি যে জিনিসকে দ্রুত দিতে চাচ্ছেন, তাকে বিলম্বিত করা পছন্দ না করি।

- হে আল্লাহ, সৃষ্টির ওপর আপনার ক্ষমতা এবং আপনার অদৃশ্যের ইলমের মাধ্যমে যতক্ষণ আমার জীবনে কল্যাণ বাকি থাকবে, ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখুন এবং যখন আমার মৃত্যুতে কল্যাণ, তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন।

- হে আল্লাহ, আপনার ফয়সালার পর তার প্রতি আমার সন্তুষ্টি দান করুন।

৮. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

- আজকের পর থেকে আমি আর কখনোই মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করব না। স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই। মানুষের সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করা হলো, দারিদ্র্যের আলামত। যে মানুষের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে পতিত হয়। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে মানুষ থেকে তার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

- আল্লাহ তাআলা আমার ব্যাপারে যে ফয়সালা করেছেন, সে ব্যাপারে আমি কখনোই আপত্তি করব না। আর এ বিশ্বাস রাখব যে, আল্লাহ আমার জন্য যা ফয়সালা করেছেন, তা-ই আমার জন্য কল্যাণকর। হয়তো অনেক জিনিস আমরা অপছন্দ করি; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাতে অনেক কল্যাণ রেখে দিয়েছেন।

- আমার থেকে ওপরে যে আছে, তার প্রতি হিংসুক হয়ে তাকাব না। আর আমার থেকে ছোট যে আছে, তার প্রতি অহংকারী হয়ে তাকাব না।

৯. সন্তুষ্টির সূর্য ডুবে গেছে

আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত তাকদিরের ওপর আপত্তি করা এবং অসন্তুষ্ট হওয়ার মতো ব্যাধি অনেকের মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমন ব্যক্তিরা ভেতরে ভেতরে প্রতিশোধপরায়ণ; যদিও তারা মুখে বলে না, কিন্তু বাস্তবিকই তারা খুব ক্রোধান্বিত। তাদের অন্তরে অনেক আপত্তি ও প্রশ্ন থেকে যায়। তার প্রশ্ন, কেন এমনটি হলো? এটি কীভাবে হয়েছে?...

- অসন্তুষ্টি আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফয়সালা এবং তাকদির, হিকমত ও ইলমের ব্যাপারে সন্দেহের দুয়ার খুলে দেয়। অসন্তুষ্ট ব্যক্তির হৃদয় খুব কমই সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকে। ফলে সে নিরাপদ হৃদয় নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে না।

- অসন্তুষ্টি দুনিয়াতে পরিতাপের জন্ম দেয়। আর এটি পরীক্ষিত বিষয়। আর আখিরাতের অনুশোচনা তো আরও বেশি। কারণ, আপনি দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে আখিরাতে আল্লাহ আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

১০. স্বার্থপর হবেন না

- ওই সব আজকারের ব্যাপারে যত্নশীল হোন, যা বান্দাকে তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকতে সাহায্য করবে।

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।

- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।

- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

২০. আজকের পাঠ : দানশীলতা

[আপনার ইবাদতের মান উন্নত করুন]

সম্পদশালী হওয়ার সহজ পথ

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- পুণ্য অর্জন :

আল-বিররু (পুণ্য) শব্দটি সব ধরনের কল্যাণের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

'যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের পছন্দের জিনিস থেকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ তোমরা পুণ্যের নাগাল পাবে না। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, আল্লাহ তা ভালো করে জানেন।'[১৮৯]

- আল্লাহর দানের সামনে নিজেকে পেশ করা : যদি আপনি আপনার ভাইয়ের প্রতি দানশীল হন, তাহলে সে নিজের সীমিত শক্তি ও সম্পদ দিয়ে আপনার প্রতিও দানশীল হবে। তাহলে চিন্তা করুন, আপনার সাথে সর্বোচ্চ দানশীল সত্তার আচরণ কেমন হবে? অথচ তিনি হলেন সে সত্তা, যাঁর কাছে থাকা

---

১৮৯. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৯২।

নিয়ামতরাজিকে কোনো আকল উপলব্ধি করতে পারে না এবং দানের ফলে তাঁর ধনভান্ডার ফুরিয়ে যায় না।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

'এমন কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? (তাহলে) আল্লাহ তা তার জন্য অনেকগুণ বাড়িয়ে দেবেন। আল্লাহ (তোমাদের সম্পদ) কমাতেও পারেন, বাড়াতেও পারেন। আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।'[১৯০]

- জান্নাতের কক্ষসমূহের বাসিন্দা হতে পারা :

রাসুল ﷺ বলেন :

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى بُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا، وَظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا». قَالَ أَعْرَابِيٌّ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «هِيَ لِمَنْ طَيَّبَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»

'নিশ্চয় জান্নাতে এমন কিছু কক্ষ রয়েছে, যার ভেতর থেকে বাইরের দৃশ্য এবং বাইর থেকে ভেতরের দৃশ্য অবলোকন করা যাবে।' জনৈক বেদুইন জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসুল, এগুলো কার জন্য?' তিনি বললেন, 'এগুলো সে ব্যক্তির জন্য, যে উত্তম কথা বলে, (অনাহারীকে) আহার করায়, সালামের প্রচার করে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন রাতের বেলা সে সালাত আদায় করে।'[১৯১]

- মৃত্যুর পরও ফলাফল বাকি থাকা :

রাসুল ﷺ বলেন :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ...

---

১৯০. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৪৫।

১৯১. ইবনুস সুন্নি কৃত আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ : ৩১৯।

'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় : (তন্মধ্যে) একটি হলো সদাকায়ে জারিয়া... ।'[১৯২]

- ফেরেশতাদের দুআ অর্জনের মাধ্যমে সফলতা লাভ করা :

রাসুল ﷺ বলেন :

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

'বান্দারা যেদিনই সকালে উপনীত হয়, সেদিনই দুজন ফেরেশতা জমিনে অবতরণ করেন—তাদের একজন বলেন, "হে আল্লাহ, দানকারীকে তার দানের উত্তম বদলা দিয়ে দিন।" এবং অপরজন বলেন, "হে আল্লাহ, কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।"'[১৯৩]

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

'তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তা আবার দিয়ে দেন (তার বিনিময় দিয়ে তা পুষিয়ে দেন)। তিনি শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।'[১৯৪]

ব্যয়কারী যা দান করে, আল্লাহ তাকে তার চেয়ে উত্তম জিনিস বিনিময়স্বরূপ দিয়ে দেন। দুনিয়াতে তার জন্য বিকল্প দিয়ে দেন এবং আখিরাতে রয়েছে সাওয়াব ও উত্তম প্রতিদান। এখানে গোপন অর্থ হলো, যদি তোমরা ব্যয় না করো, তাহলে কীভাবে তিনি বিকল্প দান করবেন এবং তোমাদের সম্পদ বাড়িয়ে দেবেন?

---

১৯২. সহিহ মুসলিম : ১৬৩১।
১৯৩. সহিহুল বুখারি : ১৪৪২।
১৯৪. সুরা সাবা, ৩৪ : ৩৯।

এ কারণেই বর্ণিত আছে, জোগান অনুযায়ী আসমান থেকে সাহায্য নাজিল হয়। যে বিকল্প পাওয়ার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, সে সর্বোত্তম জিনিস দান করে।

এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে পেছনে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তিনটি তাকিদ বা নিশ্চয়তা উল্লেখ করেছেন :

- আল্লাহ তাআলা নিজের ওপর সাথে সাথেই প্রতিদান প্রদান আবশ্যক করে নিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :

(فَهُوَ يُخْلِفُهُ) 'তিনি তা আবার দিয়ে দেন।'

- (مِنْ شَيْءٍ) শব্দটি ব্যাপকতাকে শামিল করে। সুতরাং যেকোনো ধরনের জিনিস আপনি ব্যয় করতে পারেন; চাই তা সম্পদ হোক, খাবার হোক বা মর্যাদা অথবা শ্রম, অথবা যত ছোট জিনিসই হোক না কেন, মানুষ যাকে তুচ্ছ মনে করে এবং যত বড় জিনিসই হোক না কেন, মানুষ যাকে খুব বড় মনে করে।

- আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

'তিনি শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।'[১৯৫]

আল্লাহ তাআলাই একক রিজিকদাতা এবং রিজিক দানে তাঁর সাথে কেউ শরিক নেই। এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অন্যের মাধ্যমে যে রিজিক পৌঁছে, তা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যা তিনি নিজের কতক মাখলুকের হাতের ওপর দিয়ে পরিচালিত করছেন।

---

১৯৫. সুরা সাবা, ৩৪ : ৩৯।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ
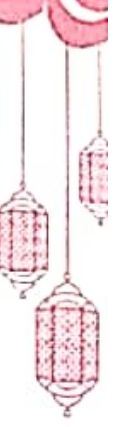
- জনৈক মহিলা একটি চাদর নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে আসলো। সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনাকে এটি পরার জন্য দিলাম।' তিনি চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করলেন, যেন এটি তাঁর দরকার ছিল। এরপর তিনি এটি পরলেন। সাহাবিদের মধ্যে এক ব্যক্তি সেটি তাঁর দেহে দেখে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, এটি কতই না সুন্দর! আপনি এটি আমাকে দিয়ে দিন।' নবিজি ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ (দিয়ে দেবো)।' নবিজি ﷺ উঠে চলে গেলে সাহাবিগণ লোকটিকে দোষারোপ করে বললেন, 'তুমি ভালো কাজ করোনি। যখন তুমি দেখলে যে, এটি তাঁর প্রয়োজন ছিল বলেই তিনি এমনভাবে গ্রহণ করেছেন। এরপরেও তুমি এটি চাইলে। অথচ তুমি অবশ্যই জানো যে, তাঁর কাছে কোনো জিনিস চাওয়া হলে তিনি কখনো কাউকে বিমুখ করেন না।' তখন সেই ব্যক্তি বলল, 'নবিজি ﷺ এটি পরেছেন বলেই তো আমি তাঁর বরকত লাভের জন্য এমনটি করেছি, যাতে এ চাদরে আমার কাফন হয়।' এরপর সে মারা গেলে এটিই তার কাফন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[১৯৬]

- জনৈক লোক নবিজি ﷺ-এর নিকট এসে কিছু চাইল। তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সবগুলো বকরি দিয়ে দিলেন। লোকটি সত্যবাদী ছিল। সে খুব দ্রুত এগুলো নিয়ে কেটে পড়ল এবং বারবার পেছনের দিকে এই ভয়ে তাকাতে লাগল যে, নবিজি ﷺ নিজের দানের হুকুম ফিরিয়ে নিতে পারেন।

আরবের বেদুইনদের মাঝে এমন দানের খুব প্রভাব পড়ত। এমনকি আনাস ﵁ বলেন :

إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

---

১৯৬. সহিহুল বুখারি : ৬০৩৬, তাবারানি ﵀ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৫৭৮৫।

'যদিও কোনো লোক দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই ইসলাম গ্রহণ করত; কিন্তু কিছুদিন পর তার কাছে ইসলাম দুনিয়া ও দুনিয়ার ভেতর যা কিছু আছে, তার মাঝে সর্বোত্তম জিনিস হয়ে যেত।'[১৯৭]

৪. রমাদানে দানশীলতা

রমাদান হলো দান ও বদান্যতার মাস। এ মাসে মানুষের অন্তর স্বাভাবিকভাবেই দানশীলতার প্রতি আকৃষ্ট থাকে। তাই তারা অন্যের প্রতি উদারতা দেখায়। আর তারা আশা করে যে, আল্লাহ তাআলাও তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করবেন। তারা অভাবীদের প্রতি ইহসান করে এই আশায় যে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি এরচেয়ে মূল্যবান ইহসান করবেন। রমাদানে শয়তান আবদ্ধ থাকার কারণে তারা নেক কাজের দিকে পূর্ণ শক্তিতে ছুটে চলে। এমন সব আমলের জন্য উঠে দাঁড়ায়, যা তাকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করবে। সহিহাইনে বর্ণিত হয়েছে যে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

'নবিজি ﷺ সর্বোত্তম দানবীর ছিলেন। তবে তিনি রমাদান মাসে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন।'[১৯৮]

৫. কিছু চমৎকার কাহিনি

- ঋণ মাফ করে দেওয়া :

কাইস বিন সাদ বিন উবাদাহ ﷺ ছিলেন প্রসিদ্ধ দানশীল ব্যক্তিদের একজন। তিনি একদা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর কিছু সাথি তাঁর সাথে দেখা করতে বিলম্ব করছিল। তিনি তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তাঁকে বলা হলো যে, 'তারা তাঁর কাছে ঋণী হওয়ার কারণে লজ্জায় দেখা করছে না।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ এমন সম্পদকে লাঞ্ছিত করুন, যা ভাইদেরকে

---

১৯৭. সহিহু মুসলিম : ২৩১২।
১৯৮. সহিহুল বুখারি : ৩৫৫৪।
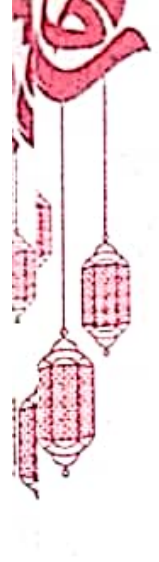
সাক্ষাৎ থেকে বারণ করে।' এরপর তিনি একজন ঘোষককে ডেকে ঘোষণা দিতে বললেন যে, 'যে কাইসের কাছে ঋণী আছে, সে ওই ঋণ থেকে মুক্ত।' এই ঘোষণার পর সেদিন সন্ধ্যা নাগাদ সাক্ষাৎকারীদের ভিড়ের ফলে তার ঘরের দরজার কপাট ভেঙে গেল।

- এমনই হয়ে যান :

ইবরাহিম বিন বাশশার বলেন, 'আমি ইবরাহিম বিন আদহামের সাথে ত্রিপুলি নামক একটি এলাকায় গেলাম। আমার সাথে দুটি রুটি ছিল। এ ছাড়া আমাদের কাছে আর কিছু ছিল না। এমন সময় হঠাৎ এক ভিক্ষুক এসে কিছু চেয়ে বসল। তিনি আমাকে বললেন, "তোমার কাছে যা আছে, তা এই লোকটিকে দিয়ে দাও।" আমি কিছুক্ষণ নীরব দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি বললেন, "তোমার কী হলো? সাথে যা আছে, তাকে দিয়ে দাও!"' তিনি বলেন, 'আমি তাকে তা দিয়ে দিলাম। তবে তার কাজ দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। ইবরাহিম বিন আদহাম আমাকে বললেন, "হে আবু ইসহাক, আগামীকাল তুমি আল্লাহ তাআলার সামনে সে জিনিস পাবে, যা কখনো পাওনি। আর মনে রেখো, তোমার পেছনে যা করেছ, তার ভিত্তিতেই সেখানে পাবে, যা রেখে গেছ তার ভিত্তিতে নয়। সুতরাং নিজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। কারণ, তুমি জানো না যে, কখন হঠাৎ তোমার রবের আদেশ চলে আসবে।"' ইবনে বাশশার ﷺ বলেন, 'তার কথায় আমার কান্না চলে আসলো এবং তিনি আমার সামনে দুনিয়াকে একদম তুচ্ছ হিসেবে পেশ করলেন। যখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, আমি কান্না করছি, তখন বললেন, 'বিষয়টি এমনই, সুতরাং তুমি এর মতোই হয়ে যাও!'

- আপনি কি নিজের কথা ভুলে গেছেন?!

মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির আয়িশা ﷺ-এর কাছে সম্পদের দুটি থলে পাঠালেন, যাতে প্রায় আশি হাজার বা এক লক্ষ দিরহাম ছিল। তিনি একটি প্লেট আনালেন। সেদিন তিনি রোজাদার ছিলেন। তিনি দিরহামগুলো মানুষের মাঝে বণ্টন করতে শুরু করলেন। সেদিন তিনি সন্ধ্যায় এমতাবস্থায় উপনীত

হলেন যে, তাঁর কাছে একটি দিরহামও বাকি ছিল না। সন্ধ্যা হলে তিনি বললেন, 'হে বালিকা, আমার জন্য ইফতার নিয়ে এসো।' তখন সে তাঁর কাছে রুটি ও তেল নিয়ে আসলো। এই বালিকা তখন বলল, 'আপনি আজ যা বণ্টন করে দিয়েছেন, তা থেকে এক দিরহাম দিয়ে কি গোস্ত ক্রয় করতে পারলেন না? তাহলে তা দিয়ে আমরা এখন ইফতার করতে পারতাম?' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করো না। যদি তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে, তাহলে অবশ্যই আমি তা করতাম।'

৬. অমূল্য বাণী

- ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, 'দুনিয়াতে সর্দার হলো দানশীল ব্যক্তিগণ আর আখিরাতে সর্দার হলো মুত্তাকি ব্যক্তিগণ।
- জনৈক সুভাষী বলেন, 'ব্যক্তির দানশীলতা তার শত্রুর কাছেও তাকে প্রিয় করে তোলে, আর কৃপণতা নিজ সন্তানের কাছেও তাকে ঘৃণিত করে তোলে।'
- জনৈক সালাফ বলেন, 'যে দান করেছে, সে সর্দার হয়েছে। আর যে সম্পদ বৃদ্ধি করেছে, তার সম্পদ কেবল বৃদ্ধিই হয়েছে।'

৭. দানের সূর্য আজ ডুবে গেছে

- আজ কৃপণ ও সম্পদ জমাকারীদের রাজত্ব। অথচ সালাফগণ বলেছেন, 'কৃপণের কোনো বন্ধু থাকে না।' জনৈক সুভাষী বলেছেন, 'কৃপণ হলো নিজের সম্পদের রক্ষক এবং নিজের ওয়ারিশদের খাজাঞ্চী।'
- স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা আজ ছড়িয়ে পড়েছে এবং মানুষ নিজের স্বার্থের পেছনেই ছুটছে।

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আমাকে হৃদয়ের কৃপণতা থেকে রক্ষা করুন। যেন আমি সফলদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।
- হে আল্লাহ, আমি দুশ্চিন্তা, পেরেশানি, অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের আধিক্য ও মানুষের আধিপত্য থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৯৯]

৯. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন কাজ দেখার বিষয়

- আমি নিজের জন্য প্রতিদিন সদাকা করার একটি রুটিন বানিয়ে রাখব। আর যে সম্পদ সদাকা করব, দিনদিন তা বৃদ্ধি করতে থাকব। যদি উপযুক্ত কোনো ভিক্ষুক না পাই, তাহলে দিনশেষে (ইশার সালাতের সময়) মসজিদের দানবাক্সে রেখে দেবো। কারণ, আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বোত্তম আমল হলো, যা সব সময় করা হয়, যদিও তা স্বল্প হয়।
- আমরা আমাদের সন্তানদেরকে তাদের কাছে থাকা সর্বোত্তম সম্পদ সদাকা করার প্রতি অভ্যস্ত করব। আপনার কাছে থাকা আপনার পছন্দনীয় জিনিস দান করা ব্যতীত আপনি কল্যাণ অর্জন করতে পারবেন না।
- আমি যদি ফকির হই, তাহলেও নিজের সম্পদ দান করব। যদিও আমি অভাবী, তবুও আয়িশা ﵂-এর এ উপদেশ বাস্তবায়নে দান করব—'যখন তোমরা অভাবগ্রস্ত হও, তখন দান করো!'
- রোজাদারকে ইফতার করানোর কাজে আমিও শরিক হব। আর এই দায়িত্ব পালনে আমার মা, স্ত্রী বা মেয়েদের থেকে সাহায্য কামনা করব।
- সদকাতুল ফিতর জমা করা এবং তা পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য নিজের ছোট শিশু ও যুবকদের নিয়ে একটি কর্মঠ টিম গঠন করব। আমি তাদেরকে যোগ্য লোকদের জন্য কাজ করতে উৎসাহিত করব। এরপর আমি পুরো সমাজের মাঝে তাদের (কর্মক্ষেত্র) ভাগ করে দেবো; যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারে।

---

১৯৯. সহিহুল বুখারি : ৬৩৬৯।

১০. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।

- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।

- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

২১. আজকের পাঠ : দুআ

[আপনার ইবাদতের মান উন্নত করুন]

প্রার্থনার আওয়াজকে উচ্চকিত করুন

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- দুআর মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ পালিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

'তোমাদের প্রভু বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।"'[২০০]

- দুআর মাধ্যমে হৃদয় অহংকার থেকে মুক্ত থাকে :

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

'তোমাদের প্রভু বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।" যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে বিরত থাকে, তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[২০১]

---

২০০. সুরাহ গাফির, ৪০ : ৬০।
২০১. সুরাহ গাফির, ৪০ : ৬০।

- দুআ আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত জিনিস :

রাসুল ﷺ বলেন :

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ

'আল্লাহর কাছে দুআর চেয়ে সম্মানজনক কোনো জিনিস নেই।'[২০২]

- দুশ্চিন্তা দূর হয়ে বক্ষ উন্মোচিত হওয়ার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হলো দুআ।

- দুআ আল্লাহর ক্রোধকে প্রশমিত করে :

যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন। রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

'যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন।'[২০৩]

- অক্ষমতা থেকে মুক্তি লাভের উপায় :

নবিজি ﷺ বলেন :

وَأَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ

'লোকদের মধ্যে সবচেয়ে অক্ষম সে, যে দুআ করতে অক্ষম।'[২০৪]

- বিপদ আসার পর তা দূর হয়ে যাওয়া :

রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ

---

২০২. মুসনাদু আহমাদ : ৮৭৪৮, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৮২৯।
২০৩. সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৭৩।
২০৪. সহিহ্ ইবনি হিব্বান : ৪৪৯৮, আল-জামিউস সহিহ লিস সুনান ওয়াল মাসানিদ : ৩২/২৬৯।

'নিশ্চয় দুআ অতীত-বর্তমান সবক্ষেত্রে উপকারী। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা দুআকে আঁকড়ে ধরো।'[২০৫]

- **মুসলিমদের মাঝে ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যম :**

যখন কোনো মুসলিম অনুপস্থিত কোনো মুসলিম ভাইয়ের জন্য দুআ করে, তার দুআ কবুল করা হয়। ফেরেশতারাও তার জন্য অনুরূপ দুআ করে।[২০৬]

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

'তোমাদের প্রভু বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে বিরত থাকে, তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"'[২০৭]

ইমাম আল-কুশাইরি ﵀ তার তাফসির-গ্রন্থে বলেন, 'তোমরা আনুগত্যের মাধ্যমে আমাকে ডাকো, আমি মর্যাদা ও সাওয়াবের মাধ্যমে তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।' বলা হয়ে থাকে, 'তোমরা উদাসীনতা পরিহার করে আমাকে ডাকো, আমি আগ্রহের সাথে তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। তোমরা গুনাহ ছেড়ে আমাকে ডাকো, আমি অনুগ্রহের সাথে তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।' বলা হয়ে থাকে, 'তোমরা আনুগত্যের বীজ ঢেলে আমাকে ডাকো, আমি অভাব দূর করে তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।' বর্ণিত আছে, 'তোমরা প্রার্থনার মাধ্যমে আমার কাছে দুআ করো, আমি দান ও অনুগ্রহের সাথে তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।'

---

২০৫. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৪৮, মুসতাদরাকুল হাকিম : ১৮১৫।
২০৬. দেখুন, সহিহ মুসলিম : ২৭৩২, মুসনাদু আহমাদ : ২১৭০৭।
২০৭. সুরা গাফির, ৪০ : ৬০।

প্রিয় ভাই, এই আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করুন, তাহলে ভালোবাসা, কোমলতা ও নির্মলতার চূড়ান্ত রূপ দেখতে পাবেন। একটি মাত্র আয়াত মুমিনের হৃদয়ে সিক্ততা, ভালোবাসা, কোমলতা, সন্তুষ্টি, আত্মবিশ্বাস ও ইয়াকিন ঢেলে দেয়।

যদি দুআর মাধ্যমে শুধু হৃদয়ের কোমলতাই অর্জিত হতো, তাহলে এটিই যথেষ্ট ছিল :

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ

'তাদের কাছে যখন আমার শাস্তি এসেছিল, তখন তারা বিনয়াবনত হয়নি কেন? বরং তাদের অন্তর কঠিন হয়েছিল।'[২০৮]

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

রাসুল ﷺ ছোট বালক ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-কে উপদেশ দিয়ে বলেন :

وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ

'যখন তুমি সাহায্য চাও, তখন আল্লাহর কাছে চাও।'[২০৯]

চিন্তা করুন, বদরের যুদ্ধের দিন রাসুল ﷺ কেমন দুআ করেছেন। তিনি দুআ করতে করতে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, তাঁর চাদর কাঁধ থেকে খুলে পড়ে গেল। ইবনে ইসহাক رحمه الله বলেন, 'এরপর রাসুল ﷺ কাতারগুলো সোজা করে নিজের তাঁবুতে ফিরে এলেন। তিনি তাতে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সাথে তখন শুধু আবু বকর رضي الله عنه-ই ছিলেন। রাসুল ﷺ নিজ রবকে ডাকছিলেন আর সাহায্যের প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করছিলেন। তিনি এভাবে প্রার্থনা করছিলেন যে, (اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ) 'হে আল্লাহ, যদি আজ আপনি মুসলিমদের এই দলটিকে ধ্বংস করে দেন, তাহলে জমিনে আর আপনার ইবাদত করা হবে না।' সে সময় আবু বকর رضي الله عنه বলেন, 'হে আল্লাহর নবি,... নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে যে ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ

---

২০৮. সুরা আল-আনআম, ৬ : ৪৩।

২০৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৫১৬, মুসনাদু আহমাদ : ২৬৬৯।

করবেন।' এরপর নবিজি ﷺ হালকা কেঁপে উঠলেন। তিনি তখন তাঁবুতেই ছিলেন। তারপর সতর্ক হলেন। তিনি বললেন, 'হে আবু বকর, সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার কাছে আল্লাহর সাহায্য এসেছে। এই তো জিবরাইল... ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁকিয়ে নিচ্ছে...।'

সুতরাং কখন আপনি নিজ নবির অনুসরণ করে রবের সামনে কাকুতি-মিনতি করবেন? কখন আপনার দুআর আধিক্যের ফলে শরীর থেকে চাদর পড়ে যাবে; যেন আপনার প্রিয় নবিজিকে অনুসরণের সৌভাগ্য লাভ হয়?!

৪. অমূল্য বাণী

- আলি ؓ বলেন, 'দুআর মাধ্যমে বিপদের ঢেউকে সরিয়ে দাও।'
- আনাস বিন মালিক ؓ বলেন, 'দুআর ব্যাপারে অক্ষম হয়ে যেয়ো না। কেননা, দুআ করে কেউ ধ্বংস হয়ে যায়নি।'
- আবু জার ؓ বলেন, 'নেক কাজের সাথে সাথে দুআ তেমনই যথেষ্ট হয়, যেমন খাবারের সাথে লবণ যথেষ্ট হয়।'
- মুজাহিদ ؒ বলেন, 'সময়গুলোর শ্রেষ্ঠ সময়ে সালাত নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং সালাতের পর দুআর ব্যাপারে তোমরা যত্নশীল হও।'
- সুফইয়ান বিন উয়াইনা ؒ বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন নিজের ব্যাপারে দুআ করা থেকে বিরত না হয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী ইবলিসের দুআও কবুল করেছেন। তার ওপর আল্লাহ তাআলার লানত বর্ষিত হোক!

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

"সে বলল, "যেদিন তাদেরকে উঠানো হবে সেদিন (কিয়ামতের দিন) পর্যন্ত অবকাশ দিন।""[২১০]

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ

"তিনি বললেন, "তোমাকে সময় দেওয়া হলো।""[২১১]

২১০. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৪।
২১১. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৫।

৫. একটি চমৎকার কাহিনি

ইবনে জারির, ইবনে খুজাইমা, মুহাম্মাদ বিন নসর আল-মারুজি এবং মুহাম্মাদ বিন হারুন একদা মিশরের উদ্দেশে সফর শুরু করলেন। তাদের কাছে পর্যাপ্ত খাবার ছিল না। খাবার শেষ হয়ে গেলে প্রচণ্ড ক্ষুধা তাদেরকে চেপে ধরে। ফলে রাতের বেলা তারা একটি ঘরের সামনে গিয়ে জড়ো হলো। তারা সেখানে আশ্রয় নিতে চাচ্ছিল। তারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করল যে, লটারি করে যার নাম বের হয়ে আসবে, সে গিয়ে ঘরের দরজা নক করবে। যার নাম বের হয়ে আসবে, সে তার সাথিদের জন্য খাবার চাইবে। লটারিতে নাম বের হয়ে আসলো ইবনে খুজাইমার। তিনি সাথিদের বললেন, 'আমাকে ইসতিখারার সালাত আদায় করা পর্যন্ত তোমরা সুযোগ দাও।'

তিনি বলেন, সবাই যখন মোমবাতি ঘিরে বসে পড়ল, তখন তিনি সালাতে মনোযোগী হলেন। এমন সময় জনৈক লোক মিশরের গভর্নরের পক্ষ থেকে আগমন করল এবং দরজায় কড়া নাড়ল। তারা দরজা খুলে দিল। সে বলল, 'তোমাদের মাঝে মুহাম্মাদ বিন নসর কে?' তাকে বলা হলো, 'এই তো এই লোক!' তখন সে একটি থলে বের করল, যাতে পঞ্চাশ দিনার ছিল। সে থলেটি তাকে দিয়ে দিল এবং বাকিদের জন্যও অনুরূপ দিল। এরপর বলল, 'গভর্নর গতকাল দুপুরের সময় হালকা বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তখন তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে, প্রশংসিত কিছু লোক ক্ষুধার্ত। তাই তিনি আপনাদের নিকট এগুলো পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাদের ব্যাপারে কসম করে বলেছেন যে, যখনই এগুলো শেষ হয়ে যাবে, তখনই আপনাদের কাছে অনুরূপ পাঠানো হবে।'

৬. রমাদানে দুআ

যদি রমাদানে দুআ করা না হয়, তাহলে আর কোন মাসে দুআ করা হবে?

- লাইলাতুল কদরে দুআ।
- শেষ দশকে দুআ।
- ইফতারের আগ মুহূর্তে দুআ।

- প্রতি রাতে দুআ। কারণ, রমাদানের প্রতি রাতেই কতক জাহান্নামিকে মুক্তি দেওয়া হয়। এটি গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, কোন দিন দুআ করছে। বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কীভাবে আপনি দুআ করছেন এবং আপনার মন তখন কোন অবস্থায় আছে!

৭. দুআর সূর্য ডুবে গেছে

চারটি কারণে (অনেকের) এখন আর দুআ কবুল হচ্ছে না :

- হারাম খাবার।

  ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, 'যে চায় যে, আল্লাহ তাআলা তার দুআ কবুল করুন, সে যেন পবিত্র খাবার ভক্ষণ করে।'

- দ্রুততা।

  কারণ, নবিজি ﷺ বলেন :

  يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

  'তোমাদের কারও দুআ কবুল করা হয়, যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে। সে বলে, "আমি দুআ করেছি; কিন্তু আমার দুআ কবুল হয়নি।"'[২১২]

আবু দারদা رضي الله عنه বলেন, 'যে বেশি বেশি দরজায় করাঘাত করে, আশা করা যায় তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। আর যে বেশি বেশি দুআ করে, আশা করা যায় তার দুআ কবুল করা হবে।' এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, 'হে আদম-সন্তান, তোমার যে প্রয়োজনে নিজের মনিবের দরজায় বেশি বেশি কড়া নেড়েছ, তাতে তোমার জন্য বরকত দেওয়া হয়েছে।'

- কবুলের ব্যাপারে বিশ্বাস না থাকা।

- দুআয় মনোযোগ না থাকা।

---

২১২. সহিহুল বুখারি : ৬৩৪০, সহিহ মুসলিম : ২৭৩৫।

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আমার জানা-অজানা সব কল্যাণ আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এবং আমার জানা-অজানা সব অকল্যাণ থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।
- হে আল্লাহ, সৃষ্টির ওপর আপনার সক্ষমতা এবং আপনার অদৃশ্য জগতের জ্ঞানের মাধ্যমে আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবিত রাখুন, যতক্ষণ আমার জীবিত থাকার মাঝে কল্যাণ রয়েছে এবং আমাকে মৃত্যু দান করুন, যখন মৃত্যুতে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। হে আল্লাহ দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সব অবস্থায় আপনার ভয় প্রার্থনা করছি। ক্রোধ ও সন্তুষ্টির সময় আপনার প্রতি একনিষ্ঠতা কামনা করছি। দারিদ্র্য ও ধনাঢ্যতার মাঝামাঝি জিন্দেগি প্রার্থনা করছি। আপনার কাছে অশেষ নিয়ামত এবং চোখের অবিচ্ছিন্ন শীতলতা প্রার্থনা করছি। তাকদিরের ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্টি এবং মৃত্যুর পর সুখময় জীবন প্রত্যাশা করছি। হে আল্লাহ, কোনো ধরনের ফিতনা বা অনিষ্টতায় লিপ্ত না হয়েই আমি আপনার কাছে আপনার দিদারের স্বাদ উপভোগ করা এবং আপনার সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করছি। হে আল্লাহ, আমাদেরকে ইমানের সাজে সজ্জিত করুন এবং পথপ্রাপ্তদের জন্য রাহবার বানিয়ে দিন।
- হে আল্লাহ, আপনার আদেশ অনুযায়ী আমরা আপনার কাছে দুআ করেছি। এখন আপনি নিজের ওয়াদা অনুযায়ী আমাদের ডাকে সাড়া দিন।

৯. স্বার্থপর হবেন না

- ইফতারের আগ মুহূর্তে নিজের পরিবারের লোকদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে দুআ করুন।
- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন কাজ দেখার বিষয়

- ইফতারের পূর্বে, সাহরির সময়, এ ছাড়াও দুআ কবুলের যে সময়গুলো আছে, আমরা সেগুলো কাজে লাগানোর ফিকির করব। যেমন : সিজদা ও ফরজ সালাতের পর এবং আজান ও ইকামাতের মাঝামাঝি সময়ে দুআ জারি রাখব।

- দিন-রাতের আজকারগুলোর ব্যাপারে যত্নশীল হব।

- উপকার করব এবং উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করব। নিজের অনুপস্থিত ভাইদের জন্য তাদের অনুপস্থিতিতে দুআ করব এবং তাদের কাছে নিজের জন্য দুআ চাইব।

- দুনিয়ার উদাসীনতা থেকে নিজের হৃদয়কে টেনে ওঠাব এবং মহান রবের ক্ষমার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করব। রাসুল ﷺ বলেন :

  وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ

  'জেনে রেখো, আল্লাহ তাআলা অমনোযোগী উদাসীন হৃদয়ের দুআ কবুল করেন না।[২১৩]

- কুরআন খতমের সময় আমার প্রিয়জনকে ডেকে আনব এবং দুআ করব। কারণ, কুরআন খতমের সময় দুআ করলে তা কবুল হয়। আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে এমন বর্ণনা রয়েছে।

- আমি নিজের পরিবার ও সন্তানদেরকে একে অপরের অনুপস্থিতিতে দুআ করার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেবো।

---

২১৩. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৭৯।

২২. আজকের পাঠ : শরীরচর্চা

[আপনার অভ্যাস পরিবর্তন করুন]

শক্তিশালী মুমিন সর্বোত্তম

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ও উত্তম।
- হারানো যোগ্যতা ও সুস্থতা ফিরিয়ে আনা।
- শারীরিক সুস্থতা অর্জন করা এবং স্থূলতাসহ নানা রকমের ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করা।
- সুস্থ শরীরের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদতে শক্তি অর্জনের নিয়ত থাকা।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যতটা পারো শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে আতঙ্কিত রাখবে।'[২১৪]

উকবা বিন আমির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: ٦٠]، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

'আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি মিম্বারে উঠে বললেন :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যতটা পারো শক্তি অর্জন করো।"

নিশ্চয় শক্তি হলো নিক্ষেপণ; নিশ্চয় শক্তি হলো নিক্ষেপণ; নিশ্চয় শক্তি হলো নিক্ষেপণ।"'[২১৫]

---

২১৪. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৬০।
২১৫. সহিহ মুসলিম : ১৯১৭।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

রাসুল ﷺ-এর শারীরিক-বিন্যাস :

কাজি ইয়াজ ؒ তার আশ-শিফা গ্রন্থে রাসুল ﷺ-এর শারীরিক বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'রাসুল ﷺ ছিলেন উত্তম অবয়বের অধিকারী। তিনি বেশি লম্বাও ছিলেন না এবং একেবারে খাটোও ছিলেন না।'

তাঁর চলার ধরন :

- নবিজি ﷺ-এর চলার ধরন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এমনভাবে চলতেন, যেন কোনো উঁচু স্থান থেকে নিচে অবতরণ করছেন। এমনভাবে চলতেন, বোঝা যেত যে, তিনি অক্ষম কিংবা অলস নন। আবু হুরাইরা ؓ বলেন :

  وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا الأَرْضُ تُطْوَى لَهُ، إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ

  'আমি রাসুল ﷺ-এর মতো দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুত চলতে কাউকে দেখিনি—যেন জমিনকে তাঁর জন্য গুটিয়ে দেওয়া হতো। তাঁর সাথে পথ চলতে আমাদের প্রাণান্তকর অবস্থা হতো, আর তিনি অনায়াসে চলে যেতেন।'[২১৬]

শারীরিক শক্তি :

- বদরের যুদ্ধে যাওয়ার পথে বাহন কম থাকায় পরিবর্তন করে করে সকলে বাহনে উঠতেন। নবিজি ﷺ, আলি ؓ ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ؓ-এর জন্য একটি বাহন বরাদ্দ ছিল। তাঁদের দুজন হাঁটতেন আর একজন বাহনে চড়তেন। কিন্তু নবিজির সাথে থাকা দুজন খুব লজ্জা পাচ্ছিলেন যে, তাঁরা কীভাবে নবিজি ﷺ-এর সামনে বাহনে চড়ে যাবেন, আর তিনি হেঁটে হেঁটে গমন করবেন। কিন্তু নবিজি ﷺ নিজেই কেবল বাহনে চড়ে যাবেন এ বিষয়টি অস্বীকার করে বললেন :

---

২১৬. সুনানুত তিরমিজি : ৩৬৪৮।

‘তোমরা হাঁটার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে বেশি সক্ষম নও এবং আমিও প্রতিদানের ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে কম মুখাপেক্ষী নই।’

- তিনি মক্কা থেকে তায়িফ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় আজকের মতো এত পাকা ও প্রশস্ত রাস্তা ছিল না। সে সময় রাস্তাঘাট ছিল দুর্গম এবং পাহাড়-টিলায় পূর্ণ। অন্যভাবে বলা যায়, তিনি এই কঠিন রাস্তা অতিক্রম করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছেন।

৪. অমূল্য বাণী

আয়িশা ﷺ বলেন, ‘তোমরা ধার্মিকতা ও সাধনায় উমরের চেয়ে অগ্রগামী নও। তিনি যখন হাঁটতেন দ্রুত হাঁটতেন এবং যখন কথা বলতেন, তখন শুনিয়ে বলতেন এবং যখন প্রহার করতেন, তখন ব্যথিত করতেন।’

মূল্যবান ফায়দা

- ব্রিটেনের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, ডাক-অফিসের যে সকল কর্মকর্তা হেঁটে হেঁটে দায়িত্ব পালন করে, তারা ওই সকল কর্মকর্তা থেকে অধিক সুস্থ, যারা তাদের অফিসে বসে কাজ করে থাকে।

- বিশ্বে প্রতি বছর স্থুল দেহের কারণে গড় মৃতের সংখ্যা দুই মিলিয়ন ছয় লক্ষ মানুষ, যেখানে পারমাণবিক বোমায় আক্রান্ত সংখ্যা দুই লক্ষ ৬০ হাজারের চেয়ে কম।

৫. একটি চমৎকার কাহিনি

আবুল মুসবিহ আল-মিকরাই ﷺ বলেন, ‘একদা আমরা মালিক বিন আব্দুল্লাহ আল-খুসামি ﷺ-এর নেতৃত্বে রোমের কোনো একটি অঞ্চলে অভিযানের উদ্দেশে যাচ্ছিলাম। যখন মালিক বিন আব্দুল্লাহ জাবির বিন আব্দুল্লাহর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন জাবির ﷺ হেঁটে হেঁটে নিজের গাধাটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মালিক ﷺ তাঁকে বললেন, “হে আবু আব্দুল্লাহ, আপনি বাহনে উঠুন, আল্লাহ তো আপনার জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেছেন।” তখন জাবির ﷺ

মালিক ﷺ-কে বললেন, "আমি নিজের বাহন উপযোগী করে নেব। অন্যদের মুখাপেক্ষী হব না। আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

"যার দুই পা আল্লাহর পথে ধূলি ধূসরিত হবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।"[২১৭]

জাবির ﷺ যখন যেতে যেতে এতটুকু দূরত্বে চলে গেলেন যে, তাঁর কাছে আওয়াজ পৌঁছানো যায়, তখন মালিক ﷺ পুনরায় চিৎকার করে বললেন, "হে আবু আব্দুল্লাহ, আপনি বাহনে উঠুন, আল্লাহ তো আপনার জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেছেন।" তখন জাবির ﷺ মালিক ﷺ-কে বললেন, "আমি নিজের বাহন উপযোগী করে নেব। অন্যদের মুখাপেক্ষী হব না। আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

"যার দুই পা আল্লাহর পথে ধূলি ধূসরিত হবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।"[২১৮]

এই কথা শুনে একে একে বাহিনীর সকলে লাফিয়ে লাফিয়ে বাহনের ওপর থেকে নেমে পড়ল।' বর্ণনাকারী বলেন, 'ওই দিনের মতো এত অধিক মানুষ পায়ে হেঁটে যেতে আর দেখেনি।'

---

২১৭. সহিহুল বুখারি : ৯০৭।
২১৮. সহিহুল বুখারি : ৯০৭।

৬. রমাদানে শরীরচর্চা

আপনি প্রতিদিন পায়ে হেঁটে মসজিদে গমনের মাধ্যমে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করার মতো দুটি লাভ হবে। এক. আপনি মসজিদে পায়ে হেঁটে গমনের সাওয়াব অর্জন করবেন। দুই. শরীরচর্চার ফায়দা অর্জন হবে।

রাসুল ﷺ বলেন :

> أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

> 'আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় জানিয়ে দেবো না, যার মাধ্যমে গুনাহসমূহ মিটে যাবে এবং মর্যাদাসমূহ বৃদ্ধি পাবে? (তা হলো) 'কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে অজু করা, মসজিদের দিকে বেশি পরিমাণ কদম ফেলা, এক সালাতের পর অন্য সালাতের অপেক্ষা করা। আর এটিই হলো রিবাত, এটিই হলো রিবাত এবং এটিই হলো রিবাত।'[২১৯]

বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের জন্য পায়ে হাঁটার ব্যায়াম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যখন বয়স ৪০ পার হয়ে যায়, তখন তাদের জন্য এটি আরও জরুরি হয়ে পড়ে। পায়ে হাঁটার ফলে অনেক ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকা যায়। বিশেষ করে, স্থূলতা, মাতলামি ও আত্মিক রোগ থেকে বাঁচা যায়। এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, 'আত-তাফকির আল-ইবদায়ি' কিতাবের লেখক টনি বুজান।

আমেরিকান গবেষকরা বিস্ময়কর ফলাফল বের করেছেন যে, হাঁটাচলার ফলে স্মৃতিশক্তি উদ্দীপ্ত হয় এবং মেধা ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে যখন হাঁটাচলা হয় কোনো ফিকিরের সাথে।

অর্থাৎ আপনি হাঁটতে থাকবেন এবং সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও তাঁর অফুরন্ত নিয়ামত নিয়ে চিন্তাভাবনা করবেন। আর এ ধরনের চিন্তাভাবনা মুমিন

---

২১৯. সুনানুন নাসায়ি : ১৪৩, সুনানুত তিরমিজি : ৫১ ও ৫২।

যখন মসজিদের দিকে রওয়ানা করে, তখনই বাস্তবায়িত হয়। বিশেষ করে ফজরের সালাতের সময় যখন মসজিদে গমন করে। এটি হলো এক ধরনের ফ্রি চিকিৎসা। সুতরাং আপনি বেশি বেশি মসজিদে গমন করুন এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করুন; যেন আপনি পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারেন।

৭. শরীরচর্চার সূর্য হারিয়ে গেছে

- বর্তমানে মোটা ও স্থূলতার হার বেড়ে গেছে। মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। যুবকরা বয়সের আগেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। আপনি নিজের আশপাশের লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। স্থূল দেহের লোকদের হার কত? আপনি প্রতি দশজনের নয়জনকেই এমন পাবেন, যাদের ওজন যেমন থাকার দরকার ছিল, তা ছাড়িয়ে গেছে। এর ফলে হৃদয়ের ওপর চাপ পড়ে এবং শারীরিক দায়িত্বগুলো পালনে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। এতে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- পশ্চিমাবিশ্বে শরীরচর্চা তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য এক অংশ। তারা প্রতিদিন সূর্যোদয়ের আগে কয়েক ঘণ্টা হাঁটাচলা করে। তারা ছোট-বড় সকলে মিলে এই ব্যায়াম করে থাকে। (এসব দিক থেকে) তারা আমাদেরকে ছাড়িয়ে গেছে, আর আমরা পশ্চাতে পড়ে আছি।

৮. দুআ

হে আল্লাহ, আমার শরীরকে আপনার আনুগত্যে, জবানকে আপনার জিকিরে, হৃদয়কে আপনার মহব্বতে শক্তিশালী করে দিন। আমি আপনার কাছে অলসদের মতো চলাফেরা এবং মুনাফিকদের মতো অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৯. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন কাজ দেখার বিষয়

- আমি মসজিদের দিকে বেশি বেশি কদম ফেলব এবং নিজের সাথে নিজের সন্তানদেরকেও নিয়ে যাব।
- রোজা রেখে আমি পায়ে হেঁটে ব্যায়াম করব।
- আমি নিজের দৈনন্দিন রুটিনের একটি অভ্যাস হিসেবে শরীরচর্চাকে গণনা করব। লিফট ব্যবহারের পরিবর্তে সিঁড়িতে ওঠানামা করব। কাছাকাছি কোথাও যেতে হলে গাড়ির পরিবর্তে পায়ে হেঁটে যাব।

২৩. আজকের পাঠ : সংশ্রব

[উত্তম সঙ্গ গ্রহণ করুন]

আসুন, কিছু সময় ইমান শিখি

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- লাভ ও সফলতার পথ :

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالْعَصْرِ

'সময়ের শপথ!'[২২০]

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

'অবশ্যই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।'[২২১]

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

'তবে তারা নয়, যারা ইমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে।'[২২২]

---

২২০. সুরা আল-আসর, ১০৩ : ১।
২২১. সুরা আল-আসর, ১০৩ : ২।
২২২. সুরা আল-আসর, ১০৩ : ৩।

- ইমানের স্বাদ আস্বাদন :

রাসুল ﷺ বলেন :

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

'যার মাঝে তিনটি জিনিস আছে, সে ইমানের স্বাদ পেয়েছে। তার কাছে অন্যান্য সকল জিনিস থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল বেশি প্রিয়; সে শুধু আল্লাহর জন্যই মানুষকে ভালোবাসে এবং কুফরে নিক্ষিপ্ত হতে এমনই অপছন্দ করে, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।'[২২৩]

- রহমানের আরশের ছায়া অর্জনের সফলতা :

রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي»

'নিশ্চয় কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, "আমার মহত্ত্বের কারণে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার (আরশের) ছায়ায় ছায়া প্রদান করব—আজ এমন দিন, যেদিন আমার (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া নেই।"'[২২৪]

- ইবলিসকে বিতাড়িত করা :

রাসুল ﷺ বলেন :

فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ

---

২২৩. সহিহুল বুখারি : ১৬, সহিহ মুসলিম : ৪৩।
২২৪. সহিহ মুসলিম : ২৫৬৬।

'ছাগলের পালের মধ্য হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকে ধরে খায়, যে (পাল থেকে) দূরে দূরে থাকে।'[২২৫]

- দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দিকে পথ-নির্দেশ করা :

রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

'সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো, কস্তুরিওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। কস্তুরিওয়ালা হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তার নিকট হতে দুর্গন্ধ পাবে।'[২২৬]

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

'আপনি ধৈর্য সহকারে নিজেকে তাদের সাথেই রাখুন, যারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। পার্থিব জীবনের চাকচিক্য কামনায় তাদের থেকে আপনার চোখ ফিরিয়ে নেবেন না। আর এমন লোকের আনুগত্য করবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার

---

২২৫. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭৬৫।
২২৬. সহিহ মুসলিম : ২৬২৮।

স্মরণ থেকে অমনোযোগী করেছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কাজই হলো বাড়াবাড়ি।'[২২৭]

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﵁ বলেন, 'আয়াতটি আমাদের ছয়জনের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে : ইবনে মাসউদ, সুহাইব, আম্মার, মিকদাদ, বিলাল ও আমার ব্যাপারে। কুরাইশরা বলল, "আমরা এদের অনুসরণ করতে পারি না। সুতরাং আপনি তাদেরকে নিজের কাছ থেকে বিতাড়িত করে দিন।" তখন এই আয়াতটি নাজিল হলো।' ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, নেতৃস্থানীয় কিছু মানুষ বলল, "আমরা আপনার প্রতি ইমান আনব, তবে আমরা যখন আপনার পেছনে সালাত আদায় করব, তখন এদেরকে আমাদের পেছনের কাতারে দেবেন। তারা আমাদের পেছনে সালাত আদায় করবে।" সুতরাং এখানে বিতাড়িত করার অর্থ হলো, সালাতে তাদেরকে পেছনে দাঁড় করানো; মজলিশ থেকে বের করে দেওয়া নয়।'

আয়াত থেকে কয়েকটি ফায়দা :

- সৎ সংশ্রব ব্যতীত সংশোধিত হওয়া যায় না।
- মন্দ ফলাফল সংক্রমিত হয়।
- সৎ সংশ্রব সম্পদ বা মর্যাদার ভিত্তিতে নির্ণীত হয় না। বরং তা নির্ণীত হয় দ্বীন ও তাকওয়ার ভিত্তিতে।
- যে ব্যক্তি যে দলকে সমর্থন করবে, সে তাদের সাথে কিয়ামতের দিন উত্থিত হবে। কারণ, রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا حُشِرَ مَعَهُمْ

'যে ব্যক্তি যে কওমকে ভালোবাসবে, তার হাশর তাদের সাথেই হবে।'[২২৮]

২২৭. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ২৮।
২২৮. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪২৯৪।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

রাসুল ﷺ মুআজ বিন জাবাল ﷺ-কে বললেন :

يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

'হে মুআজ, আল্লাহর শপথ, আমি অবশ্যই তোমাকে ভালোবাসি। আল্লাহর শপথ, আমি অবশ্যই তোমাকে ভালোবাসি। হে মুআজ, আমি তোমাকে অসিয়ত করছি। তুমি প্রত্যেক সালাতের পর এই দুআটি কখনো পরিত্যাগ করবে না :

اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"হে আল্লাহ, আপনার স্মরণে, আপনার শোকরে এবং আপনার উত্তম ইবাদতে আমাকে সাহায্য করুন।"'[২২৯]

এই হাদিস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো :

- আল্লাহর জন্য ভালোবাসার দাবি হলো, আল্লাহর জন্য নসিহত করা এবং আল্লাহর দিকে পথ-নির্দেশ করা।
- আপনার সব বিষয় ঠিক হবে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে : মূল উদ্দেশ্য হলো ইবাদত, আর এর মাধ্যম হলো সাহায্য। আর মাধ্যম ছাড়া কেউ মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। এ কারণেই আমাদের রব তাঁর রাসুলকে বলেছেন :

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

'তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর ওপর ভরসা করো।'[২৩০]

---

২২৯. সুনানু আবি দাউদ : ১৫২২।
২৩০. সুরা হুদ, ১১ : ১২৩।

আর এই ভরসাই হলো সাহায্য চাওয়া। নবিজি ﷺ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন :

اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ

'তোমরা উপকারী বিষয়ে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।'[২৩১]

আমরা আজানের সময় যখন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ 'এসো সালাতের দিকে' এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ 'এসো সফলতার দিকে' বলা হয়, তখন বলি, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ 'আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (কারও পক্ষে পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি নেই।' ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলি, بِاسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ 'আমি আল্লাহর নামে (বের হলাম) এবং তাঁর ওপর ভরসা করলাম। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (কারও পক্ষে পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি নেই।' এখানে ব্যবহৃত প্রতিটি বাক্যের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

- উত্তম ইবাদতই কাম্য; শুধু ইবাদত কাম্য নয়। তবে এই উত্তমতা হবে দুটি বিষয়ের মাধ্যমে : ইখলাস এবং আল্লাহর আদেশের অনুসরণ।

- কথার পর কাজও করতে হবে। সুতরাং মানুষকে এই দুআ করার পর তাকে কাজের মাঠে নেক কাজ করতে হবে, যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে।

২৩১. সহিহ মুসলিম : ২৬৬৪।

৪. অমূল্য বাণী

- আলকামা আল-আতারিদি মৃত্যুর সময় তার ছেলেকে অসিয়ত করে বলেন, 'হে বৎস, যখন তোমার লোকদের সংশ্রব প্রয়োজন হবে, তখন এমন লোকদের সংশ্রব গ্রহণ করবে, যদি তুমি তার সেবা করো, তাহলে সে তোমাকে রক্ষা করবে; তুমি তার সংশ্রব গ্রহণ করলে তোমাকে সজ্জিত করবে। যখন তোমার খাদ্য সংকট দেখা দেবে, তখন সে তা জোগান দেবে। তুমি তার দিকে কল্যাণের হাত প্রসারিত করলে সেও তোমার দিকে কল্যাণের হাত প্রসারিত করবে। সে তোমার মাঝে কোনো কল্যাণ দেখলে, তা গুনে রাখবে। আর মন্দ কিছু দেখলে ঠিক করে দেবে। এমন লোকের সংশ্রব গ্রহণ করো, যদি তুমি তার কাছে কিছু চাও, তাহলে সে তা প্রদান করবে। যদি তুমি নীরব হয়ে যাও, তাহলে সে তোমাকে অনুপ্রাণিত করবে; যদি তোমার ওপর কোনো দুর্যোগ নেমে আসে, তাহলে সে তোমাকে সান্ত্বনা দেবে। এমন লোকের সংশ্রব গ্রহণ করো, যদি তুমি কথা বলো, তাহলে সে তোমাকে সত্যায়ন করবে এবং যদি কোনো বিষয়ে দুজনে পরিবর্তন করতে চাও, তাহলে সে তোমাকে আমির বানিয়ে দেবে, আর যদি ঝগড়া করো, তাহলে সে তোমাকে অগ্রাধিকার দেবে।'

৫. একটি চমৎকার কাহিনি

ইয়ারমুকের যুদ্ধে হুজাইফা আল-আদাওয়ি তাঁর চাচাতো ভাইয়ের খোঁজ করছিলেন। তাঁর কাছে পানির একটি পেয়ালাও ছিল। তাঁকে আহত অবস্থায় পাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন যে, 'আমি কি তোমাকে পানি পান করাব?' সে ইশারায় পান করানোর কথা বলল। পানি পান করানোর পূর্বমুহূর্তে তাঁরা জনৈক লোকের চিৎকার শুনল যে, 'আহ! পানি।' হুজাইফার চাচাতো ভাই লোকটির দিকে ইশারা করলেন, যেন পানির পেয়ালা নিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া হয়। হুজাইফা ﵁ তাঁর কাছে গেলেন। তিনি সেখানে গিয়ে হিশাম বিন আস ﵁-কে পেলেন। যখন তিনি তাঁকে পানি পান করানোর ইচ্ছা করলেন, ঠিক তখনই তাঁরা জনৈক লোকের চিৎকার শুনলেন, 'আহ! পানি।' হিশাম তাঁর দিকে ইশারা করে বললেন, যেন পানি নিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া হয়। হুজাইফা ﵁

পানি নিয়ে তাঁর কাছে ছুটে গেলেন। কিন্তু গিয়ে দেখলেন, লোকটি ইতিমধ্যেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। ফলে তিনি পানি নিয়ে হিশামের কাছে ফিরে এলেন; কিন্তু তাঁকেও মৃত পেলেন। এরপর নিজের চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিরে এসে তাকেও সেখানে মৃত অবস্থায় পেলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এক পেয়ালা পানি পানে নিজের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

৬. রমাদানে সংশ্রব

মন্দ লোকদের সংশ্রব থেকে বিদায় গ্রহণ করা এবং তাদের বন্দী থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বোত্তম সময় হলো রমাদান। এ মাসেই সৎ লোকদের সংশ্রব গ্রহণ করা যায় এবং তাদের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া যায়। আর কেন এমনটি হবে না? এটি তো সে মাস, যে মাসে শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় এবং জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, আর জাহান্নামের দরজাগুলো বন্দ করে দেওয়া হয়। এটি সে মাস, যে মাসে নেককার লোকেরা আপনার সামনেই সকল কিছু থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিজেদেরকে মসজিদ ও কুরআন খতমে আবদ্ধ করে ফেলে। সুতরাং তাদের সাথে পরিচিত হোন এবং তাদের মাধ্যমে সান্ত্বনা লাভ করুন।

সৎসঙ্গ

- সৎসঙ্গীর সাথে মিলে আপনি কুরআন শিক্ষা করবেন এবং তার সাথেই আল্লাহর কিতাবের দরসে উপস্থিত হবেন।
- তার সাথে মিলে তারাবিহের সালাতে যাবেন এবং তাহাজ্জুদের সালাত পাঠ করবেন।
- ইফতারের সময় তার সাথে মিলিত হবেন।
- সে আপনাকে কল্যাণের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করবে এবং রমাদানের সময়গুলোকে গনিমত হিসেবে তুলে ধরবে।
- মানুষ ও জিন শয়তানের ফাঁদে পড়া থেকে আপনাকে রক্ষা করবে।

৭. দুআ

- হে আল্লাহ, আমাকে সৎসঙ্গ দান করুন। হে আল্লাহ, আমাদের এমন কিছু ভাই দান করুন, যাদেরকে আমরা আপনার জন্যই ভালোবাসব। হে আল্লাহ, তাদের সাথে আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাওসে নবিজি ﷺ-এর সঙ্গী হিসেবে কবুল করে নিন। হে আল্লাহ, আমাদের গুনাহের কারণে এই সংশ্রব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না।
- হে আল্লাহ, আমাদের জন্য সহজে এমন সৎসঙ্গী মিলিয়ে দিন, যে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে, যখন আমরা ভুলে যাই এবং আমরা সৎকাজের ইচ্ছে করলে সাহায্য করবে।
- হে আল্লাহ, স্থায়ী আবাসে আমি আপনার কাছে মন্দ দিন, মন্দ রাত, মন্দ সময়, মন্দ সঙ্গী এবং মন্দ প্রতিবেশী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৮. নেককারদের সূর্য ডুবে গেছে

- (বর্তমানের অবস্থা এমন যে) সৎ লোকও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে, ফিতরাত নষ্ট হয়ে গেছে এবং সঠিক লোক পথ হারিয়ে ফেলেছে। কারণ, এক হাতে তালি বাজে না (অর্থাৎ কেউ সৎসঙ্গ ছাড়া সৎ থাকতে পারে না) এবং মন্দের আধিক্য সৎসাহস দুর্বল করে ফেলে।
- যুবকরা ব্যাপকভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। কেননা, তাদের সৎ পথে ধাবিত করার চেয়ে পথভ্রষ্ট করা হাজারগুণে সহজ। আর অধঃপতনের একটি মৌলিক কারণ হলো অসৎসঙ্গ।
- বেহুদা কাজ ও কথার প্রসার ঘটেছে এবং সময়গুলো অনর্থক বিষয়ে নষ্ট হচ্ছে।
- কল্যাণকর কাজের পরিবর্তে তুচ্ছ বিষয়ে প্রতিযোগিতা চলছে। মানুষ জান্নাতের দিকে ছুটে যাওয়ার পরিবর্তে প্রবৃত্তির দিকে ছুটে যাচ্ছে। তারা লাগাতার ভ্রমণ করছে, তবে তা জান্নাতের দিকে নয়; বরং জাহান্নামের গর্তের দিকে।

- আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা, তাকওয়া ও নেক কাজে পরস্পরকে সাহায্যের চেয়ে ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

৯. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন কাজ দেখার বিষয়

- সঙ্গী নির্বাচন করা : কাউকে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করার পূর্বে আমরা তাকে যাচাই করে নেব। বন্ধুর মাঝে এ শর্তগুলো পরিপূর্ণ থাকতে হবে : বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হওয়া, সঠিক দ্বীনের ধারক হওয়া, সাথে সাথে প্রশংসনীয় গুণাবলিও থাকা।

- অন্যের দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করতে আমরা জান-মাল দিয়ে সাহায্য করতে ছুটে যাব। যদিও এর ফলে নিজের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। নবিজি ﷺ বলেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করবে।'[২৩২]

- আমি আমার সঙ্গীকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার বিষয়টি তাকে জানিয়ে দেবো; যেন আমাদের সম্পর্ক আরও মজবুত ও শক্তিশালী হয় এবং আমাদের ইখলাস হয় সুগভীর। রাসুল ﷺ বলেন :

إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ

'যখন কোনো ব্যক্তি তার কোনো ভাইকে ভালোবাসে, তখন যেন সে তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালোবাসে।'[২৩৩]

- আমি বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ মহব্বত তৈরি করব। প্রশংসার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করব। উমর বিন খাত্তাব ﷺ

---

২৩২. সহিহুল বুখারি : ১৩, সহিহু মুসলিম : ৪৫।
২৩৩. সুনানু আবি দাউদ : ৫১২৪।

বলেন, 'তোমার ভালোবাসা যেন কঠিন আকার ধারণ না করে এবং তোমার ক্রোধ যেন অনর্থক না হয়।'

১০. স্বার্থপর হবেন না

- যখন আল্লাহ তাআলা আপনাকে কোনো নেক সংশ্রব দান করবেন, তখন অন্যকেও সেদিকে দাওয়াত দেবেন। (সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা অন্য ভাইয়ের জন্য পছন্দ করে না।)
- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

২৪. আজকের পাঠ : মুরাকাবা

[আপনার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করুন]

যেন আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- ইহসানের স্তর অর্জন করা :

হাদিসে জিবরিলে বর্ণিত আছে যে, নবিজি ﷺ ইহসান সম্পর্কে বলেন :

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ।'[২৩৪]

- আল্লাহ তাআলার নাম 'আর-রকিব' সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা :

ইমাম সাদি ﷺ বলেন, 'আর-রকিব' দ্বারা সে পরিমাপের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা শ্রুত সবকিছু শ্রবণ করেন, দেখার মতো সবকিছু দেখেন এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছুর ব্যাপারে জানেন। অন্তরে যা ঘুরপাক খাচ্ছে, তাও তিনি জানেন এবং প্রতিটি স্পন্দন সম্পর্কে

---

২৩৪. সহিহুল বুখারি : ৫০, সহিহ মুসলিম : ৮।

তাঁর জ্ঞান রয়েছে। সুতরাং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কৃত প্রকাশ্য কার্যাবলির ব্যাপারে আপনার কী ধারণা?

- লজ্জার কাপড় পরিধান করা :

কারণ, যে ব্যক্তি এ কথা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন, সে তাঁর অবাধ্যতা করতে অবশ্যই লজ্জাবোধ করবে। লজ্জা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামের চরিত্র।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'তোমরা যেখানেই থাকো তিনি তোমাদের সাথে আছেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন।'[২৩৫]

এখানে দুটি ব্যাখ্যা আছে :

প্রথম ব্যাখ্যা : তোমরা যেখানেই থাকো, তাঁর জ্ঞান তোমাদের সাথেই আছে। সুতরাং তোমাদের কর্মগুলো তাঁর কাছে গোপন নয়।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : তাঁর ক্ষমতা তোমাদের সাথে আছে। সুতরাং তোমাদের কোনো কর্মই তাঁকে অক্ষম করে দেয় না।

ইমাম সাদি ﵀ বলেন, 'আল্লাহ তাআলার এই সঙ্গত্ব ইলম ও অবগতির সঙ্গত্ব। এ কারণেই তিনি সতর্ক করেছেন এবং কর্মের প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন :

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।'[২৩৬]

---

২৩৫. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ৪।
২৩৬. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ৪।
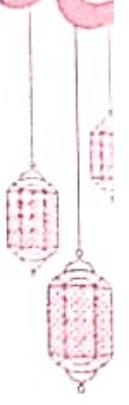
অর্থাৎ তিনি তোমাদের পক্ষ থেকে যে কর্ম প্রকাশিত হচ্ছে, তার ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা। তোমাদের ভালো বা মন্দ যে কর্মই সম্পাদিত হয়, তা সম্পর্কে তিনি জানেন। তিনি তোমাদেরকে এর বিনিময় দেবেন এবং তোমাদের জন্য সেগুলো সংরক্ষণ করে রাখছেন।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

রাসুল ﷺ বলেন :

اعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে না দেখো, তাহলে তিনি তো তোমাকে দেখছেন (এই ভেবে ইবাদত করো)।'[২৩৭]

এখানে দুটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে :

প্রথমত, বান্দা এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন সে আল্লাহকে দেখছে। আর এটিই সর্বোচ্চ স্তর। যদি বান্দা এই স্তরটি অর্জন করতে না পারে, তাহলে সে এর নিম্ন স্তরে নেমে আসবে, যা ইহসানের দ্বিতীয় স্তর। আর তা হলো এই উপলব্ধি করা যে, আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন। সে মনে করবে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন এবং তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব বিষয়ে তিনি অবগত আছেন। আর যখন বান্দা ইহসানের এ স্তর লাভ করবে, তখন তার নজর আর মাখলুকের ওপর থাকবে না; ফলে তার মাঝে লৌকিকতা ও প্রদর্শনীর চিন্তা আসবে না। বরং বাহ্যিক অবস্থার মধ্যেও সে আল্লাহর হুকুম-আহকামের প্রতি যত্নবান হবে।

২৩৭. আজ-জুহদ ওয়ার রাকায়িক লি-ইবনিল মুবারক ওয়া জুহদ লি-নুআইম বিন হাম্মাদ : ২/৬৩।

৪. অমূল্য বাণী

হারিস আল-মুহাসিবি ﵀ বলেন, 'মুরাকাবা হলো হৃদয় কর্তৃক আল্লাহর নৈকট্যের জ্ঞান অর্জন করা। জুনাইদ ﵀-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'দৃষ্টির হিফাজতে কোন জিনিস সাহায্য করবে?' তিনি বললেন, 'তোমার এই জ্ঞান যে, তোমার দিকে আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি তাঁর দিকে তোমার দৃষ্টির চেয়ে বেশি অগ্রগামী।'

- ইবনুল মুবারক ﵀ জনৈক লোককে বললেন, 'আল্লাহ তাআলার মুরাকাবা করো। লোকটি তাকে এ কথার ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "সব সময় এমনভাবে থাকো, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ।"'

- হারিস আল-মুহাসিবি ﵀ বলেন, 'তিনটি জিনিস নিয়ে মুরাকাবা করতে হয় : আমলের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করে তাঁর মুরাকাবা করা। অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে আল্লাহর মুরাকাবা করা এবং চিন্তা ও কল্পনায় আল্লাহর মুরাকাবা করা। মুরাকাবার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, এটি হলো আমলের বীজ।'

- ইবনে মাসরুক ﵀ বলেন, 'যে নিজের হৃদয়ের কল্পনায় আল্লাহর মুরাকাবা করে, আল্লাহ তাআলা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়ায় তাকে রক্ষা করবেন।

- ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, 'হে অপরাধী, গুনাহের মন্দ পরিণামের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যেও না। কারণ, তুমি তো জানো যে, একটি গুনাহ তার চেয়ে বড় কোনো গুনাহের দিকে ধাবিত করে। তোমার ডানে-বামে যে ফেরেশতরা রয়েছে, তুমি তাদেরকে কমই লজ্জা করো। এ কারণেই তুমি গুনাহের পর গুনাহে লিপ্ত হচ্ছ। আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে কেমন আচরণ করবেন, তা তুমি জানো না; কিন্তু তারপরও তোমার হাসি-তামাশায় মজে থাকা গুনাহের চেয়েও বড় অপরাধ। গুনাহ করতে গিয়ে সফল হয়ে তোমার আনন্দ প্রকাশ গুনাহের চেয়েও ভয়াবহ। গুনাহ করতে না পেরে তোমার আফসোস করা গুনাহের চেয়ে বড় অপরাধ। গুনাহে লিপ্ত অবস্থায় দরজার পর্দা সরে যাওয়ায় তুমি ভয় পেয়ে যাও; কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিসীমায়

থেকে গুনাহ করছ, এই ভয়ে তোমার অন্তর প্রকম্পিত না হওয়া গুনাহের চেয়ে বড় অপরাধ।

- হাসান ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা এমন বান্দার ওপর রহম করুন, যে নিজের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। যদি তার ইচ্ছেটা আল্লাহর সন্তুষ্টিমাফিক হয়, তাহলে অগ্রসর হয়; আর যদি তা এর বিপরীত হয়, তবে থেমে যায়।

৫. কিছু চমৎকার কাহিনি

- উরওয়া বিন জুবাইর ﷺ আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ-এর মেয়ে সাওদাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ তখন হজে কাবা শরিফ তাওয়াফ করছিলেন। উরওয়া এমন সময়ে তাঁকে এই প্রস্তাব পেশ করলেন যে, আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ এই প্রস্তাবের কোনো উত্তর দিলেন না। উরওয়া বলেন, 'যদি তাঁর এই প্রস্তাবের ব্যাপারে ইচ্ছা থাকত, তাহলে আমার কথার উত্তর দিতেন। আল্লাহর শপথ, আমি এ ব্যাপারে আর কোনো কথা বলব না।' তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ আমার আগে মদিনায় পৌছে গেলেন। আমি মদিনায় এসে মসজিদে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন মসজিদে বসা ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তখন তিনি বলেন, "তুমি সাওদার ব্যাপারে কথা বলেছিলে!" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" তিনি বলেন, "তুমি এমন সময় তার আলোচনা তুলেছিলে, যখন আমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিলাম। আমি আল্লাহ তাআলার স্মরণে মগ্ন ছিলাম। আর তুমি তো অন্য কোথাও আমার সাথে এই বিষয়ে কথা বলতে পারতে।"'

- আবু হামিদ গাজালি ﷺ বলেন, 'জনৈক আমিরের অনেক গোলাম ছিল। তাদের মধ্যে একজন অন্যদের তুলনায় তার কাছে বেশি বেশি আসা-যাওয়া করত। তবে মূল্যের দিক দিয়ে সে অন্যদের চেয়ে দামি ছিল না। তার আকৃতিও অতটা সুন্দর ছিল না। অন্য গোলামরা বিষয়টি আমিরের সামনে তুলে ধরলে তিনি তাদের মাঝে খিদমতের ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের ইচ্ছা করলেন। একদিন আমির বাহনে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তার সাথে অনেক সেবকও ছিল। তাদের থেকে কিছু দূরে একটি বরফঢাকা পাহাড় ছিল। আমির সে বরফের দিকে দৃষ্টি দিয়ে মাথা ঝুঁকালেন। তখনই
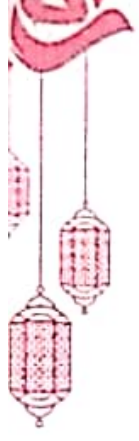
সে গোলাম ঘোড়ায় চেপে বসল। কিন্তু লোকজন বুঝতে পারল না যে, কেন সে ঘোড়ায় চেপে বসেছে। স্বল্প সময়ের ভেতরে সে সাথে করে কিছু বরফ নিয়ে ফিরে এল। আমির তাকে বললেন, 'তুমি কীভাবে বুঝলে যে, আমি বরফ প্রত্যাশা করেছিলাম?' সে বলল, 'আপনি সেদিকে তাকিয়েছিলেন। আর রাজারা অনর্থক কোনো জিনিসের দিকে তাকায় না।' আমির বলল, 'আমি বিশেষভাবে তার প্রতি খেয়াল রাখি। কেননা, প্রত্যেকে ব্যক্তিরই বিশেষ কাজ থাকে। আর এ গোলামের বিশেষ কাজ হলো, আমার রুচি ও মেজাজের প্রতি লক্ষ রাখা।

সে ব্যক্তি কি আল্লাহ তাআলার সম্মান ও পুরস্কার পাবে না, যে আল্লাহর হকসমূহ আদায় করে এবং তাঁর পছন্দনীয় জিনিসের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে?

৬. রমাদানে মুরাকাবা

রমাদানে আল্লাহ ছাড়া কেউ আপনাকে দেখছে না। তখন আপনি একা থাকা অবস্থায়ও পানাহার করছেন না। প্রিয় বোন, আপনি তো রোজাদার অবস্থায় রান্নার সময় স্বাদ পরীক্ষার জন্য একটু খাবার মুখে দিয়ে সাথে সাথে ফেলে দেন, যেন পেটে কিছু না যায়। এটা তো আপনার এ বিশ্বাসের বাস্তব পরীক্ষা যে, আপনি সর্বদা আল্লাহ তাআলার নেগরানি ও নজরদারিতে আছেন। রমাদানের এই শিক্ষা ও বিপুল সামানকে কি রমাদানের পরে হৃদয়ে বাকি রাখা যায় না? রমাদানের পরেও কি এই কল্পনা করা যায় না যে, আপনার গোপন ও প্রকাশ্য সকল কার্যকলাপ আল্লাহ তাআলা দেখছেন।

৭. দুআ

- হে আল্লাহ, আমাদের প্রকাশ্যের চেয়ে অপ্রকাশ্যকে আরও উত্তম বানিয়ে দিন এবং আমাদের বাহ্যিক থেকে অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো আরও সুন্দর করে দিন।
- হে আল্লাহ, আমাদেরকে এমনভাবে ইবাদতের তাওফিক দিন, যেন আমরা আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। আপনাকে ছাড়া যেন আমরা আর কাউকে ভয় না করি।
- হে আল্লাহ, আমাদের এমন কিছু গুনাহ আছে, যা আমরা দুনিয়াতে মানুষের দৃষ্টির আড়াল করেছি। আপনি আমাদেরকে আপনার সুন্দর চাদরে আচ্ছাদিত করে নিন এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের দিন আমাদের লাঞ্ছিত করবেন না।
- হে আল্লাহ, একাকিত্বে আপনার মর্যাদার খেলাফ কোনো কাজ করা থেকে আমরা আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং প্রবৃত্তির কাছে বন্দী হওয়া থেকেও আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৮. মুরাকাবার সূর্য হারিয়ে গেছে

- গোপন গুনাহের প্রসার ঘটেছে এবং একাকিত্বে আল্লাহর সাথে খিয়ানত চলছে।
- কিছু মানুষ গুনাহের ভয়াবহতার অনুভূতিই হারিয়ে ফেলেছে, তারা প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে। এমনকি তারা এমন নাজুক স্তরে পৌঁছে গেছে যে, গুনাহকে গুনাহই মনে করছে না; বরং তাকে ভালো জ্ঞান করছে এবং তা নিয়ে গর্ব করছে। আল্লাহ তাআলা যে তাদেরকে দেখছেন, এ ব্যাপারে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই; মানুষের দেখার বিষয়টি চিন্তা করা তো আরও দূরের কথা।

৯. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন কাজ দেখার বিষয়

- যেকোনো ইবাদত করার আগে আমি আমার ইচ্ছা ও চিন্তার প্রতি খেয়াল রাখব। যদি আমার ইচ্ছা ও চিন্তা হয় আল্লাহর জন্য, তাহলে সামনে বাড়ব। আর যদি ভিন্ন কিছুর উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে আর সামনে বাড়ব না।

- গুনাহের চিন্তা করার আগে আল্লাহ তাআলার পর্যবেক্ষণের বিষয়টি নিয়ে ভাবব। আর এভাবে সব ধরনের গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখব। যদি কখনো আমার কামনা আমার ওপর প্রবল হয়ে যায় এবং শয়তান আমার ওপর বিজয়ী হয়ে যায়, তাহলে গুনাহ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাওবা করে ফিরে আসব এবং মন্দের পরপরই একটি ভালো কাজ করে নেব। আর এটিই হলো মুরাকাবার অর্থ।

- বৈধ বিষয়গুলোর ব্যাপারে আল্লাহর মুরাকাবা করব। তাঁর নিয়ামতের শোকর আদায় করব। বিলাসিতা যেন আমাকে তাঁর থেকে বিমুখ করে না ফেলে।

১০. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।

- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।

- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

২৫. আজকের পাঠ : দাওয়াত

[আপনার ইবাদতের মান উন্নত করুন]

নবির মিরাসের দিকে আসুন!

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- নেক কাজে পথ-প্রদর্শনকারী নেক কাজ সম্পন্নকারীর মতো।
- যখন কেউ আপনার অনুসরণ করবে এবং আপনি যেদিকে পথ দেখিয়েছেন সেদিকে চলবে, তখন সহজেই একটি সাওয়াব অর্জন করতে পারবেন। ওই লোকটি যতদিন জীবিত অবস্থায় আপনার দেখানো বিষয়টির ওপর আমল করবে, আপনি তার সাওয়াব পেতে থাকবেন। রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

'যে লোক সঠিক পথের দিকে ডাকে, তার জন্য সে পথের অনুসারীদের প্রতিদানের সমান প্রতিদান রয়েছে। এতে তাদের প্রতিদান হতে সামান্য ঘাটতি হবে না।'[২৩৮]

---

২৩৮. সহিহ মুসলিম : ২৬৭৪, সুনানু আবি দাউদ : ৪৬০৯।

- মৃত্যুর পরও সাওয়াব অব্যাহত থাকে।

রাসুল ﷺ বলেন :

سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وهُو فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهْرًا، أَوْ حفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

'সাতটি আমলের সাওয়াব বান্দার মৃত্যুর পর কবরে থাকা অবস্থায় তার জন্য জারি থাকে। যে ব্যক্তি কাউকে ইলম শেখাবে, অথবা নদী খনন করবে, অথবা কূপ খনন করবে, অথবা খেজুর গাছ লাগিয়ে যাবে, অথবা মসজিদ নির্মাণ করবে, অথবা পবিত্র কুরআনের উত্তরাধিকার রেখে যাবে অথবা এমন সন্তান রেখে যাবে—যে মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।'[২৩৯]

- দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা আছে তার চেয়ে উত্তম।

রাসুল ﷺ বলেন :

لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم

'তোমার মাধ্যমে একজন লোকের হিদায়াত পাওয়া তোমার জন্য লাল উটের মালিক হওয়ার চেয়ে উত্তম।'[২৪০]

- আল্লাহর রহমত নাজিল এবং ফেরেশতাদের রহমতের দুআ।

রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى الْحُوتَ فِي الْبَحْرِ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ

---

২৩৯. মুসনাদুল বাজ্জার : ৭২৮৯।
২৪০. সহিহুল বুখারি : ২৯৪২।

‘যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেয় আল্লাহ তার ওপর রহমত বর্ষণ করেন, ফেরেশতারা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করে—এমনকি গর্তের পিপীলিকা এবং সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তার জন্য দুআ করে।’’[২৪১]

- আপনার ভান্ডার থেকে দান করুন।

নবিজি ﷺ বলেন :

مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ، ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ، كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الْكَنْزَ، فَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ

‘যে ব্যক্তি ইলম শিখে তা বর্ণনা করল না, তার উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো যে সম্পদের খনি গড়ে তুলল; কিন্তু তা থেকে খরচ করল না।’[২৪২]

- নবিজি ﷺ আপনার জন্য দুআ করেছেন। তিনি বলেন :

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا

‘আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে তরতাজা রাখুন, যে আমার কথা শুনেছে, অতঃপর তা সংরক্ষণ করেছে এবং যেভাবে তা শ্রবণ করেছে সেভাবে তা পৌঁছিয়ে দিয়েছে।’[২৪৩]

২৪১. তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৭৯১২।
২৪২. আল-মুজামুল আওসাত : ৬৮৯।
২৪৩. মুসনাদুল বাজ্জার : ৩৪১৬।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, "আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত"?'[২৪৪]

হাসান বসরি ﵀ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'সে হলো এমন মুমিন ব্যক্তি, যার ডাকে আল্লাহ সাড়া দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলা তার যে ডাকে সাড়া দিয়েছেন, সেদিকে সে মানুষকে আহ্বান করতে থাকে। আর সে নেক আমলও করতে থাকে। আর এই লোকই হলো আল্লাহর প্রিয় এবং আল্লাহর বন্ধু।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

উসতাজ রশিদ ﵀ বলেন :

বাস্তবতা হলো দায়ি যখন নিজের দাওয়াতে সত্যবাদী হয়, তখন সে শুধু দাওয়াত নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এ ছাড়া ভিন্ন কোনো ফিকির করে না। সে শুধু এ উদ্দেশ্যেই ভ্রমণ করে। এ ব্যাপারে সাধনা ও সময় ব্যয় করার ক্ষেত্রে মোটেও কার্পণ্য করে না। অন্য কোনো ব্যস্ততা তাকে দাওয়াত থেকে সরিয়ে রাখতে পারে না। এমনকি সবচেয়ে কঠিন সময়ে সংকীর্ণ অবস্থায়ও সে অবিচল থাকে। আমাদের রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ ও এমনই ছিলেন। যখন আবু বকর ﵁-সহ নবিজি ﷺ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করছিলেন, তখন পথিমধ্যে বুরাইদা ইবনুল হাসিব আল-আসলামিকে তার সম্প্রদায়ের কিছু লোকের সাথে দেখে মক্কা ও মদিনার মাঝামাঝি স্থানে তাকে তাঁরা দাওয়াত দিলেন। ইসলামের দাওয়াত পেয়ে তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। এটি প্রমাণ করে যে, নবিজি ﷺ আল্লাহর দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে কখনোই গাফিল ছিলেন না; এমনকি তিনি মদিনায় হিজরতকালীন সময়েও পথিমধ্যে দাওয়াত দিয়েছেন—যখন তাঁকে মক্কার কাফিররা খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

---

২৪৪. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৩।

৪. অমূল্য বাণী

- ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'তুমি কি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চাও না? তাহলে তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর দিকে দাওয়াত দাও। এটি নবিদের কাজ। তুমি কি জানো না যে, নবিগণ মাখলুকের শিক্ষার বিষয়টিকে নির্জনে ইবাদত করার ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন! কারণ, তাঁরা জানতেন যে, এটি তাঁদের প্রিয় প্রতিপালকের নিকট অধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।'

  আলি ﷺ আল্লাহ তাআলার এই আয়াত—(قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) 'তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।'[২৪৫]—এর ব্যাপারে বলেন, 'তোমাদের পরিবারকে কল্যাণের শিক্ষা দাও।'

- উসতাজ সাইয়িদ কুতুব ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তোমাদেরকে দাওয়াতের জন্য নির্বাচন করা মূলত তোমাদেরকে সম্মান প্রদান, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও তাঁর দান। এখন যদি তোমরা এই অনুগ্রহের উপযুক্ত হওয়ার চেষ্টা না করো, এই মহান পথের কষ্টের জন্য উঠে না দাঁড়াও এবং তোমাদেরকে যা দান করা হয়েছে, তার মূল্য উপলব্ধি করতে না পারো, তাহলে অন্যান্য বিষয় তোমাদের জন্য তুচ্ছ হয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা ফিরিয়ে নেবেন এবং এই অনুগ্রহের জন্য এমন কাউকে নিযুক্ত করবেন, যে এই অনুগ্রহের উপযুক্ত।

- ইমাম গাজালি ﷺ বলেন, 'এই জমানায় ঘরে বসে থাকা প্রতিটি লোক সে যেখানেই থাকুক, কোনো মন্দ কাজ থেকে মুক্ত নয়। কারণ, সে মানুষকে পথ দেখানো, তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া এবং ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করা থেকে বিরত রয়েছে। অবস্থা তো এখন এত নাজুক যে, শহরের অধিকাংশ মানুষ সালাতের শর্তসমূহের ব্যাপারে অজ্ঞ। তাহলে চিন্তা করো, গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকদের অবস্থা কেমন! প্রত্যেক শহর বা মসজিদে এমন একজন লোক থাকা আবশ্যক, যিনি লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেবেন। প্রত্যেক গ্রামেও এমন লোক থাকতে হবে। আর প্রত্যেক ফকিহর জন্য

---

২৪৫. সুরা আত-তাহরিম, ৬৬ : ৬।

একটি কর্তব্য হলো, নিজের ফরজে আইনের সময় থেকে কিছু সময় বের করে ফরজে কিফায়া পালনে সচেষ্ট হবেন। তার পার্শ্ববর্তী সাদা, কালো, আরব, অনারব, কুর্দিসহ আরও যারা আছে, তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেবেন এবং শরিয়তের বিধিবিধান সকলকে শিখিয়ে দেবেন।

- মালিক বিন দিনার ﷺ বলেন, 'যদি আমি ঘুমানো ছাড়া থাকতে পারতাম, তাহলে ঘুমাতাম না। কেননা, আমার ভয় হয় যে, আমার ঘুমন্ত অবস্থায়ই আজাব নাজিল হবে। যদি আমি কিছু সহযোগী পেতাম, তাহলে সারা দুনিয়ায় তাদেরকে এই ঘোষণাপত্র দিয়ে ছড়িয়ে দিতাম : "হে লোক সকল, জাহান্নাম জাহান্নাম!"'

- ইবনে মাসউদ ﷺ-কে বলা হলো, 'জীবিত থেকেও কে মৃত?' তিনি বলেন, 'যে ভালো কাজের পরিচয় তুলে ধরে না এবং মন্দ কাজকে ঘৃণিত করে তোলে না।'

৫. চমৎকার কাহিনি

রাসুল ﷺ চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا

'যে মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে সীমা লঙ্ঘন করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই যাত্রীদলের মতো, যারা কুরআনের মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পেল ওপরতলায় আর কেউ নিচতলায় (পানির ব্যবস্থা ছিল ওপরতলায়)। কাজেই নিচের তলার লোকেরা পানি সংগ্রহকালে

ওপরতলার লোকদের ডিঙিয়ে যেত। তখন নিচতলার লোকেরা বলল, “ওপরতলার লোকদের কষ্ট না দিয়ে আমরা যদি নিজেদের অংশে একটি ছিদ্র করে নিই (তবে ভালো হয়), এমতাবস্থায় ওপরের তলার লোকেরা যদি নিচতলার লোকদের আপন মর্জির ওপর ছেড়ে দেয়, তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা এদের হাত ধরে রাখে (বিরত রাখে), তবে তারা এবং সকলেই রক্ষা পাবে।”’[২৪৬]

রাসুল ﷺ স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে, তখন বিষয়টি দুটি ফলাফলের যেকোনো একটি অবশ্যই বয়ে আনবে, হয়তো ওপরের তলার লোকেরা এই বিপর্যয়ে বাধা প্রদানের দায়িত্ব পালন করবে এবং এর মাধ্যমে সকলেই মুক্তি পাবে; আর না হয় তারা তাদেরকে ছেড়ে রাখবে এবং দাবি করবে যে, নিচের তলার লোকেরা তাদের অংশে যা ইচ্ছা তা করতে পারবে, এটা তাদের অধিকার। আর এই অবস্থায় চূড়ান্ত ফলাফল হলো সকলের অনিবার্য ধ্বংস।

হাফিজ ইবনে হাজার رحمه الله বলেন, ‘(এভাবেই আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ফলে বাস্তবায়নকারী এবং যাদের ওপর বাস্তবায়ন করা করেছে, সকলে মুক্তি পেয়েছে। অন্যথায় অবাধ্যরা ধ্বংস হতো অবাধ্যতার ফলে; আর নীরবে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা ব্যক্তিরা ধ্বংস হতো তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার কারণে।) আর এটিই এ আয়াতের মিসদাক :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً

‘আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকো, যা বিশেষত শুধু তাদের ওপরই পতিত হবে না, যারা তোমাদের মধ্যে জালিম।’[২৪৭]

রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ

---

২৪৬. সহিহুল বুখারি : ২৪৯৩।
২৪৭. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ২৫।

'যখন মানুষ জালিমকে দেখেও তার হাত পাকড়াও করে না, তখন তাদের ব্যাপারে সম্ভাবনা রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ব্যাপকভাবে আজাবে পতিত করবেন।'[২৪৮]

৬. রমাদানে দাওয়াত প্রদান

রমাদানে কত হৃদয়ই না উন্মুক্ত হয়!

কত অদৃশ্য লোকই না রমাদানে ফিরে আসে!

কত কঠিন হৃদয়ই না রমাদানে কোমল হয়!

সুতরাং আপনি কি গনিমতের একটি অংশ বাদ দিয়ে ধনভান্ডার গ্রহণ করতে আগ্রহী নন এবং বিশাল লাভের কাজে অংশগ্রহণে সন্তুষ্ট নন!! যে আপনার ডাকে সাড়া প্রদানে অধিক কাছাকাছি, তাকে দাওয়াত দিন।

৭. দাওয়াতের সূর্য ডুবে গেছে

সিংহ হারিয়ে যাওয়ার ফলে নেকড়ের হাতে ক্ষমতা চলে গেছে এবং সত্য না থাকায় মিথ্যার রাজত্ব চলছে। নেককার লোকেরা তাদের নেক প্রসারে লজ্জিত হয়ে পড়েছে; ফলে মন্দ তাদের ভূমিতে এসেই তাদের সাথে লড়াই করছে।

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আমাদের বধির কান, বদ্ধ হৃদয় এবং অন্ধ চক্ষু খুলে দিন!
- হে আল্লাহ, আমাদেরকে হিদায়াত দান করুন এবং আমাদের মাধ্যমে হিদায়াত দান করুন এবং হিদায়াত-প্রত্যাশীদের জন্য হিদায়াত লাভের জন্য আমাদেরকে মাধ্যম বানিয়ে দিন।
- হে আল্লাহ, আমাদের ও আমাদের জাতির মাঝে সত্যের মাধ্যমে আমাদেরকে বিজয়ী করুন, আর আপনি তো সর্বোত্তম বিজয়দাতা।

---

২৪৮. সুনানু আবি দাউদ : ৪৩৩৮, সুনানুত তিরমিজি : ২১৬৮।

- হে আল্লাহ, আমাদের মাধ্যমে আপনি লোকদেরকে আপনার পথের দিকে হিদায়াত দিন এবং আমাদেরকে আপনার সন্তুষ্টিজনক কাজের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগী বানিয়ে দিন।

৯. স্বার্থপর হবেন না

- রমাদানে আপনার একটি টার্গেট থাকবে যে, আপনি উদাসীন বা অবাধ্য ব্যক্তিকে ইমানি চেতনায় উজ্জীবিত করবেন।
- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

- যা শুনলাম, তার সব আমি রমাদানে অন্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দেবো; যেন রাসুল ﷺ-এর পক্ষ থেকে আদিষ্ট দায়িত্ব আদায় করতে পারি। তিনি বলেন :

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

'আমার পক্ষ থেকে একটি বাক্য হলেও পৌঁছিয়ে দাও।'[২৪৯]

সুতরাং যদি আমি জুমআর খুতবায় উপস্থিত হয়ে তার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে থাকি, তাহলে তার সারাংশ লিখে রাখব। তারপর স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে একসাথে বসব; নিজের সহকর্মী কিংবা ব্যবসায়িক-পার্টনারদের সাথে

---

২৪৯. সহিহুল বুখারি : ৩৪৬১।

বসব—তাদের সাথে আমি খুতবার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। অথবা আমি আলোচনাটি রেকর্ড করে উপকৃত হবে এমন লোকের কাছে শেয়ার করব।

- সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদানকারীর জন্য আবশ্যকীয় যে শর্তগুলো রয়েছে, আমি তা পূরণ করব। মন্দ কাজে বাধা প্রদানে কিছু শর্ত :

প্রথমত, যদি বাধা দিতে হয়, তাহলে সে কাজটি মন্দ হতে হবে। আর তার জন্য শর্ত হলো, আমার হালাল ও হারাম সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। আর যে ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আদেশ বা নিষেধ করার অধিকারও আমার নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

'যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পেছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।'[২৫০]

দ্বিতীয়ত, মন্দ কাজটি এখন বিদ্যমান থাকতে হবে। সুতরাং কোনো মুসলিমের ব্যাপারে মন্দ ধারণা করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, জনৈক লোক মসজিদে এসে বসল। এখন হিকমতের দাবি হলো, আমি তাকে জিজ্ঞেস করব, 'সে কেন সালাত আদায় না করে বসে রয়েছে?' আমরা তাকে বাধা দেবো না বা ধমক দেবো না। কারণ, হতে পারে সে সালাত আদায় করেছে বা তার ভিন্ন কোনো ওজর রয়েছে।

যদি আমরা রমাদানে দিনের বেলা কাউকে আহার করতে দেখি বা পান করতে দেখি, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস না করে ধমকানো শুরু করব না। আমরা প্রথমে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব যে, তার কোনো ওজর আছে কি না। কারণ, সে হয়তো মুসাফির; অথবা অসুস্থও হতে পারে, যার কারণে তার অধিক পরিমাণে পানি পান করতে হচ্ছে।

---

২৫০. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৩৬।

যদি আপনি কাউকে গাড়িতে কোনো মহিলার সঙ্গে দেখেন, তাহলে (ভাববেন যে) হতে পারে এই মহিলা তার মাহরাম কেউ, অথবা তার স্ত্রীও তো হতে পারে। সুতরাং তাকে মন্দ বলবেন না, যতক্ষণ না আপনি জেনে নেবেন যে, সে মন্দ কাজ করছে।

তৃতীয়ত, মন্দটি প্রকাশ্য হতে হবে, কারও ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করে তার মন্দ বের করা যাবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুসলিমদের পদস্খলনগুলো গোয়েন্দাগিরি করে বের করতে নিষেধ করেছেন। তাজাস্‌সুস বা গোয়েন্দাগিরি করে কারও দোষ বের করা অনেক জঘন্য এক গুনাহ।

চতুর্থত, মন্দটি কোনো গবেষণা ছাড়াই সর্বজনবিদিত হতে হবে। সুতরাং কেউ যদি গবেষণার মাধ্যমে সাওয়াবের আশায় কোনো কাজ করে থাকে, তাহলে সে কাজে বাধা প্রদান করা যাবে না। যেসব বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে, সেগুলোকে মন্দ বলে বারণ করা যাবে না।

পঞ্চমত, সৎ কাজের আদেশ করতে হবে সৎভাবে এবং মন্দ কাজে বারণ করতে হবে নরমভাবে।[২৫১]

মানুষকে আমরা যে কাজের আদেশ করব, তা নিজে করার বিষয়টি ভুলে যাব না। রাসুল ﷺ বলেন :

مَثَلُ مَنْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ الْمِصْبَاحِ الَّذِي يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ

'যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দিয়ে নিজেকে ভুলে থাকে, তার উদাহরণ হলো সে বাতির (ফিতার) মতো, যে মানুষের জন্য আলো ছড়িয়ে নিজেকে জ্বালিয়ে দেয়।'[২৫২]

---

২৫১. অবশ্য যখন নরমভাবে বললে কাজ হবে না, তখন কঠোরভাবেই তা দমন করতে হবে।
২৫২. তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ১৬৮৫।

২৬. আজকের পাঠ : তাহাজ্জুদ

[আপনার ইবাদতের মান উন্নত করুন]

বন্ধুর সাথে ওয়াদা

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- নিজেকে রোগব্যাধি থেকে মুক্ত রাখা :

কারণ, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেছেন :

وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ... وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ

'রাতের সালাত শরীর থেকে রোগব্যাধি দূরকারী।'[২৫৩]

- চেহারা আলোকিত হওয়া :

কারণ, প্রতিদান কর্মের ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। রাতে সালাত আদায়কারীগণ রাতের অন্ধকার সহ্য করে নেওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা প্রতিদান হিসেবে তাদের চেহারাগুলো আলোকিত করে দেবেন। সাইদ বিন মুসাইয়িব رحمه الله বলেন, 'মানুষ রাতের সালাত আদায় করলে আল্লাহ তাআলা তার চেহারায় নুর ঢেলে দেন; ফলে সকল মুসলিম তাকে মহব্বত করে। যে

২৫৩. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৪৯।

কোনো দিন তাকে দেখেনি, সেও তাকে দেখে বলে, 'আমি এই লোকটিকে ভালোবাসি।'

- রিজিক বৃদ্ধি পাওয়া :

আল্লাহ তাআলা রিজিক বৃদ্ধির বিষয়টি সালাতের সাথে একত্রিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

'আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিজিক চাই না। আমিই আপনাকে রিজিক দিই এবং আল্লাহভীরুতার পরিণাম শুভ।'[২৫৪]

- কোথায় সাড়া প্রদানকারীগণ?!

যারা আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেবে! আল্লাহ তাআলা রাতের শেষ-তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে এসে বলতে থাকেন :

مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

'কে আছে যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো; কে আছে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব এবং কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।'[২৫৫]

- সামান্য সাধনায় বিশাল প্রতিদান :

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ বলেছেন :

---

২৫৪. সুরা তহা, ২০ : ১৩২।
২৫৫. সহিহুল বুখারি : ১১৪৫।

مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ

'যে ব্যক্তি রাতের সালাতে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার নাম গাফিলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি রাতের সালাতে একশ আয়াত পাঠ করবে, তার নাম অনুগত বান্দাদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। যে ব্যক্তি রাতের সালাতে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে মুকানতিরিন তথা অফুরন্ত পুরস্কার-প্রাপ্তদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে।'[২৫৬]

হাদিসে বর্ণিত আছে :

وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

'আল-কিনতার দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম।'[২৫৭]

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

'তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে।'[২৫৮]

ইবনে কাসির ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এভাবে তারা রাতের সালাত আদায় করে এবং নিদ্রাগ্রহণ ও কোমল বিছানায় শায়িত হওয়া পরিত্যাগ করে।'

আব্দুল হক ইশবিলি ﷺ বলেন, 'অর্থাৎ তাদের পার্শ্ব বিছানা থেকে পৃথক থাকে; ফলে বিছানায় তা স্থির ও অবিচল থাকে না। কারণ, তারা আল্লাহর ধমকের ভয়ে থাকে এবং তাঁর প্রতিশ্রুত পুরস্কারের আশায় থাকে।'

---

২৫৬. সুনানু আবি দাউদ : ১৩৯৮।
২৫৭. তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ১২৫৩।
২৫৮. সুরা আস-সাজদা, ৩১ : ১৬।

এ কারণেই জান্নাতিদের গুণাবলিতে বর্ণিত হয়েছে :

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

'তারা রাতের কম সময়ই ঘুমাত।'[২৫৯]

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

'শেষ রাতে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।'[২৬০]

হাসান বসরি ﷫ বলেন, 'তারা রাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং সাহরির সময় পর্যন্ত সালাতকে দীর্ঘায়ত করে। এরপর দুআয় বসে যায় এবং অনুনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

- রাসুল ﷺ সালাতকে দীর্ঘায়ত করতেন। ইবনে মাসউদ ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক রাতে আমি রাসুল ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, আমি একটি মন্দ কাজের ইচ্ছা করেছিলাম।' বলা হলো, 'আপনি কী কাজের ইচ্ছা করেছিলেন?' তিনি বললেন, 'ইচ্ছা করেছিলাম বসে পড়ি এবং নবিজি ﷺ-এর ইকতিদা ছেড়ে দিই।'[২৬১] ইবনে হাজার ﷫ বলেন, 'হাদিসটিতে এ ব্যাপারে দলিল রয়েছে যে, নবিজি ﷺ রাতের সালাতকে লম্বা করে আদায় করতে পছন্দ করতেন। ইবনে মাসউদ ؓ ছিলেন নবিজি ﷺ-এর আমলের সর্বাধিক অনুসরণকারী এবং তাঁর মতো আমল করার প্রতি খুব যত্নশীল। তিনি তখনই বসার ইচ্ছা করেছিলেন, যখন তাঁর স্বাভাবিক অভ্যাসের বিপরীত দীর্ঘ সালাত আদায় হচ্ছিল।'

২৫৯. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ১৭।
২৬০. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ১৮।
২৬১. সহিহুল বুখারি : ১১৩৫, সহিহ মুসলিম : ৭৭৩।

- রাসুল ﷺ যতই অসুস্থ হতেন বা অবস্থা তাঁকে যতই ব্যস্ত করে রাখত, তিনি রাতের সালাত আদায় পরিত্যাগ করতেন না। আয়িশা ؓ আব্দুল্লাহ বিন কাইসকে বললেন, 'রাতের সালাত পরিত্যাগ করো না। কেননা, রাসুল ﷺ কখনো তা পরিত্যাগ করেননি। তিনি যখন অসুস্থ হয়ে যেতেন বা অলসতা অনুভব করতেন, তখন বসে বসে সালাত আদায় করতেন।'

- রাতের সালাত হলো শোকর। নবিজি ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, রাতের সালাত হলো নিয়ামতের শোকরসমূহ থেকে এক প্রকার শোকর। আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবিজি ﷺ পা ফুলে যাওয়া পর্যন্ত রাতের সালাত আদায় করতে থাকতেন। আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি এমনটি কেন করছেন? অথচ আল্লাহ তাআলা আপনার আগের ও পরের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন?" তিনি বললেন, (يَا عَائِشَةُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) "হে আয়িশা, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?"'[২৬২]

হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, শোকর শুধু জবানেই হয় না; বরং হৃদয়, জবান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তা সম্পন্ন হয়। নবিজি ﷺ ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ এবং সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। তিনি আল্লাহর গোলামির হক পরিপূর্ণভাবেই আদায় করেছেন এবং সর্বোত্তমভাবে তাঁর শোকর আদায় করেছেন।

তিনি যাদেরকে ভালোবাসতেন, তাদেরকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগিয়ে দিতেন :

- হাসান বিন আলি বিন আবু তালিব ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তাঁর পিতা তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةً، فَقَالَ: «أَلَا تُصَلِّيَانِ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ

২৬২. সহিহ মুসলিম : ২৮২০।

مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: {وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: ٥٤]

"রাসুল ﷺ এক রাতে তাঁর ও নবির মেয়ে ফাতিমার কাছে আগমন করলেন এবং তাঁদের বললেন, "তোমরা কি সালাত আদায় করবে না?" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের আত্মাগুলো তো আল্লাহ তাআলার হাতে। তিনি যখন আমাদেরকে জাগাতে ইচ্ছা করবেন, জাগিয়ে দেবেন।" আমরা যখন এ কথা বললাম, তখন তিনি চলে গেলেন। আমার কথার কোনো জবাব দিলেন না। পরে আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি ফিরে যেতে যেতে আপন উরুতে আঘাত করছিলেন আর কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন :

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

"মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।"'[২৬৩_২৬৪]

- ইমাম তাবারি রহ. এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'যদি নবিজি ﷺ রাতের সালাতকে অধিক ফজিলতময় মনে না করতেন, তাহলে নিজের কন্যা ও চাচাতো ভাইকে এমন সময়ে বিরক্ত করতেন না, যে সময়টিকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির জন্য প্রশান্তিদায়ক বানিয়েছেন। কিন্তু তিনি প্রকৃতি শান্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁদেরকে এই সালাতের ফজিলত অর্জন করানোকে পছন্দ করলেন। কারণ, তিনি এর মাধ্যমে আল্লাহর এই আদেশ পালন করতে চাইলেন :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

'আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে সালাতের আদেশ দিন।'[২৬৫]

---

২৬৩. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৫৪।
২৬৪. সহিহুল বুখারি : ১১২৭, সহিহ মুসলিম : ৭৭৫।
২৬৫. সুরা তহা, ২০ : ১৩২।

৪. অমূল্য বাণী

প্রিয় ভাই, ভালোবাসার দাবি হলো, প্রেমিকের সাক্ষাৎকে পছন্দ করা। আর কতই না উত্তম হয়, যদি এই সাক্ষাৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে হয়! যখন সাক্ষাতের সময় হয়, তখন এক ঘোষক ভালোবাসার পাত্রদের গোপনে ডাকতে থাকেন, 'অমুককে জাগিয়ে দাও এবং অমুককে নিদ্রায় বিভোর রাখো।' সুতরাং এখানে সফলদের নামগুলো বের হয়ে আসে এবং প্রেমিকদের চক্ষুগুলো শীতলতা লাভ করে। সুতরাং দীর্ঘ নিদ্রা ও নিদ্রার স্বাদ আপনার কী ফায়দা বয়ে এনেছে? আহ, যদি আপনি তাদের সঙ্গী হতেন!

ওহে মিসকিন, তোমার জন্য আফসোস! যদি তুমি আল্লাহর প্রশংসিত এই লোকদের একজন হতে, 'যারা নিজেদেরকে শয্যা থেকে আলাদা রাখে।' তুমি আল্লাহর প্রশংসিত ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছ, যারা শেষ রাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

- আপনার শৃঙ্খলা ভেঙে ফেলুন : হাসান বসরি ﵀-কে বলা হলো, 'রাতের সালাত আদায় থেকে আমরা অপারগ হয়ে পড়েছি।' তিনি বললেন, 'তোমাদের পাপসমূহ তোমাদেরকে বন্দী করে ফেলেছে। যারা নিজেদের আচরণ ও ভালোবাসায় একনিষ্ঠ, তাদেরকে সাথি হিসেবে গ্রহণ ও তাদেরকে সম্বোধনের ব্যাপারে ফেরেশতাগণ অনুমতি পান। কিন্তু যারা এর বিপরীত, তাদের ডাকার ব্যাপারে ফেরেশতারা সন্তুষ্ট থাকে না।

- বঞ্চিত কে? : ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ বলেন, 'যখন তুমি রাতের সালাত, আর দিনে রোজা রাখতে পারো না, তখন মনে করো যে, তুমি বঞ্চিত এবং তোমার পাপ অনেক বেড়ে গেছে।'

- সমান সমান ভাগ! আবু উসমান আন-নাহদি বলেন, 'আমি আবু হুরাইরা ﵁-কে সাতবার মেহমানদারি করেছি। তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং খাদিম রাতকে তিন ভাগ করে নিতেন। একজন সালাত আদায় করতেন এবং পরে অন্যজনকে জাগিয়ে দিতেন।

- কবরে পৌঁছার আগেই কবরকে আলোকিত করে নিন! আবু দারদা ﷺ বলেন, 'কবরের অন্ধকার দূর করতে রাতের অন্ধকারে দুই রাকআত সালাত আদায় করে নাও।'

- সর্বোত্তম নফল ইবাদত : জনৈক লোক হাসান ﷺ-কে বললেন, 'হে আবু সাইদ, কোন আমলের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্য অর্জন করতে পারে?' তিনি বললেন, 'গভীর রাতে সালাতে দাঁড়ানোর মতো এমন কোনো আমল আমি দেখি না, যা আল্লাহর নৈকট্য দান করবে।'

৫. একটি চমৎকার কাহিনি

আমর বিন উতবা বিন ফারকাদ গভীর রাতে নিজের ঘোড়া নিয়ে বের হয়ে যেতেন এবং কবরস্থানে এসে বলতেন, 'হে কবরবাসী, আমলনামা ভাঁজ করে নেওয়া হয়েছে এবং কলমগুলো তুলে নেওয়া হয়েছে।' কবরবাসীরা কোনো মন্দ থেকে তাওবা করতে পারবে না এবং কোনো কল্যাণকর কাজ বৃদ্ধিও করতে পারবে না। এরপর তিনি কাঁদতে থাকতেন। তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত সালাত আদায় করতে থাকতেন। যখন ফজরের সময় হতো, তিনি ঘোড়ায় চেপে বসতেন এবং মসজিদে চলে যেতেন। তিনি মসজিদে সকলের সাথে এমনভাবে সালাত আদায় করতেন, যেন রাতে তার কিছুই হয়নি।

কাইস বিন মুসলিম সাহরির সময় পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন। তারপর বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঁদতে থাকতেন। আর বলতেন, 'হায়, যদি আমরা সৃষ্ট না হতাম! যদি আমরা সৃষ্ট না হতাম! যদি আমরা আখিরাতে কোনো কল্যাণ নিয়ে আসতে না পারি, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাব।'

৬. রমাদানে রাতের সালাত

রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

'যে ব্যক্তি ইমানসহ পুণ্যের আশায় রাতের সালাতে দাঁড়াবে, তার পেছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'[২৬৬]

রমাদানে রাতের সালাত অন্যান্য সময়ের সালাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অধিক ফজিলতময়। রাতের সালাতের একটি হলো তারাবিহের সালাত এবং শেষ দশকের তাহাজ্জুদের সালাত। নবিজি ﷺ বলেন, 'ইমানের সাথে'-এর অর্থ হলো, তার সাওয়াব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের বিষয়টি সত্যায়ন করা। আর ইখলাসের অর্থ হলো, একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে উদ্দেশ্য করা, কোনো মানুষকে দেখানো উদ্দেশ্য না রাখা। এ ছাড়া ইখলাসের বিপরীত অন্য কোনো জিনিস উদ্দেশ্য না করা। হাদিসে ইমান ও ইখলাসের মতো দুটি শব্দকে অতিরিক্ত উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, অনেক সময় মানুষ কোনো কাজ করে; কিন্তু সেখানে ইখলাস থাকে না; বরং উদ্দেশ্য হয় লৌকিকতা বা অন্য কিছু। আর কর্মে একনিষ্ঠ ব্যক্তি অনেক সময় সাওয়াবের প্রতি বিশ্বাসী হয় না। সুতরাং রমাদানে যদি কেউ ইখলাস ও বিশ্বাসের সামানে সজ্জিত হয়, তাহলে সে মূল্যবান ক্ষমার সম্পদ অর্জন করতে পারবে।

এই হাদিসসহ অন্যান্য হাদিসে ক্ষমার যে বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে, উলামায়ে কিরাম তা দ্বারা সগিরা গুনাহ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কারণ, কবিরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। কেননা, নবিজি ﷺ এক রমাদান থেকে অন্য রমাদান পর্যন্ত সকল গুনাহ মাফের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, যতক্ষণ না বান্দা কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়।

হাদিসের প্রতি লক্ষ করলে বুঝতে পারবেন যে, নবিজি ﷺ রাতের সালাতের ব্যাপারে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তবে দৃঢ়ভাবে আদেশ করেননি বা বাধ্যতামূলক করে দেননি। শুধু সাওয়াবের কথা উল্লেখ করেছেন, যা প্রত্যেক

---

২৬৬. সহিহুল বুখারি : ৩৭, সহিহু মুসলিম : ৭৫৯।

মুমিনকে অনুপ্রাণিত করে এবং প্রত্যেক আগ্রহীকে সাওয়াব ও প্রতিদান-প্রত্যাশী করে তোলে।

৭. রাতের সালাতের সূর্য ডুবে গেছে

বরকত ও লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়গুলোতে আজ মানুষ তাদের রবের অবাধ্যতা করছে। আল্লাহ তাআলা তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পরও তারা তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে আছে। তারা স্রষ্টার প্রতিদান থেকে পিঠ ঘুরিয়ে নিয়েছে; অথচ তারাই তাঁর প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী।

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনার সবচেয়ে প্রিয় সময় জাগিয়ে দিন; যেন আপনার কাছে মুনাজাত করতে পারি এবং আপনাকে ডাকতে পারি। আর আপনি এই সময়ে আমাদের প্রতি রহমত ও সন্তুষ্টির দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেন।

- হে আল্লাহ, আমাদের পার্শ্বসমূহ বিছানা থেকে পৃথক রাখার তাওফিক দিন এবং এর প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতে এমন বিছানায় শয়নের তাওফিক দিন, যার ভেতরের অংশ মোটা রেশমি কাপড়ের।

- হে আল্লাহ, আমাদেরকে শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনার তাওফিক দান করুন এবং এর মাধ্যমে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।

- হে আল্লাহ, দিনের গুনাহের ফলে আমাদেরকে রাতের সালাতের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না। আপনার গুনাহগার বান্দাদের হৃদয়ের ভগ্নতাকে জোড়া দিয়ে দিন এবং তাওবাকারী ভগ্নহৃদয়ের বান্দাদের প্রতি দয়া করুন।

৯. স্বার্থপর হবেন না

- আপনার পরিবার ও সন্তানদেরকে রাতের সালাতের জন্য জাগিয়ে তুলুন। তাহাজ্জুদ ও তারাবিহের সালাতে তাদেরকে সঙ্গী করুন।
- আপনার প্রতিবেশীকে পার্শ্ববর্তী এমন কোনো মসজিদে নিয়ে যান, যেখানকার ইমামের তিলাওয়াত সুমধুর।
- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

শুধু রমাদানেই তাহাজ্জুদের আমল করলে চলবে না; রমাদানের পরেও আমল করতে হবে। কারণ, টার্গেটকৃত পরিকল্পনার প্রভাব স্থায়ী। এটি সাময়িক কোনো উন্নতি নয়, যা অতি দ্রুত কেটে যাবে। আমরা আপনার সামনে এমন কিছু মাধ্যম তুলে ধরছি, যা আপনার রাত জাগরণে সহযোগী হবে :

আবু হামিদ গাজালি ﵀ বলেন, 'রাতের সালাতকে সহজ করে তোলে এমন কিছু মাধ্যম হলো বাহ্যিক এবং কিছু হলো অভ্যন্তরীণ :

বাহ্যিক মাধ্যম হলো চারটি :

এক. বেশি পানাহার না করা। বেশি পানাহারে প্রবল নিদ্রা আসে; ফলে রাতে ওঠা মুশকিল হয়ে যায়।

দুই. দিনের বেলা নিজেকে অনর্থক কাজে ক্লান্ত করে তুলবে না।

তিন. দিনের বেলা কাইলুলা পরিত্যাগ করবে না। কেননা, কাইলুলা করা রাত জাগরণে সাহায্য করে।

চার. দিনের বেলা গুনাহে লিপ্ত হবে না। অন্যথায় রাতের সালাত থেকে বঞ্চিত হবে।

আর অভ্যন্তরীণ বিষয়ও চারটি :

এক. মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ থেকে হৃদয়কে মুক্ত রাখবে।

দুই. দুনিয়ার প্রতি কম আশা রেখে হৃদয়কে প্রবল ভয়ের সাথে রাখবে।

তিন. রাতের সালাতের ফজিলতগুলো জেনে নেবে।

চার. এটি হলো সর্বোত্তম মাধ্যম : আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং ইমানি শক্তি। আর এটি এভাবে হবে যে, সালাতে উচ্চারিত প্রতিটি হরফে সে চিন্তা করবে যে, সে আল্লাহর সাথে কথা বলছে।

২৭. আজকের পাঠ : নিপুণতা

[আপনার অভ্যাস পরিবর্তন করুন]

নিপুণতা সালাতের মতো একটি ইবাদত

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- ইহসানের দরজায় পৌঁছা।
- ইসলামকে সঠিকভাবে অনুসরণ করা এবং উত্তমভাবে কর্ম সম্পাদনের সাওয়াব অর্জন করা। এর মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষের জেহেন থেকে ইসলাম ও নিপুণতার সমন্বয়ের যে বিষয়টি ছুটে গেছে, তা অর্জন করা।
- আল্লাহ তাআলার সে ভালোবাসা অর্জন করা, যা আমলে দৃঢ়তা ও নিপুণতার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

'এটা আল্লাহর কাজ, যিনি সবকিছুকে সুনিপুণভাবে করেছেন।'[২৬৭]

আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নাম ও গুণাবলিকে পছন্দ করেন। তিনি তাঁর গুণাবলির দাবিগুলোও পছন্দ করেন। তিনি চান বান্দার মাঝে তাঁর নিদর্শনগুলো প্রকাশিত হোক। তিনি সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকেই ভালোবাসেন। তিনি ক্ষমাকারী, তাই ক্ষমাকারীকে তিনি ভালোবাসেন। তিনি দয়াশীল, তাই দয়াশীলকে তিনি ভালোবাসেন। তিনি সর্বজ্ঞানী, তাই জ্ঞানীকে তিনি ভালোবাসেন। তিনি বিজোড়, তাই বিজোড়কে তিনি ভালোবাসেন। তিনি শক্তিশালী, তাই তাঁর কাছে শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। তিনি ধৈর্যশীল, তাই ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন। তিনি কৃতজ্ঞ, তাই কৃতজ্ঞ বান্দাদের ভালোবাসেন।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

- রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

'যখন তোমাদের কেউ কোনো আমল করে, তখন আল্লাহ পছন্দ করেন যে, সে যেন ওই আমলটি নিপুণভাবে করে।'[২৬৮]

নবিজি ﷺ এখানে নির্দিষ্ট কোনো আমলের কথা বলেননি। আল্লাহ তাআলা সুনিপুণভাবে কর্মসম্পাদনকারী বান্দাকে ভালোবাসেন। আর এই কর্ম পার্থিব কিছুও হতে পারে এবং পরকালীন পাথেয় অর্জনের কোনো বিষয়ও হতে পারে।

---

২৬৭. আন-নামল, ২৭ : ৮৮।

২৬৮. শুআবুল ইমান : ৪৯৩০, আল-মুজামুল আওসাত : ৮৯৭।

- রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ

'যে লোক প্রথম আঘাতে কাঁকলাস হত্যা করবে, তার জন্য একশ সাওয়াব লেখা হয়, আর দ্বিতীয় আঘাতে এরচেয়ে কম, আর তৃতীয় আঘাতে তার চেয়ে কম।'[২৬৯]

- আসিম বিন কালিব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন :

'আমি আমার পিতার সাথে এমন একটি জানাজায় উপস্থিত হলাম, যেখানে রাসুল ﷺও উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি ছোট ছিলাম, অবশ্য আমার আকল ও বোধশক্তি ছিল। তিনি জানাজার সাথে কবর পর্যন্ত গেলেন। লাশ তখনও আপন স্থানে রাখা হয়নি। এরই মাঝে রাসুল ﷺ বলতে লাগলেন, (سَوُّوا لَحْدَ هَذَا) "তোমরা এর কবরকে সমান করে দাও।" মানুষ এটাকে সুন্নাত মনে করে বসল, তখন রাসুল ﷺ তাদের দিকে লক্ষ করে বললেন, (أَمَا إِنَّ هَذَا لَا يَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَلَا يَضُرُّهُ، وَلَكِنَّ اللهَ يُحِبُّ مِنَ الْعَامِلِ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُحْسِنَ) "জেনে রেখো, নিশ্চয় এটি মৃত ব্যক্তির কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না; কিন্তু আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন যে, কেউ যখন কোনো কর্ম সম্পাদন করে, তখন যেন সে উত্তমভাবে সম্পাদন করে।'[২৭০]

অন্য শব্দে আছে :

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

'যখন তোমাদের কেউ কোনো আমল করে, তখন আল্লাহ পছন্দ করেন যে, সে যেন ওই আমলটি নিপুণভাবে করে।'[২৭১]

---

২৬৯. সহিহ মুসলিম : ২২৪০।

২৭০. শুআবুল ঈমান : ৪৯৩২।

২৭১. শুআবুল ঈমান : ৪৯৩০, আল-মুজামুল আওসাত : ৮৯৭।

৪. অমূল্য বাণী

- উহাইব ইবনুল ওয়ারদ ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন অধিক আমলের চিন্তা না করে; বরং তার চিন্তা যেন হয় কাজটি সুদৃঢ় ও সুন্দরভাবে করা।'
- যখন কেউ কাজ করতে গিয়ে কাজের সঠিকতা ও সৌন্দর্য পরিত্যাগ করত, তখন আরবরা পুরো কাজকেই অস্বীকার করে ফেলত। যখন কোনো প্রকৌশলী তার কাজ সুন্দরভাবে না করত, তখন তারা বলত, 'তুমি কিছুই করনি।' বক্তা যখন সুন্দরভাবে কথা না বলত, তখন তারা বলত, 'তুমি কিছুই বলনি।'

৫. একটি চমৎকার কাহিনি

ছোট একটি ছেলে সুপার মার্কেটে ঢুকে টেলিফোন বুথের নিচের একটি বাক্সের ওপর উঠে দাঁড়াল। সে ফোনের বোতাম চাপার জন্য বাক্সের ওপর উঠে দাঁড়াল। এরপর টেলিযোগাযোগ শুরু করল।

দোকানদার মনোযোগের সাথে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে থাকল। সে বালকটির প্রতি খেয়াল রাখল। বালকটি অপর প্রান্তের লোকটিকে বলল, 'ওহে সাইয়িদা, বাগান পরিচর্যার কোনো কাজ আপনার কাছে আছে কি?' অপর প্রান্ত থেকে বাগানের মহিলা মালিক উত্তর দিল, 'আমার কাছে এ কাজের লোক আছে।' বালকটি বলল, ওই লোকটি যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে, আমি তার অর্ধেক গ্রহণ করব।'

মহিলা বলল, 'আমি ওই লোকের কাজে সন্তুষ্ট এবং তাকে পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছা আমার নেই।' সে মিনতি করে বলল, 'আমি ফুটপাত ও আপনার বাড়ির সামনের পাকা রাস্তাও পরিষ্কার রাখব। আর আপনার বাগানটি দেশের সবচেয়ে সুন্দর বাগান হিসেবে গণ্য হবে।' কিন্তু মহিলা তাকে আরও একবার ফিরিয়ে দিল। বালকটি হাসি দিয়ে ফোন বন্ধ করে দিল।

দোকানদার তার কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'তোমার উচ্চ হিম্মতে আমি অবাক হয়েছি। তোমার মাঝে থাকা এই ইতিবাচক মানসিকতাকে আমি সম্মান করি। আমি তোমার জন্য এই দোকানে কাজ করার একটি সুযোগ পেশ করছি।'

বালকটি বলল, 'না, আপনার এই সুযোগ পেশ করায় আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ, আমি এই মহিলার নিকট আমার কাজের গুণগত মানটি নিশ্চিত করছিলাম। আর আমিই এই মহিলার কাছে কাজ করব, যার সাথে আমি কথা বলেছিলাম।'

৬. রমাদানে নিপুণতা

- আপনি রোজাদার হয়ে সচেষ্ট থাকবেন, যেন আপনার কথা বা দৃষ্টির মাধ্যমে রোজায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।
- আপনি রোজাদার হয়ে সতর্ক থাকবেন, যেন অজুর সময় পেটে কোনো পানি চলে না যায়।
- আপনি রোজাদার অবস্থায় যখন আপনার রান্নাঘরে থাকবেন, তখন ভয়ে থাকবেন যেন খাবার চেক করতে গিয়ে খাবারের কোনো অংশ আপনার পেটে চলে না যায়; বরং সাথে সাথে তা ফেলে দেবেন।
- আপনি রোজাদার। সুতরাং হারাম নজর বা হারাম লোকমার মাধ্যমে নিজের সিয়াম বিনষ্টের ব্যাপারে ভয়ে থাকবেন।

আপনার সিয়ামের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ মান ধরে রাখতে এভাবে সচেষ্ট থ াকবেন। আপনার হৃদয়ে কি প্রতিটি বিষয়ে নিপুণতার প্রয়োজন বোধ করেন না? রমাদান হলো নিপুণতা শিক্ষার একটি কোর্স, যার সময়কাল ৩০ দিন। আপনি এরপর পৃথিবীতে বিচক্ষণ, সর্বোত্তম, সুনিপুণ কর্মসম্পাদনকারী ও দৃঢ়তার অধিকারী হিসেবে বিচরণ করবেন।

৭. নিপুণতার সূর্য হারিয়ে গেছে

ইবাদতের ময়দানে :

- আপনি এমন লোক পাবেন না, যে কুরআনকে তাজবিদ-সহকারে যেভাবে আমাদের নবির ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, সেভাবে তিলাওয়াত করছে; বরং সুর আর ভুলই তাদের প্রধান তিলাওয়াত।
- সালাতে খুশু নেই। অধিকাংশ লোকই আপন সালাতে তাড়াহুড়াপ্রবণ। সালাতের সাওয়াব বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তার প্রভাব কমে গেছে।
- সদাকা করে খোঁটা ও কষ্ট প্রদান করে।

কর্মক্ষেত্রে :

- আমাদের মাঝে প্রতারণার মুসিবত ছড়িয়ে পড়েছে এবং কর্মে নিপুণতা না থাকার কারণে বিশাল ক্ষতির দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি। ডাক্তারি অবহেলার কারণে অথবা অতিরিক্ত চেতনানাশক ব্যবহারের কারণে কতজনের মৃত্যু ঘটছে! নির্মাণকাজে সঠিকতা না থাকার কারণে কত ভবন ধসে পড়ছে এবং কত মানুষের জীবন চলে যাচ্ছে!
- মুসলিমরা স্বদেশীয় কোম্পানির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলার কারণে অমুসলিম রাষ্ট্রের কোম্পানির পণ্য গ্রহণ করছে। দেশি কোম্পানির ওপর প্রাধান্য পাচ্ছে বিদেশি কোম্পানিগুলো। মুসলিম কোম্পানিগুলোর পণ্যের ওপর অগ্রাধিকার পাচ্ছে অমুসলিম কোম্পানিগুলোর পণ্য।
- রমাদানে যথাযথভাবে আপনার দায়িত্ব আদায় না করার কারণে অনেক মুসলিম কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজের চাপ থেকে পলায়ন করা এবং অবহেলার জন্য সিয়ামকে তারা অসিলা হিসেবে গ্রহণ করছে। তারা দাবি করছে যে, পুরো দুনিয়া এখন রোজাদার। অথচ তারা এই উপলব্ধি করছে না যে, সিয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব ও রমাদানের বরকতে কাজের প্রতিদান এ সময় অনেক গুণ বেড়ে যায়।

৮. দুআ

হে আল্লাহ, আমাকে হারামের পরিবর্তে হালাল দিয়ে যথেষ্ট করুন। আপনার অনুগ্রহের মাধ্যমে আপনি আমাকে অন্যদের থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিন।

৯. স্বার্থপর হবেন না

- আপনার পাশে থাকা লোকদের মাঝে এ কথা ছড়িয়ে দিন যে, সঠিকভাবে কাজ আদায় না করার অর্থ হলো, হারাম অর্জন করা এবং হারাম ভক্ষণ করা। আর এ কারণে তার দুআ কবুল হবে না এবং সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন কাজ দেখার বিষয়

- নিজের কর্মের ক্ষেত্রে অন্যদের জন্য আদর্শ বনে যান। নিরুৎসাহকারীদের নিরুৎসাহ ও অবহেলাকারীদের অবহেলা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।
- রমাদানে সুন্দরভাবে ইবাদত করুন। যথাসময়ে খুশু-খুজুর সাথে সালাত আদায় করুন। তাজবিদ-সহকারে তারতিলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করুন। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আদাবসমূহ বজায় রেখে সিয়াম পালন করুন।

২৮. আজকের পাঠ : পিতামাতা

[আপনার সম্পর্ককে মজবুত করুন]

জান্নাতে প্রবেশে আমার দুটি দরজা

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- জান্নাতে প্রবেশ :

রাসুল ﷺ বলেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[২৭২]

রাসুল ﷺ বলেন :

الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ البَابَ أَوْ احْفَظْهُ

'পিতা হলো জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা। সুতরাং যদি চাও তুমি তা নষ্ট করতে পারো অথবা তা সংরক্ষণও করতে পারো।'[২৭৩]

এই হাদিসটি পিতা ও মাতা উভয়ের জন্য প্রযোজ্য।

২৭২. সহিহুল বুখারি : ৫৯৮৪, সহিহ মুসলিম : ২৫৫৬।
২৭৩. সুনানুত তিরমিজি : ১৯০০।

- পিতামাতার দুআর বরকত অর্জন করা।
- কবিরা গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া :

  কবিরা গুনাহ হলো, আল্লাহর সাথে শরিক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, মানুষ হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা।'
- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা :

  পিতামাতার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

২. কুরআনের আলো

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

'আপনার প্রভু আদেশ করেছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন অথবা উভয়জন তোমার কাছে (তোমার সংসারে অথবা তোমার জীবদ্দশায়) বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদেরকে (বিরক্তি কিংবা অসম্মানসূচক শব্দ) উফ বলবে না এবং তাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলবে না; বরং তাদের সাথে ভালো সম্মানজনক কথা বলবে।'[২৭৪]

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

'আর তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও এবং বলো, "হে আমার পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে পালনপালন করেছেন।'[২৭৫]

---

২৭৪. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ২৩।
২৭৫. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ২৪।

আয়াতদুটিতে অনেকগুলো তাকিদ রয়েছে :

(قَضَى) 'আদেশ করেছেন' : 'আল-কাজাউ' শব্দটি এমন বিষয়ে ব্যবহৃত হয়, যা চূড়ান্ত এবং যে ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই।

(وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) 'এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে' : এখানে শুরুতে আরবি হরফ 'বা' ব্যবহার করা হয়েছে সরাসরি বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ হবে কোনো মাধ্যম ছাড়া। এটি অলংকার শাস্ত্রের একটি দিক। পিতামাতা চাই মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে।

(إِحْسَانًا) : এখানে শব্দটিকে আলিফ-লাম যুক্ত না করে নাকিরা রাখা হয়েছে বিশালতা বোঝানোর জন্য। এখানে উদ্দেশ্য হলো বিশাল ইহসান।

আয়াতের শুরুতে বহুবচন ব্যবহার করা হলেও (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ) 'যদি তাদের কেউ তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়' একবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এ কথা বোঝানোর জন্য যে, এখানে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তা প্রত্যেকের জন্য।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

মুআবিয়া বিন জাহিমা আস-সুলামি ﷺ বলেন :

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَ: «وَيْحَكَ، أَحَيَّةٌ أُمُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «ارْجِعْ فَبَرَّهَا» ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَ: «وَيْحَكَ، أَحَيَّةٌ أُمُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَبَرَّهَا» ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ أَمَامِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَ: «وَيْحَكَ،

أَحَيَّةٌ أُمُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَيْحَكَ، الْزَمْ رِجْلَهَا، فَثَمَّ الْجَنَّةُ»।

'আমি রাসুল ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার সাথে জিহাদ করতে চাই। আমি এই জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের বাসস্থান প্রত্যাশা করি।" তিনি বললেন, "ধ্বংস হও তুমি! তোমার মা কি জীবিত?!" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "তুমি ফিরে যাও এবং তার খিদমত করো।" এরপর আমি ভিন্ন দিক দিয়ে তাঁর কাছে এসে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার সাথে জিহাদ করতে চাই। আমি এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের বাসস্থান প্রত্যাশা করি।" তিনি বললেন, "তুমি ধ্বংস হও! তোমার মা কি জীবিত?!" আমি বললাম, "হ্যাঁ, আল্লাহর রাসুল!" তিনি বললেন, "তুমি ফিরে গিয়ে তোমার মায়ের খিদমত করো।" এরপর আমি তাঁর সামনের দিক দিয়ে এসে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের বাসস্থান প্রত্যাশায় জিহাদ করতে চাই।" তিনি বললেন, "ধ্বংস হও তুমি! তোমার মা কি জীবিত?!" আমি বললাম, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল!" তিনি বললেন, "তুমি ধ্বংস হও! তার পা আঁকড়ে ধরো। সেখানেই তোমার জান্নাত।"'[২৭৬]

৪. অমূল্য বাণী

- আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ؓ বলেন, 'আমি পিতামাতার খিদমতের চেয়ে এমন কোনো আমল সম্পর্কে জানি না, যা আল্লাহর অধিক নৈকট্য দান করে।'
- আব্দুল্লাহ বিন উমর ؓ তাইসালা বিন মিয়াসকে বলেন, 'তুমি কি জাহান্নাম থেকে পৃথক হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও?' আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ, অবশ্যই।' তিনি বললেন, 'তোমার পিতামাতা কি জীবিত?' আমি বললাম, 'আমার মা জীবিত আছেন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ, যদি তুমি তার সামনে নম্র ভাষায় কথা বলো এবং তাদেরকে আহার করাও, তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না কবিরা গুনাহে লিপ্ত হও।'

---

২৭৬. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৭৮১।

- আবু হুরাইরা ؓ দুজন লোককে দেখলেন। তাদের একজনকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'উনি কে?' সে বলল, 'আমার পিতা।' তিনি বললেন, 'তুমি তাকে নাম ধরে ডেকো না, তার সামনে হেঁটো না এবং তার আগে বসো না।'

- হাসান বসরি ؓ-কে পিতামাতার খিদমতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তুমি যা কিছুর মালিক, তা তাদের জন্য ব্যয় করবে এবং যতক্ষণ না আল্লাহর নাফরমানি হয়, ততক্ষণ তাদের আনুগত্য করবে।'

- ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ؓ বলেন, 'পিতার প্রতি সদাচরণ মিজানকে ভারী করে তুলবে। আর মাতার সাথে সদাচরণ ভিত্তি মজবুত করে তোলে। আর যে ভিত্তি মজবুত করে, সে হলো সর্বোত্তম।

৫. কিছু চমৎকার কাহিনি

- একবার উসামা বিন জাইদ ؓ শুধু জুম্মার (খেজুর গাছের মজ্জা) বের করার জন্য একটি খেজুর গাছ কেটে ফেললেন, যে সময় মদিনায় খেজুর গাছের সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ এক হাজার। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমার মা আমার কাছে জুম্মার খেতে চেয়েছেন। আর দুনিয়ার বুকে মা আমাকে যা কিছু করতে বলেছেন, আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি তা-ই করেছি।'

- আবু হাজিম থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরাইরা ؓ-এর মা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি হজ করেননি। কারণ তিনি তাঁর মায়ের খিদমত করতেন।

- মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির নিজের গাল মাটিতে রেখে তার মাকে বলতেন, 'আপনার পা এর ওপর রাখুন।'

- মিসআর বিন কুদান বলেন, 'এক রাতে মিসআরের মা তার কাছে পানি চেয়েছিলেন। তিনি উঠে পানি নিয়ে আসলেন। ইতিমধ্যে তার মা ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি এটি অপছন্দ করলেন যে, তিনি এখন চলে যাবেন, আর

তার মা উঠে তার কাছে পানি চেয়ে পাবেন না। আবার তাকে জাগিয়ে তোলাও সমীচীন মনে করলেন না। তাই তিনি সকাল পর্যন্ত পানির পাত্র নিয়ে (তার পাশে) দাঁড়িয়ে রইলেন।

- খলিফা আল-মামুন বলেন, 'আমি ফজল বিন ইয়াহইয়া আল-বারমুকির চেয়ে পিতামাতার অধিক সেবাকারী আর কাউকে কখনো দেখিনি। তার সেবা এই পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, ইয়াহইয়া এবং সে জেলে থাকা অবস্থায়ও ইয়াহইয়া কখনো ঠান্ডা পানি দ্বারা গোসল করতেন না। জেলের দারোগারা তাদেরকে শীতের রাতে ভেতরে লাকড়ি ঢুকাতে বাধা দিল; ফলে ইয়াহইয়া যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন ফজল লম্বা এক ধরনের বোতলে করে পানি গরম করতেন। তিনি এটি পানি দিয়ে পূর্ণ করে তার তলা বাতির আগুনের ওপর ধরে রাখতেন। তিনি সকাল পর্যন্ত হাতে পানির বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

- আবিদদের সর্দারদের একজন ছিলেন তালাক বিন হাবিব। তিনি তার মায়ের মাথা চুম্বন করতেন। তিনি মায়ের সম্মান দেখিয়ে কখনো মাকে নিচে রেখে বাড়ির ওপরের তলায় হাঁটতেন না।

৬. রমাদানে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার

রমাদান হলো আপনার পিতামাতার খিদমত করার এক সুবর্ণ সুযোগ। সুতরাং এই সময়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার ব্যাপারে সচেষ্ট হোন। তাদের অবাধ্যতার মাধ্যমে যে ক্ষমা লাভের পথ বন্ধ করে রেখেছে, কীভাবে সে ক্ষমার আশা করে?! আপনি নিজের পিতামাতার ক্রোধের শিকার হয়ে কীভাবে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ থেকে নাজাত চান?! সিয়াম ও কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে কীভাবে আপনি জান্নাতের দূরবর্তী দরজায় করাঘাত করবেন, যখন পিতামাতার খিদমতের মাধ্যমে নিকটবর্তী দরজায় করাঘাত করতে পারেননি?!

৭. পিতামাতার খিদমতের সূর্য হারিয়ে গেছে

অবাধ্যতার কিছু দৃশ্য :

- স্ত্রীর কথা মানতে গিয়ে পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।
- পিতামাতাকে আদেশ করা : যেমন মাকে ঘর পরিষ্কারের আদেশ করা অথবা কাপড় ধোয়া বা খাবার প্রস্তুতের আদেশ করা।
- মায়ের প্রস্তুত করা খাবারে দোষ ধরা।
- ঘরের কাজে তাদেরকে সাহায্য না করা; চাই ব্যবস্থাপনা বা শৃঙ্খলাগত কোনো বিষয়ে হোক অথবা খাবার প্রস্তুত বা অন্য কোনো কাজের ক্ষেত্রে হোক।
- যখন তারা কথা বলে, তখন তাদের থেকে বিমুখ হওয়া। আর এটি হয়ে থাকে তাদের দিকে মনোযোগী না হওয়ার মাধ্যমে অথবা তাদের কথা কেটে ফেলা বা তাদের সাথে তর্ক করা অথবা ঝগড়ায় তাদের সাথে কঠোরতা করার মাধ্যমে।
- যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের সাথে পরামর্শ না করা বা তাদের মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়া।

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আমাকে মাতাপিতার খিদমতের তাওফিক দিন এবং তাদের অবাধ্যতা থেকে আমাকে মুক্তি দিন।
- হে আল্লাহ, তারা যেমনিভাবে আমাকে ছোটবেলায় লালনপালন করেছেন, তেমনই তাদেরকে রহমতের চাদরে আচ্ছাদিত করুন।
- হে আল্লাহ, তাদের জীবনে বরকত দান করুন এবং মৃত্যুর পর তাদের প্রতি রহম করুন।

- হে আল্লাহ, তাদেরকে সুস্থতার পোশাক পরিয়ে দিন; যেন তাদের জীবন সুখময় হয় এবং তাদের মৃত্যুর আগে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন; যেন গুনাহ তাদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

- হে আল্লাহ, জান্নাত লাভের পথে যেকোনো বাধা অতিক্রমে আপনি তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং নিজ রহমতে তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিন, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

- হে আল্লাহ, অন্যের কাছে তাদের কোনো প্রয়োজন বাকি রাখবেন না।

- হে আল্লাহ, তারা দুনিয়াতে আমাদের জন্য যা চায়, তা দিয়ে তাদের চক্ষুকে শীতল করে দিন।

- হে আল্লাহ, তাদেরকে আপনি নিজ জিম্মায় নিয়ে নিন, আপনার আমানত ও ইহসানের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

- হে আল্লাহ, তাদেরকে সুন্দর জীবন দান করুন; পবিত্র রিজিক ও উত্তম আমলের তাওফিক দিন।

৯. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।

- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।

- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

১০. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

আহমাদ আল-গিমারি আল-হাসানি ﷺ তার কিতাব 'বিররুল ওয়ালিদাইন'-এ পিতামাতার খিদমতের পঞ্চাশের অধিক ফায়দা উল্লেখ করেছেন। তার কিছু এই :

- পিতামাতা মুশরিক হলেও তাদের খিদমত করা আবশ্যক।
- তাদের আদেশের সামনে কসম ভঙ্গ করে ফেলা।
- সন্তান ও তার উপার্জিত সবই তার পিতার।
- পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব।
- তাদের অনুমতি ছাড়া জিহাদ[২৭৭] বা সফর করা হারাম।
- নফল সালাতের ওপর পিতামাতার খিদমত অগ্রগণ্য।
- জিহাদের ওপর তাদের খিদমত অগ্রাধিকার পাবে।
- তাদের খিদমত গুনাহ মোচনকারী এবং কবিরা গুনাহের কাফফারা।
- পিতামাতার খিদমতকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে; যদিও সে যেকোনো কর্ম সম্পাদন করে, যতক্ষণ না সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়।
- যে পিতামাতার খিদমত করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
- পিতামাতার খিদমত করে দুর্ভাগ্যকে সফলতায় রূপান্তরিত করা।
- তাদের সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন।
- তাদের সাথে সদাচরণ করলে জীবন ও জীবিকা বৃদ্ধি পায়।
- যে পিতামাতার সাথে সদাচরণ করবে, তার সন্তানরা তার সাথে সদাচরণ করবে।
- পিতামাতার জন্য ব্যয় করা আবশ্যক।

---

২৭৭. জিহাদ যখন প্রত্যেকের ওপর ফরজে আইন হয়ে যায়, তখন অনুমতি নেওয়া আবশ্যক নয়।

পিতামাতার সাথে কিছু সদাচরণ :

- তাদের সাথে নম্র সুরে কথা বলা।
- ক্রোধের সময় তাদের সামনে বিনয়ী হওয়া।
- তাদের সামনে কথা বলার সময় হাত ওপরে না তোলা।
- তাদেরকে নাম ধরে না ডাকা।
- তাদের সামনে না হাঁটা।
- (জরুরি প্রয়োজন ছাড়া) তাদের ঘুম না ভাঙানো।
- তাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করা।
- তাদের জন্য দাঁড়ানো।
- তাদের অসিয়ত পূরণ করা।
- তাদের পক্ষ থেকে হজ আদায় করা।
- তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য দুআ ও ইসতিগফার করা।
- পিতামাতার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।

এর বিপরীতে রয়েছে তাদের অবাধ্যতা এবং কবিরা গুনাহ :

- যে পিতামাতার অবাধ্য হয়, সে অভিশপ্ত।
- তাওবা ছাড়া এই অবাধ্য ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।
- পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তির আমল কবুল হয় না।
- অবাধ্যতার ফলে মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হয় না।
- পার্থিব জীবনে খুব দ্রুতই সে অবাধ্যতার শাস্তি পেয়ে যায়।
- পিতামাতা জুলুম করলেও তাদের অবাধ্যতা করা হারাম।
- পিতামাতা যদি ঘর ও পরিবার থেকে বেরও করে দেয়, তথাপি তাদের অবাধ্যতা করা হারাম।

কিছু অবাধ্যতা :

- পিতামাতাকে পেরেশান করে তোলা।
- তাদের কান্নার কারণ হওয়া।
- তাদের গালির কারণ হওয়া।
- তাদের দিকে চোখে রাঙিয়ে তাকানো।

২৯. আজকের পাঠ : ভয়

[আপনার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করুন]

নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

➤ ইহসানের স্তর অর্জন করা :

হাদিসে জিবরিলে বর্ণিত আছে যে, 'নবিজি ﷺ ইহসান সম্পর্কে বলেন :

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ।'[২৭৮]

➤ মুমিনের একটি সিফাত :

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

'সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ইমানদার হয়ে থাকো, তবে আমাকেই ভয় করো।'[২৭৯]

---

২৭৮. সহিহুল বুখারি : ৫০, সহিহু মুসলিম : ৮।

২৭৯. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৭৫।

➤ আল্লাহর প্রশংসা অর্জন করা :

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

'তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং (মনে) আশা ও ভয় নিয়ে আমাকে ডাকত। আর তারা ছিল আমার প্রতি বিনয়াবনত।'[২৮০]

➤ আল্লাহ তাআলা ভীত-সন্ত্রস্তদের সাথে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ বলেন :

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান।'[২৮১]

➤ ভয় হলো আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর গুণ :

রাসুল ﷺ বলেন :

أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ،

'জেনে রেখো, আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং আমি তোমাদের চেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বন করি।'[২৮২]

➤ ভয় হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম :

রাসুল ﷺ বলেন :

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ،...

---

২৮০. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৯০।
২৮১. সুরা আর-রহমান, ৫৫ : ৪৬।
২৮২. সহিহুল বুখারি : ৫০৬৩।

'দুই প্রকারের চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। তন্মধ্যে এক প্রকারের চোখ হলো, যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে।...'[২৮৩]

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপে করে দেবো।'[২৮৪]

এই আয়াতটি নেক আমল সঞ্চয় করেছে এমন প্রত্যেকের কর্ণকুহরে চরমভাবে আঘাত করে। রাসুল ﷺ এ ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে বলেন :

«لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا»، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا»

'আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন।' সাওবান رضي الله عنه বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই।' তিনি বললেন, 'তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের

---

২৮৩. সুনানুত তিরমিজি : ১৬৩৯।
২৮৪. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ২৩।

বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে; কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে।'[২৮৫]

এগুলো হলো একাকী অবস্থার গুনাহ, যা থেকে শুধু ওই ব্যক্তিই বাঁচতে পারে, যার প্রতি আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন। এদের কোনো পুরুষ বা নারী যখন একাকী হয়ে যায় এবং মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকে, তখন মন্দ ও পাপের মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা শুরু করে, যেন আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন না।

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى

'সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?'[২৮৬]

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

➤ রাসুল ﷺ বলেন :

إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ

'আমি (অদৃশ্য জগতের) যা দেখি, তোমরা তা দেখো না; আর আমি যা শুনতে পাই, তোমরা তা শুনতে পাও না। আসমান তো চড়চড় শব্দ করছে, আর সে এই শব্দ করার যোগ্য। তাতে এমন চার আঙুল পরিমাণ জায়গাও নেই, যেখানে কোনো ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার জন্য অবনত মস্তকে সিজদায় পড়ে না আছে। আল্লাহর শপথ, আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে, বেশি কাঁদতে এবং বিছানায় স্ত্রীদের উপভোগ করতে না

---

২৮৫. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২৪৫।

২৮৬. সুরা আল-আলাক, ৯৬ : ১৪।

এবং তোমরা পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে যেতে আল্লাহর সামনে কাকুতি-মিনতি করতে করতে।'[২৮৭]

➤ আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَأُلْقِيهَا

'আমি আমার পরিবারের লোকদের কাছে ফিরে যাই, আমার বিছানায় খেজুর পড়ে থাকতে দেখি। খাওয়ার জন্য আমি তা তুলে নিই। পরে আমার ভয় হয় যে, হয়তো তা সদাকার খেজুর হবে, তাই আমি তা রেখে দিই।'[২৮৮]

৪. অমূল্য বাণী

➤ উমর বিন মাসলামা আল-হাদ্দাদ আন-নিশাপুরী বলেন, 'ভয় হলো হৃদয়ের বাতি। এর মাধ্যমে সে হৃদয়ের কল্যাণ ও অকল্যাণ দেখতে পারে। আর মানুষ যে জিনিসকে ভয় করে, তা থেকে সে পালিয়ে থাকে। তবে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারটি ভিন্ন। কারণ, যখন তাঁকে ভয় করা হয়, তখন তাঁর দিকেই ছুটে যাওয়া হয়।'

➤ হাসান ﷺ বলেন, 'আল্লাহকে শুধু মুমিনগণই ভয় করে। আর মুনাফিকরাই তাঁর ব্যাপারে নির্ভয়ে থাকে।'

➤ আবু সুলাইমান ﷺ বলেন, 'যে হৃদয়ই ভয়শূন্য হয়ে গেছে, তা নষ্ট হয়ে গেছে।'

➤ ইবরাহিম বিন সুফইয়ান ﷺ বলেন, 'ভয় যদি হৃদয়গুলোতে স্থান করে নেয়, তাহলে কামনার স্থানসমূহকে তা জ্বালিয়ে দেয় এবং হৃদয় থেকে দুনিয়াকে তাড়িয়ে দেয়।'

---

২৮৭. সুনানুত তিরমিজি : ২৩১২, মুসতাদরাকুল হাকিম : ৩৮৮৩।
২৮৮. সহিহুল বুখারি : ২৪৩২, সহিহু মুসলিম : ১০৭০।

- মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ বিন শিখখির ﷺ বলেন, 'প্রিয় ভাইয়েরা, তোমরা মেহনতের সাথে আমল করে যাও। যদি আমাদের আশা অনুযায়ী আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত পেয়ে যাই, তা হলে তো জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য হবে। আর যদি আমাদের আশঙ্কা অনুযায়ী এর বিপরীত কিছু হয়, তা হলে কমপক্ষে এ আর্তনাদ থেকে বেঁচে গেলাম : "হে প্রভু, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নেক আমল করার সুযোগ করে দিন।"'

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'সালাফগণ যখন সুস্থ থাকতেন, তখন আশার ওপর ভয়ের দিকটিকে শক্তিশালী করতেন। আর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের সময় হতো, তখন ভয়ের ওপর আশার দিকটিকে শক্তিশালী করতেন।'

- আবু হামিদ গাজালি ﷺ বলেন, 'কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে শুধু তারাই নিরাপদ থাকবে, যারা দুনিয়াতে সেদিনের ব্যাপারে দীর্ঘ ফিকির করেছে। কারণ, আল্লাহ তাআলা বান্দার মাঝে দুই স্থানের ভয় একত্রিত করবেন না। সুতরাং যে সে ভয়াবহ দিনকে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় ভয় করেছে, তাকে আল্লাহ সেদিন নিরাপত্তা দেবেন। আর আমি ভয় দ্বারা সে ভয়কে বুঝাচ্ছি না, যা মহিলাদের বিলাপের মতো হয়ে থাকে। ওয়াজের সময় আপনার অন্তর বিগলিত হলো এবং অশ্রু গড়িয়ে পড়ল, তারপর খুব দ্রুতই তা ভুলে গিয়ে নিজের পেছনের খেল-তামাশায় মত্ত হলেন, এটি কোনো ভয় নয়। যে কোনো জিনিসকে ভয় করে, সে তা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। আর যে কোনো জিনিসের প্রত্যাশা করে, সে তা খুঁজে বেড়ায়। সুতরাং সেদিন আপনাকে সেই ভয় রক্ষা করবে, যা অবাধ্যতা থেকে আপনাকে বারণ করবে এবং আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে।'

মহিলাদের বিলাপের চেয়ে ভয়াবহ হলো, নির্বোধ লোকদের ভয়। যখন তারা কোনো ভয়ের বিষয় শ্রবণ করে, তখন মুখে খুব দ্রুত 'আল্লাহর পানাহ চাই' বলে। তাদের কেউ বলে, 'আল্লাহর সাহায্য চাচ্ছি। হে আল্লাহ, বাঁচাও, বাঁচাও।' কিন্তু তারপরেও তারা অবাধ্যতায় অটল থাকে, যা তাদের ধ্বংসের কারণ হয়। তার আশ্রয় প্রার্থনা দেখে শয়তান হাসে, যেমন ওই ব্যক্তিকে নিয়ে হাসা হয়, যে একটি দুর্গের সামনের খোলা

প্রান্তরে আছে, আর তাকে কোনো হিংস্র প্রাণী টার্গেট করেছে। দূর থেকে যখন সে ওই প্রাণীটির থাবা ও গর্জন দেখছে, তখন মুখে মুখে বলছে, 'আমি এই শক্ত দুর্গের আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তার কঠিন গঠন ও শক্ত ভিত্তির সাহায্য গ্রহণ করছি।' সে মুখে মুখে এ কথা বলছে; কিন্তু নিজের জায়গা থেকে নড়ছে না। আখিরাতের বিষয়টিও এমন। আর তার একমাত্র দুর্গ হলো, সত্য দিলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা। সত্য দিলের অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য না থাকা এবং তিনি ভিন্ন অন্য কোনো বাতিল মাবুদও লক্ষ্য থাকে না।

৫. চমৎকার কাহিনি

- আবুল ইয়াসার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَتَتْنِي امْرَأَةٌ تَبْتَاعُ تَمْرًا، فَقُلْتُ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ تَمْرًا أَطْيَبَ مِنْهُ، فَدَخَلَتْ مَعِي فِي الْبَيْتِ، فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهَا فَتَقَبَّلْتُهَا، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ وَلَا تُخْبِرْ أَحَدًا، فَلَمْ أَصْبِرْ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ وَلَا تُخْبِرْ أَحَدًا، فَلَمْ أَصْبِرْ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَخَلَفْتَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فِي أَهْلِهِ بِمِثْلِ هَذَا حَتَّى تَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ إِلَّا تِلْكَ السَّاعَةَ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. قَالَ: وَأَطْرَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيلاً حَتَّى أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ}، إِلَى قَوْلِهِ: {ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}. قَالَ أَبُو الْيَسَرِ: فَأَتَيْتُهُ فَقَرَأَهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِهَذَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً

'এক মহিলা খেজুর ক্রয়ের জন্য আমার নিকট এলে আমি তাকে বললাম, "ঘরের ভেতর এর চাইতে ভালো খেজুর আছে।" অতএব সে আমার সাথে ঘরে প্রবেশ করে। আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি

এবং তাকে চুমো দিই। অতঃপর আমি আবু বকর ﵁-এর নিকট এসে তাঁকে ঘটনা জানালাম। তিনি বললেন, "এটা নিজের কাছেই গোপন রাখো এবং আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবা করো এবং আর কাউকে বলো না।" কিন্তু আমি ধৈর্যধারণ করতে পারলাম না। তাই আমি উমর ﵁-এর কাছে এসে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন, "এটা নিজের কাছেই গোপন রাখো এবং আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবা করো এবং এটা আর কারও নিকট বলো না।" কিন্তু আমি ধৈর্য ধরতে পারলাম না। তাই আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর নিকট বিষয়টি প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন, "তুমি কি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদে গমনকারী ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের সাথে এই অপকর্ম করেছ?"' এ কথায় অনুতপ্ত হয়ে আবুল ইয়াসার আক্ষেপ করে বলেন, তিনি যদি ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করে এই মুহূর্তে গ্রহণ করতেন! এমনকি তিনি নিজেকে জাহান্নামি ভাবলেন। রাসুল ﷺ দীর্ঘক্ষণ নীরবে দৃষ্টি অবনমিত করে রইলেন। অবশেষে তাঁর প্রতি ওহি অবতীর্ণ হলো, (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ) "তুমি সালাত কায়িম করো দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে। পুণ্যরাজি পাপরাশিকে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটা তাদের জন্য উপদেশ।"(সুরা হুদ : ১১৪)।"' আবুল ইয়াসার ﵁ বলেন, 'আমি রাসুল ﷺ-এর নিকট এলে তিনি আমাকে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে শুনান। তখন তাঁর সাহাবিগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, এটা কি তার জন্যই নির্দিষ্ট, না সাধারণভাবে সকলের জন্য?" তিনি বললেন, "বরং সাধারণভাবে সকলের জন্য।"'[২৮৯]

- আবু সাইদ খুদরি ﵁ নবিজি ﷺ থেকে বর্ণনা করেন :

أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ سَلَفَ - أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالَ: كَلِمَةً: يَعْنِي - أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا وَوَلَدًا، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْوَفَاةُ، قَالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟

২৮৯. সুনানুত তিরমিজি : ৩১১৫।

قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ - أَوْ لَمْ يَبْتَئِزْ - عِنْدَ اللهِ خَيْرًا، وَإِنْ يَقْدِرِ اللهُ عَلَيْهِ يُعَذِّبْهُ، فَانْظُرُوا إِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي - أَوْ قَالَ: فَاسْحَكُونِي -، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُونِي فِيهَا، فَقَالَ: نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي، فَفَعَلُوا، ثُمَّ أَذْرَوْهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُنْ، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ، قَالَ اللهُ: أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ، - أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ -، قَالَ: فَمَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ عِنْدَهَا

'তিনি পূর্ববর্তী জনৈক লোকের কথা উল্লেখ করলেন, যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ ও সন্তান দান করেছিলেন। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, সে তার সন্তানদের বলল, "আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম?" তারা বলল, "উত্তম পিতা।" সে বলল, "সে তো আল্লাহর নিকট কোনো কল্যাণ জমা করেনি, আল্লাহ তাকে পেলে অবশ্যই শাস্তি দেবেন। তোমরা এক কাজ করো, আমি যখন মারা যাব, আমাকে জ্বালিয়ে দেবে, যখন আমি কয়লায় পরিণত হব আমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে, অতঃপর যখন প্রচণ্ড ঝড়ের দিন হবে, আমাকে তাতে ছিটিয়ে দেবে।"' নবিজি ﷺ বলেন, 'সে এ জন্য তাদের থেকে ওয়াদা নিল। আমার রবের কসম, তারা তা-ই করল, অতঃপর প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে ছিটিয়ে দিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন, (كُنْ) "হও"। ফলে সে দণ্ডায়মান ব্যক্তিতে পরিণত হলো। আল্লাহ বললেন, "হে আমার বান্দা, কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে যে, তুমি যা করার করেছ?" সে বলল, "আপনার ভয়।" তিনি বললেন, 'আল্লাহর দয়া ব্যতীত অন্য কিছু তাকে উদ্ধার করেনি।'[২৯০]

---

২৯০. সহিহুল বুখারি : ৭৫০৮।

৬. রমাদানে ভয়

- আপনি যে গুনাহে লিপ্ত হয়েছেন, তার কারণে রোজা কবুল না হওয়ার ভয়।
- ক্ষমা ছুটে যাওয়ার ভয়।
- কদরের রাত্রি না পাওয়ার ভয়।
- বরং রমাদানের আগেও এই ভয় থেকে যায় যে, আপনি রমাদান পাবেন না এবং তার পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন।

৭. দুআ

- হে আল্লাহ, আমি যেন আপনাকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য—সর্বাবস্থায় ভয় করতে পারি, আমাকে সেই তাওফিক দান করুন।
- হে আল্লাহ, আমাকে মানুষের মাঝে আপনার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত এবং আপনাকে সর্বাধিক ভয় করার তাওফিক দিন।
- হে আল্লাহ, আমাদের মাঝে সে ভয় দান করুন, যার কারণে আমাদের মাঝে ও আপনার অবাধ্যতার মাঝে পর্দা পড়ে যাবে।

৮. ভয়ের সূর্য হারিয়ে গেছে

- গোপন গুনাহ ছড়িয়ে পড়েছে এবং নির্জনে আল্লাহর সাথে খিয়ানত করা হচ্ছে।
- কিছু মানুষ গুনাহের অনুভূতি হারিয়ে প্রকাশ্যে অবাধ্যতায় লিপ্ত হচ্ছে। এমনকি তারা এই পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, এখন তারা গুনাহকে ভালো মনে করছে এবং তা নিয়ে গর্বও করছে। আল্লাহর দৃষ্টির ভয় তো দূরের কথা মানুষের দেখার ভয়ও করছে না।

৯. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

- আমি ভয়ের স্তরটি অর্জন করব। ভয় হলো সে ভয়, যা ইলমের সাথে হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

'আল্লাহর বান্দাদের মাঝে আলিমগণই তাঁকে ভয় করে।'[২৯১]

- আমি প্রকাশ্যে যা করি, গোপনে তার বিপরীত করব না। (হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য—সর্বাবস্থায় আপনাকে ভয় করার তাওফিক প্রার্থনা করছি।)

- আমি আল্লাহ তাআলার সব ধরনের ভয়ের স্তর অর্জনের চেষ্টা করব।

- গুনাহের শাস্তির ভয় করব। সাবধান, গুনাহকে তুচ্ছ মনে করবেন না।

- জাহান্নামের আগুনকে ভয় করব : জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচব, যদিও এক টুকরা খেজুর সদাকা করার দ্বারা হয়।

- মন্দ অবস্থায় মৃত্যুর ব্যাপারে ভীত থাকব। হাদিসে বর্ণিত আছে :

لَا تَعْجَبُوا بِعَمَلِ عَامِلٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَا يُخْتَمُ لَهُ

'তোমরা আমলকারীর আমল দেখে অবাক হয়ো না; যতক্ষণ না দেখো, তার পরিণাম কী হয়।'[২৯২]

- ইবাদত কবুল না হওয়ার ব্যাপারে ভয় করব। রাসুল ﷺ বলেন :

لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ}

---

২৯১. সুরা ফাতির, ৩৫ : ২৮।
২৯২. তাবারানি ﵀ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৮০২৫।

'না, হে সিদ্দিকের মেয়ে, যারা সিয়াম পালন করে, সালাত আদায় করে এবং দান-খয়রাত করে তারাই ভয় করবে যে, তাদের এগুলো কবুল হলো কি না। "তারাই কল্যাণকর কাজে দ্রুত ছুটে যায়। এবং তাতে তারা অগ্রগামী।"'[২৯৩_২৯৪]

- নিফাকের ভয় করব। যেমন উমর বিন খাত্তাব ﵁ হুজাইফা ﵁-কে বলেন, 'রাসুল ﷺ কি মুনাফিকদের মাঝে আমার নামও উল্লেখ করেছেন?'

- ইলম অনুযায়ী আমল না করার ব্যাপারে ভয় করব। আবু দারদা ﵁ বলেন, 'আমি সর্বপ্রথম আমার রব আমাকে যে প্রশ্ন করবেন বলে ভয় করি, তা হলো, তিনি বলবেন, "তুমি জানো, আর তোমার জানা অনুযায়ী তুমি কী আমল করেছ?"'

- কিয়ামত দিবসকে ভয় করব। হাসান ﵀ বলেন, 'তোমাদের পূর্বে এমন কিছু দল অতিবাহিত হয়েছেন, যদি তারা এই কণা সমপরিমাণ দান করতেন, তাহলেও ভয় করতেন যে, সেদিনের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাবেন না।'

১০. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।

- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।

- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

---

২৯৩. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ৬১।
২৯৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩১৭৫।

৩০. আজকের পাঠ : আশা

[আপনার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করুন]

ওহে আমার আশা!

১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- আপনি আল্লাহর ব্যাপারে যেমন ধারণা করবেন, আল্লাহ তাআলা আপনার ব্যাপারে তেমন ইচ্ছা করবেন।

  হাদিসে কুদসিতে এসেছে, (আল্লাহ তাআলা বলেন) :

  أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ

  'আমি আমার ব্যাপারে বান্দা যেমন ধারণা করে তেমন আচরণ করি। সুতরাং সে যেন যা ইচ্ছা আমার ব্যাপারে ধারণা করে।'[২৯৫]

- আখিরাতের পথযাত্রা হয় শুভ এবং অন্তর আনন্দে ভরে যায়।
- হতাশ লোকদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। শয়তানের পথ বন্ধ হয়ে যায়। শয়তানই মূলত মুমিনদের অন্তরে হতাশা ও নিরাশার বীজ বপন করে।
- আল্লাহর মহব্বতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছা যায়। আল্লাহর প্রতি আপনার যতই আশা বাড়বে, ততই তাঁর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। তাঁর প্রতি আপনার সন্তুষ্টিও বৃদ্ধি পাবে।

---

২৯৫. মুসনাদু আহমাদ : ১৬০১৬।

- ইমানের উচ্চ মাকাম অর্জন করতে পারবেন। আর সেটি হলো শোকরের মাকাম। কারণ, বান্দা যখন আল্লাহর কাছে যা আশা করেছে তা পাবে, তখন শোকরের দিকে ধাবিত হবে।

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ ۚ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'যারা ইমান এনেছে আর যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা সবাই আল্লাহর রহমত প্রত্যাশা করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'[২৯৬]

সুতরাং যারা আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা করে, তারা হলো ওই সকল লোক, যারা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে। আর যারা আমল ছাড়াই আশা করে, তারা স্বপ্নে বিভোর আছে। আল্লাহ তাআলা অন্য এক স্থানে ওই সকল লোককে তিরস্কার করেছেন, যারা দুনিয়া অর্জনে ডুবে থাকে, এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমার আশা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا

'তাদের পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এক (অধম) প্রজন্ম, যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে; কিন্তু তারা এই তুচ্ছ জগতের সামগ্রী গ্রহণ করে আর বলে, "আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"'[২৯৭]

আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকেও তিরস্কার করেছেন, যে তার রবের হকের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছে :

---

২৯৬. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১৮।
২৯৭. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৬৯।

وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا

'আর (আসলেই) যদি আমাকে আমার প্রভুর নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে (সেখানে) আমি অবশ্যই এরচেয়ে ভালো প্রত্যাবর্তনস্থল পাব।'[২৯৮]

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

- রাসুল ﷺ তায়িফ থেকে ফিরে এলেন। (তায়িফে) তখন কেউ তাঁর ডাকে ইসলাম গ্রহণ করেনি। তিনি অবনত মস্তকে চিন্তিত অবস্থায় ফিরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি মাথা উঠিয়ে দেখলেন এক খণ্ড মেঘ তাঁর ওপর ছায়া দিচ্ছে। তিনি সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন তাতে জিবরাইল ﷺ। জিবরাইল ﷺ তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, 'আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে, আল্লাহ তাআলা তা শ্রবণ করেছেন এবং তারা যে উত্তর দিয়েছে, তাও তিনি শ্রবণ করেছেন। তাই তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাদের পাঠিয়েছেন, যেন আপনি যা চান তাদেরকে আদেশ করেন।' তখন পাহাড়ের ফেরেশতা তাঁকে সালাম দিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ, যদি আপনি চান, তাহলে আমি তাদের ওপর দুই পাহাড়কে একসাথে মিলিয়ে দেবো।' নবিজি ﷺ বললেন, (بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) 'বরং আমি আশা করি তাদের বংশধর থেকে এমন কেউ বের হবে, যে এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।'[২৯৯] আল্লাহ তাআলা তাঁর নবির এই আশা বাস্তবায়ন করেছেন।

- রাসুল ﷺ বলেন, 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ—সে সত্তার শপথ, আমি আশা করি, তোমরা জান্নাতের এক-চতুর্থাংশ হবে।' সাহাবিগণ আনন্দে তাকবির দিয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, 'আমি আশা করি, তোমরা জান্নাতের এক-তৃতীয়াংশ হবে।' সাহাবিগণ তাকবির দিয়ে উঠলেন। এরপর তিনি বললেন, 'আমি আশা করি, তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে।' তখন সাহাবিগণ আবার

---

২৯৮. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৩৬।
২৯৯. সহিহুল বুখারি : ৩২৩১।

তাকবির দিয়ে উঠলেন।[৩০০] আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবিবের এ আশার চাইতেও বেশি বাস্তবায়ন করেছেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ

'জান্নাতিদের একশ বিশটি কাতার হবে। এর মাঝে আশিটি কাতার হবে এই উম্মতের মধ্য থেকে এবং অন্যান্য উম্মত থেকে হবে চল্লিশটি।'[৩০১]

রাসুল ﷺ তাঁর রবের কাছে আশা করেছেন অর্ধেকের। এরপর আল্লাহ তাআলা বাড়িয়ে দুই-তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

৪. অমূল্য বাণী

- আলি ﵁ বলেন, 'যদি কোনো ব্যক্তি গুনাহ করে, আর আল্লাহ দুনিয়াতে তার সে গুনাহ গোপন করে রাখেন, তাহলে সেই গুনাহ আখিরাতেও গোপন রাখা আল্লাহর নীতি। আর যদি গুনাহের কারণে তিনি বান্দাকে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়ে দেন, তাহলে সেই কারণে আখরাতে দ্বিতীয়বার শাস্তি না দেওয়া তাঁর সর্বোচ্চ ইনসাফ।'
- সুফইয়ান সাওরি ﵀ বলেন, 'আমি চাই না আমার হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার পিতামাতার কাছে দেওয়া হোক। কারণ, আমি জানি, আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি তাদের চেয়ে অধিক দয়াশীল।'
- হাসান ﵀ বলেন, 'যদি মুমিনগণ গুনাহ না করত, তাহলে তারা আসমান ও জমিনের রাজত্বে উড়ে বেড়াতে পারত; কিন্তু আল্লাহ তাআলা গুনাহের মাধ্যমে তাদের নিবৃত্ত করে রেখেছেন।'
- সুফইয়ান ﵀ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ করে ফেলে, অতঃপর মনে করে এটা তার তাকদিরে ছিল এবং সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা লাভের আশা করে, তাহলে আল্লাহ তার ওই গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।'

---

৩০০. সহিহুল বুখারি : ৩৩৪৮, সুনানুত তিরমিজি : ৩১৬৮।
৩০১. সুনানুত তিরমিজি : ২৫৪৬, সুনানুদ দারিমি : ২৮৭৭।

- ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন এত পরিমাণ ক্ষমা করবেন, যা কোনো মানুষের হৃদয় কল্পনা করতে পারবে না।'

- ইয়াহইয়া বিন মুআজ ﷺ বলেন, '(হে রব) গুনাহের সাথে আপনার প্রতি আমার আশা আমলের সাথে আপনার প্রতি আমার আশাকে পরাজিত করে। কারণ, আমলের ক্ষেত্রে আমি ভরসা করি ইখলাসের ওপর। আর কীভাবে আমি আমলকে পরিশুদ্ধ ঘোষণা করব এবং তা ধরে রাখব; অথচ আমি বিভিন্ন বিপর্যয়ের মাঝে আছি। আর গুনাহের ক্ষেত্রে আমি ভরসা করি আপনার ক্ষমার ওপর। আর কীভাবে আপনি ক্ষমা করবেন না, যখন আপনি এই গুণে গুণান্বিত।'

- ইবনে আতা বলেন, 'যখন আপনি আশার দরজা উন্মুক্ত করতে চান, তখন সেসব বিষয়কে সামনে নিয়ে আসুন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কাছে এসেছে। আর যখন ভয়ের দরজা উন্মোচন করতে চান, তখন সেসব বিষয় সামনে নিয়ে আসুন, যা আপনার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে পৌঁছেছে।'

- আবু কুদামা আল-মাকদিসি ﷺ বলেন, 'নেক দিলের অধিকারী ব্যক্তিগণ এ কথা জানেন যে, দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত। আর হৃদয় হলো ক্ষেতের মতো। ইমান হলো বীজের মতো। আর দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হৃদয় হলো অনুর্বর ভূমির মতো, যেখানে বীজ উদগত হয় না। আর কিয়ামতের দিন হলো ফসল কাটার দিন। আর প্রত্যেকে সে ফসলই কাটবে, যা সে বপন করেছে। আর ইমানের বীজ ছাড়া কোনো ফসলই উন্নতি লাভ করবে না। যার হৃদয় নষ্ট হয়ে গেছে এবং যার চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে, তার উপকার খুব কম হবে। যেমন অনুর্বর জমিনে বীজ উদগত হয় না। সুতরাং ক্ষেতের চাষীর মতো বান্দার ক্ষমার আশা করা দরকার। সুতরাং যে একটি উর্বর জমি খুঁজে তাতে ভালো বীজ বপন করেছে এবং সময়মতো তাতে পানির ব্যবস্থা করেছে, জমিনকে যে ঘাস ও পোকামাকড় এবং অন্যান্য ফসল নষ্টকারী জিনিস থেকে মুক্ত রেখেছে, তারপর আল্লাহ তাআলার দয়ার অপেক্ষায় ফসল পরিপক্ব হওয়ার আগ পর্যন্ত বিভিন্ন বজ্রপাত ও দুর্যোগ থেকে নিরাপত্তার আশা করে বসে আছে, এই ব্যক্তির আশাকে আশা বলা যায়।

আর যদি কেউ শক্ত অনুর্বর ভূমিতে বীজ ফেলে, যেখানে কোনো পানি পৌঁছে না এবং চাষীও তার কোনো যত্ন নেয় না, তারপরও সে ফসলের আশা করে বসে থাকে, তাহলে তার এই আশা হলো নির্বোধের আশা ও প্রবঞ্চনা।

৫. কিছু চমৎকার কাহিনি

- আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَجِدُكَ؟» قَالَ: أَرْجُو اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ»

'নবিজি ﷺ এক যুবকের নিকট গেলেন। তখন সে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। তিনি বললেন, "তোমার কেমন অনুভব হচ্ছে?" যুবকটি বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা করছি; কিন্তু আবার ভয়ও পাচ্ছি আমার গুনাহগুলোর কারণে।" রাসুল ﷺ বললেন, "যে বান্দার হৃদয়ে এ রকম সময়ে এরূপ দুই বিপরীত জিনিস একত্র হয়, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার কাঙ্ক্ষিত জিনিস তাকে দান করেন এবং তাকে তার বিপদাশঙ্কা হতে নিরাপদ রাখেন।"'[৩০২]

- আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﵀ বলেন, 'আরাফার সন্ধ্যায় সুফইয়ান সাওরি ﵀-এর কাছে এলাম। তিনি তখন হাঁটুতে ভর করে উপুড় হয়ে পড়ে ছিলেন এবং তার চক্ষুদ্বয় অশ্রু প্রবাহিত করছিল। আমি তাকে বললাম, 'এই সমাবেশে কার অবস্থা সবচেয়ে মন্দ?' তিনি বললেন, 'যে ধারণা করে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না।'

---

৩০২. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২৬১।

- ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ আরাফার সন্ধ্যায় মানুষের তাসবিহ পাঠ এবং তাদের কান্নার প্রতি খেয়াল করলেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের কি ধারণা যে, যদি তারা একজন লোকের কাছে গিয়ে একটি দানিক (ছোট মুদ্রাবিশেষ) চায়, তাহলে সে তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে?' তারা বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'এক দানিকের ব্যাপারে কারও সাড়া প্রদানের চেয়ে আল্লাহর কাছে বান্দাদের ক্ষমা করে দেওয়া আরও সহজ ব্যাপার।'

৬. রমাদানে আশা

রমাদান হলো আশার মাস। এ মাস ক্ষমা ও মাগফিরাতের আশার মাস। জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশার মাস। রহমত ও জান্নাতের আশার মাস। প্রতিদান ও আমল কবুল হওয়ার আশার মাস। এ সবগুলোই হলো আশার দরজা খোলার মাধ্যম; যেন বান্দার হৃদয় আল্লাহর নুরে আলোকিত হয়।

৭. দুআ

- হে আল্লাহ, আমি আপনার রহমত প্রত্যাশা করি। সুতরাং আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও নিজের ওপর ছেড়ে দেবেন না। আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দিন। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

- হে আল্লাহ, আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার জন্যই সালাত আদায় করি এবং আপনাকেই সিজদা করি। আপনার দিকেই ছুটে যাই এবং আপনার কাছেই সাহায্য প্রত্যাশা করি। আপনার কাছেই রহমতের আশা করি। আপনার আজাবকে ভয় করি। নিশ্চয় আপনার কঠিন আজাব কাফিরদের সাথে সংযুক্ত।

- হে আল্লাহ, আমার হৃদয় আপনার আশার মাধ্যমে পূর্ণ করে দিন এবং অন্যদের থেকে আমার আশা দূর করে দিন।

৮. আশার সূর্য ডুবে গেছে

আমাদের অনেকের মাঝে, বিশেষ করে অবাধ্যদের মাঝে নিম্নের বিষয়গুলো ছড়িয়ে পড়েছে :

- আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া।
- নফসের পরিবর্তনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাওয়া।
- মন্দ অভ্যাস বা কঠিন কোনো গুনাহ থেকে মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়া।
- উম্মাহর বাস্তব পরিবর্তনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাওয়া।

৯. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন কাজ দেখার বিষয়

- আমি আল্লাহর কাছে দুআ কবুলের আশা নিয়ে দুআ করব।
- আমার নিজের অন্তরে এবং পার্শ্ববর্তী লোকদের অন্তরে আশার আলো ছড়িয়ে দেবো। আলি বিন আবু তালিব ﵁ বলেন, 'আলিম হলো ওই ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না এবং তাদেরকে আল্লাহর আজাবের ব্যাপারে বেপরোয়াও করে দেয় না।'

১০. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

আশাবাদী হোন...

সর্বশেষ...

এ মাসের দিনগুলো খুব দ্রুত চলে গেছে!

আপনার পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে?

আপনার টার্গেটগুলো কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে?!

আপনি কি এ মাসে যথাযথভাবে সিয়াম পালন করেছেন?

আপনি কি এই ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর যে ইচ্ছা, তা বাস্তবায়ন করেছেন?

আপনি কি মনে করেন যে, আমাদের সকল অবস্থা এবং হতাশার এই চাকা ও আপতিত এই লাঞ্ছনাসমূহ আল্লাহ তাআলার পরিবর্তন করা আপনার ওপর নির্ভর করে!!

হ্যাঁ, পুরো উম্মাহর পরিবর্তন আপনার হাতে... আপনার মাধ্যমেই পরিবর্তন হবে!!

সুতরাং যদি আপনার হৃদয় পরিবর্তিত হতো, আপনার কর্মের পরিবর্তন ঘটত, আপনার চরিত্র উন্নত হতো এবং আল্লাহ তাআলা যা ভালোবাসেন তার সর্বোত্তম দিকে তা ধাবিত হতো।

কিন্তু আমি 'যদি' বলব কেন?!

আপনি তো সাথে সাথেই পরিবর্তন হয়ে গেছেন এবং রমাদানের পর রমাদানের চেয়েও উত্তম হয়ে গেছেন।

হ্যাঁ,

আল্লাহ তাআলা অচিরেই আপনার পাঠে বরকত দান করবেন।

মাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আপনার আনুগত্যের এই ফলাফল বাকি থাকবে।

আল্লাহ তাআলা আপনার আশাকে নষ্ট করবেন না।

আপনার মতো লোকদেরকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না।

বরং আপনি কয়েকগুণ বেশি সাওয়াব পাবেন।

আর আমি এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

নেক কাজগুলোর সাওয়াব দশ থেকে সাতশ বা তার চেয়ে বেশি গুণে বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।

আপনি পরিবর্তনের জন্য যে পদক্ষেপই গ্রহণ করবেন, আল্লাহ তাআলা তাতে আপনাকে তাওফিক দেবেন। তার ওপর বহুগুণে সাহায্য থাকবে।

আপনাদের কেউ যেন নিজেকে তুচ্ছ না মনে করে।

কত জাতিই তো পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তারা সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বিজয়ও লাভ করেছে!

আর এসব কিছুর পেছনেই তো একটি হৃদয় কাজ করে।

আপনি নিজেকে নিয়ে যেমন কল্পনা করেন, আপনি তার চেয়ে বড়।

আল্লাহ তাআলা আপনার মাঝে যে সক্ষমতা দান করেছেন, তা সীমাবদ্ধ নয়।

আপনার সামর্থ্যকে কোনো ছাদ আচ্ছাদিত করে রাখতে পারবে না।

সুতরাং সামনে অগ্রসর হোন, আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন।

আল্লাহ তাআলার সামনে নিজের পক্ষ থেকে চেষ্টা-প্রচেষ্টা প্রদর্শন করুন।

আমাদের গাজার ভাইদের কাছে আশার বার্তা প্রেরণ করুন।

ইহুদিদের হৃদয়কে ক্রোধে পূর্ণ করে দিন।

তারা আমাদেরকে চরিত্র, কর্ম, দৃঢ়তা, আশা, সভ্যতা ও জাগরণে আরও উত্তম হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করছে।

আপনি নিজের সামনে এগুলো ঘোষণা করুন...

এগুলো কোনো সাময়িক বিষয় নয়, যা কিছু দিন পর চলে যাবে।

আমি পানির এমন ঝরনা হব না, যা কিছু দিন পর শুকিয়ে যাবে।

বরং (এমন হব যে) আমার অনুভূতি সব সময় জাগ্রত থাকবে।

আমি সব সময় আল্লাহর কাছে আমার অবিচলতা প্রার্থনা করব।

আল্লাহ তাআলা আমার ব্যাপারে অবগত এবং তিনি আমাকে সাহায্য করবেন।

মহান সত্তা আমাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না।

তিনি সর্বোত্তম অভিভাবক ও সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

রমাদান পরিবর্তনের মাস। রমাদান গাফিলতি ঝেড়ে নিজেকে শুধরে নেওয়ার মাস। রমাদান আত্মশুদ্ধির সুবর্ণ সময়। রমাদান তাকওয়া অর্জনের শ্রেষ্ঠ সময়। রমাদান নেক আমলের বসন্ত। রমাদান কুরআন নাজিলের মাস। রমাদান বিজয়ের মাস। রমাদান আল্লাহর নৈকট্যলাভের শ্রেষ্ঠ সময়।

প্রিয় ভাই, আমাদের জীবনে প্রতি বছরই রমাদান আসে। সময়ের আবর্তনে আবার তা বিদায় নেয়। কিন্তু আমরা কি এ রমাদানের যথাযথ কদর করি? রমাদানের প্রভাব কি এর পরবর্তী সময়গুলোতে আমাদের মাঝে থাকে? রমাদান থেকে তাকওয়ার সবক নিয়ে সারা বছর কি আমরা তাকওয়ার পথে চলি? হায়, কত রমাদানই তো আমরা পার করেছি; কিন্তু আমাদের মাঝে পরিবর্তন কোথায়?! আছে কি আমাদের জীবনে তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ?! আসুন, আর গুনাহের সাগরে ডুবে থাকা নয়; আর নয় গাফিলতির মাঝে বিভোর থাকা। নিজেকে শুধরে নেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে জেগে উঠি। সামনের প্রতিটি রমাদানকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগানোর ফিকির করি। প্রতিটি রমাদানকে জীবনের শেষ রমাদান ভেবে এর সর্বোচ্চ কদর করি। রমাদান থেকে তাকওয়ার শিক্ষা নিয়ে জীবনের প্রতিটি পদে পদে এর বাস্তবায়ন ঘটাই। রমাদান হোক আমাদের জন্য আত্মশুদ্ধির বিপ্লব...